জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

লড়াই করে হার

ডুরান্ড কাপের ফাইনালে গতবারের চ্যাম্পিয়ন নর্থইস্টের সঙ্গে লড়াই করে হারল ডায়মন্ড হারবার এফসি। শনিবারের ম্যাচের শেষে স্কোর বোর্ড ৬-১। অসাধারণ খেললেন আলাদিন। করলেন গোলও

কমবে বৃষ্টির ব্যাপকতা

ঘূর্ণাবর্ত পরিণত নিম্নচাপে। সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখা। দক্ষিণবঙ্গে মূলত মেঘলা আকাশ। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। আজ ভারী বৃষ্টি দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ারে

এসএসসি নিয়োগে আবেদনের সময়সীমা বেড়ে হল ২ সেপ্টেম্বর

রবিবার রাত ৯টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ৯১ • ২৪ অগাস্ট, ২০২৫ • ৭ ভাদ্র ১৪৩২ • রবিবার • দাম - ৪ টাকা • ২০ পাতা • Vol. 21, Issue - 91 • JAGO BANGLA • SUNDAY • 24 AUGUST, 2025 • 20 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

৫ বছরে চাকরি হারিয়েছেন লক্ষাধিক সরকারি কর্মী

বেসরকারীকরণই কারণ, তথ্য দিয়ে জানাল কেন্দ্র

প্রতিবেদন : মোদি-রাজে বিগত পাঁচ বছরে চাকরি হারিয়েছেন লক্ষাধিক কর্মী। সম্প্রতি লোকসভায় এমনই তথ্য দিল কেন্দ্র। গত মঙ্গলবার লোকসভায় লিখিত জবাবে সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন প্রতিমন্ত্রী যে তথ্য পেশ করেন, তাতে মাথায় হাত পড়বে বিজেপির। সংসদে পেশ করা তথ্য-পরিসংখ্যানে জানা গিয়েছে, ২০১৯-'২০ সাল থেকে ২০২৪-'২৫ সাল পর্যন্ত ৯ লক্ষ ২০ হাজার স্থায়ী কর্মীর চাকরি গিয়েছে। কী কারণে সরকারি কর্মীদের চাকরি হারাতে হয়েছে তার জবাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বেসরকারীকরণকেই দায়ী করেন। অর্থাৎ কেন্দ্রের বেসরকারীকরণের নীতি সরকারি কর্মীদের বেকার করে ছেড়েছে। কেন্দ্র বিলগ্নীকরণ ও বেসরকারীকরণের কোপে চাকরি কেড়ে নিয়েছে লক্ষাধিক কর্মীর।

তামিলনাড়ুর এক বিরোধী সাংসদ সংসদে জানতে চেয়েছিলেন, সেন্ট্রাল পাবলিক সেক্টর এন্টারপ্রাইজ বা সিপিএসই-র বেসরকারীকরণের ফলে গত পাঁচ বছরে কত মানুষ চাকরি হারিয়েছেন। তফসিলি জাতি, জনজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির কত মানুষই বা চাকরি হারিয়েছেন। জবাবে তথ্য-পরিসংখ্যান তুলে ধরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, কেন্দ্রের নিয়মিত কর্মচারীর সংখ্যা ২০১৯-'২০ সালে ছিল ৯.২ লক্ষ। ২০২৩-'২৪ সালে কেন্দ্রের নিয়মিত কর্মচারীর সংখ্যা কমে দাঁড়ায় (এরপর ১১ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

নব প্রজন্ম

নূতন প্রভাতে নূতন সম্ভারে
নব প্রজন্ম জাগবে।
বিফল হবে লজ্জা আঘাত
শিশির কণা হাসবে।।
দুরন্ত যৌবন পবন গর্জে
কদম-কদমে বাড়বে।
শৈলচূড়ায় সাগর বিহঙ্গেরা
কিচির মিচির গাইবে।।
মাটির প্রদীপ ধরার ধূলিতে
জ্বালবে প্রগতি শিখা।
ধর্মে-বর্ণে মিলিত শক্তি
আনবে আলোক বর্তিকা।।
সাজিয়ে নিজের জীবনতরী
নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়বে।
ইচ্ছাশক্তি ও পরিশ্রমে
ছাত্র-যৌবন বাঁচবে।।
নিজের জীবন গড়তে হবে
নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে।
এসো মিলে সবে শপথ নাও
এসো মিলে সবে শপথ নাও
দুর্বলতাকে দাও হারিয়ে।।

মঞ্চে দুর্নীতিগ্রস্ত-নারীনিগ্রহকারী

মোদি শেখাচ্ছেন নীতিকথার পাঠ!

প্রতিবেদন : কোন নৈতিকতার পাঠ শেখাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি? এই নীতিকথা কোন বইতে লেখা আছে? দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের পাশে বসিয়ে আপনি দুর্নীতি দমনের কথা বলছেন! বলছেন দুর্নীতি দমন নতুন বিল আনার কথা। আর কত মিথ্যাচার করবেন, প্রধানমন্ত্রী?

গদ্দার অধিকারী থেকে হিমন্ত বিশ্বশর্মা, অজিত পাওয়ারের মতো দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের দলে নিয়েছেন। এখন নরেন্দ্র মোদি আপনি দুর্নীতি নিয়ে বড় বড় কথা বলছেন? একবার তো ভাবুন, মঞ্চে আপনার পাশে কে বা কারা বসে আছেন? মোদির মুখে দুর্নীতি রুখতে বিলের কথা শুনে সাংবাদিক বৈঠকে গর্জে উঠেছেন মন্ত্রী শশী পাঁজা ও তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। ছবি দেখিয়ে কুণাল বলেন, প্রধানমন্ত্রী কাচের ঘরে বসে ঢিল ছুঁড়ছেন। যে সমস্ত অভিযোগ বিজেপি এবং মোদি সরকারের বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে উঠছে, যে সমস্ত প্রশ্নের তিনি কোনও উত্তর দিতে পারেন না, সেইগুলোই তিনি বলছেন অন্যের দিকে আঙুল তুলে। হেমন্ত বিশ্বশর্মা থেকে শুরু করে মহারাষ্ট্রে অজিত পাওয়ার, বাংলার তথাকথিত বিরোধী দলনেতা, যাঁদের বিরুদ্ধে (এরপর ১০ পাতায়)

▮ ভাষাসন্ত্রাসের প্রতিবাদ। মেয়ো রোডে জয় হিন্দ বাহিনীর ধরনা। বক্তা অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। রয়েছেন ডাঃ শশী পাঁজা, স্বর্ণকমল সাহা, কাজরি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। শনিবার।

বৃষ্টি উপেক্ষা করে জয় হিন্দের ভাষা-প্রতিবাদে মানুষের ঢল

বিশ্বে বাংলা তিন নম্বর ভাষা

প্রতিবেদন : শনিবার দিনভর প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করেই চলল জয় হিন্দ বাহিনীর প্রতিবাদ সভা। নেতা-কর্মীদের উপচে পড়া ভিড় থেকে মুহুর্মুহু স্লোগান উঠল বিজেপির ভাষাসন্ত্রাস ও বাঙালিবিদ্বেষের বিরুদ্ধে। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে মেয়ো রোডে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে ভাষাসন্ত্রাস ও বাঙালিবিদ্বেষের বিরুদ্ধে লাগাতার কর্মসূচি চলছে। এদিন কর্মসূচি করেছে জয় হিন্দ বাহিনী। কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে জয় হিন্দ বাহিনীর ভোটার টিম এবং তার সর্বস্তরের কর্মীরা হাজির ছিলেন অবস্থান-বিক্ষোভে। সভায় হাজির ছিলেন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্টরা। অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত জোরালো প্রতিবাদ করলেন ভাষাসন্ত্রাসের। বললেন, গোটা বিশ্বে বাংলা তিন নম্বর ভাষা। আমি গর্বিত, বাংলা ভাষাতেই ছবি করি। সেই ভাষার মর্যাদাহানি মানব না। নোবেল হোক কিংবা খেলাধুলো, সব ক্ষেত্রেই বাঙালিরা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিয়েছেন। তাই বাংলা ভাষার উপর কোনওরকম আক্রমণ আমরা মেনে নেব না। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে প্রতিবাদ করেছেন, আমরাও একই সঙ্গে সেই প্রতিবাদ করছি। আপনারাও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্ত করুন প্রতিবাদে শামিল হয়ে। মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, বাংলার মানুষ শপথ নিয়ে নিয়েছেন এই বাংলায় বিজেপির কোনও ঠাঁই নেই। বিজেপির পরিযায়ী নেতারা এসে অনেকেই অনেক কথা বলেন, ভোটের সময় আবারও বলবেন কিন্তু ওঁদের মিথ্যে প্রতিশ্রুতিতে বাংলা আর ভুলছে না। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সব দিচ্ছেন বাংলার মানুষকে, ওরা টাকা আটকাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী দিচ্ছেন। আমাদের প্রতিবাদ আন্দোলন চলছে, চলবে। সব্যসাচী দত্ত বলেন, গত ১৬ জুলাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় (এরপর ১১ পাতায়)

দেশের সেরা কলকাতার গণশৌচালয়

প্রতিবেদন : দেশের সেরা কলকাতার পাবলিক টয়লেট তথা গণশৌচালয়। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দিয়েছে পুরসভার হাতে। একইসঙ্গে বারাকপুর শিল্পাঞ্চলের হালিশহর ও কাঁচরাপাড়া গণশৌচালয় ওপেন ডিফেকশন ফ্রি প্লাস (ওডিএফপ্লাস) সার্টিফিকেট পেয়েছে। কলকাতায় ৪৭৮টি গণশৌচালয় আছে। এর মধ্যে (এরপর ১১ পাতায়)

মালদহে মহিলা তৃণমূলকর্মীর উপর বিজেপির সশস্ত্র হামলা

প্রতিবেদন : মহিলাদের নিগ্রহ করাতেও বিজেপির জুড়ি নেই। মালদহের মোথাবাড়িতে সুষমা মণ্ডল রায় নামে এক মহিলা তৃণমূল সমর্থককে বিজেপির কিছু দুষ্কৃতী নানাভাবে উত্ত্যক্ত করে এবং জোর করে 'জয় শ্রীরাম' বলতে বাধ্য করে। সেই মহিলা অরাজি হলে তাঁকে বিজেপি-আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে হাতে আঘাত করে। তিনি গুরুতর আহত অবস্থায় মালদহ মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন। তাঁর স্বামী বাপি রায়ও এই ঘটনায় আহত হন। (এরপর ১১ পাতায়)

▮ আক্রান্ত তৃণমূলকর্মী সুষমা মণ্ডল রায়।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

24 August, 2025 • Sunday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

২০০৬
প্লুটো এদিন গ্রহের তালিকা থেকে বাদ পড়ে বামন গ্রহ হিসেবে স্বীকৃত হয়। এটির কক্ষপথ নেপচুনের থেকে পুরোপুরি আলাদা নয় এবং প্লুটোর কক্ষপথ নেপচুনের কক্ষপথকে ছেদ করে। নেপচুনের ভর প্লুটোর চেয়ে বেশি। মূলত এই কারণে প্লুটো গ্রহের মর্যাদা হারায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯০৯-এর ২০ অগাস্ট প্লুটো আবিষ্কৃত হয়।

১৯২৯
ইয়াসের আরাফত (১৯২৯-২০০৪) এদিন মিশরের কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন। এই প্যালেস্তানীয় নেতা সেখানকার মুক্তি আন্দোলনের সংগঠন পিএলও-র চেয়ারম্যান ছিলেন। এছাড়া ১৯৯৪ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত প্যালেস্টাইনিয়ান ন্যাশনাল অথরিটি-র প্রেসিডেন্ট পদ অলংকৃত করেন। মধ্য প্রাচ্যে শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টিতে তাঁর ভূমিকার জন্য ১৯৯৪-তে আরও দু'জনের সঙ্গে যৌথভাবে নোবেল শান্তি পুরস্কার পান।

৭৯ মাউন্ট ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুদগীরণে ইতালির পম্পেই নগরী লাভাস্রোতে চাপা পড়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীর লেখায় সেই প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়াবহতার ছবি ফুটে উঠেছে ঐতিহাসিক ট্যাসিটাসকে লেখা প্লিনির একটি চিঠিতে। ৭৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০৩৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অন্তত দশবার জেগে উঠেছিল এই আগ্নেয়গিরি।

২০১৪ রিচার্ড অ্যাটেনবরো (১৯২৩-২০১৪) এদিন প্রয়াত হন। এই চলচ্চিত্র নির্মাতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। রয়াল অ্যাকাডেমি অফ ড্রামাটিক আর্ট ও ব্রিটিশ অ্যাকাডেমি অফ ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন আর্ট-এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তাঁর পরিচালিত 'গান্ধী' ছবিটি ১৯৮৩-তে দুটি বিষয়ে অস্কার পুরস্কার পায়, শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র ও শ্রেষ্ঠ পরিচালক বিভাগে।

১৯৪৯ নাটো (নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন) এদিন রূপায়িত হয়। এ বছরই ৪ এপ্রিল ওয়াশিংটনে এই বিষয়ক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই সামরিক চুক্তির বর্তমান অংশীদার আমেরিকা, ফ্রান্স, ইতালি, ডেনমার্ক, ইংল্যান্ড, পর্তুগাল, নেদারল্যান্ডস, গ্রিস, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া-সহ তিরিশটি দেশ।

১৯১১ বীণা দাস (১৯১১-১৯৮৬) এদিন চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা বেণীমাধব দাস নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর শিক্ষক ছিলেন। দিদি কল্যাণীও বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। মূলত এঁদের প্রভাবেই বীণা বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৩২-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তৎকালীন ব্রিটিশ গভর্নর অত্যাচারী স্ট্যানলি জ্যাকসনকে গুলি করেন। লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় স্ট্যানলি প্রাণে বেঁচে যান। কিন্তু বীণার অদম্য সাহস সমসাময়িক যুব সমাজের ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। যুগান্তর দলের সদস্য ও ফরওয়ার্ড পত্রিকার সম্পাদক যতীশ ভৌমিকের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। স্বাধীনতার পরেও বীণা দাস (ভৌমিক)-কে প্রতিবাদীর ভূমিকায় দেখা গিয়েছে। বাম আমলে, ১৯৭৫-এ মরিচঝাঁপি গণহত্যার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন। নির্জনবাসে থাকার সময় নির্বান্ধব অবস্থায় হৃষীকেশে তাঁর মৃত্যু হয়।

২০১১ স্টিভ জোবস (১৯৫৫-২০১১) এদিন অ্যাপলের সিইও-র পদ ছেড়ে দেন। তিনি ওই সংস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। মূলত স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণে তাঁর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ। ওই বছরেই ক্যানসার রোগে তাঁর মৃত্যু হয়।

১৮৯৩ কৃষ্ণচন্দ্র দে (১৮৯৩-১৯৬২) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। কিংবদন্তি কণ্ঠশিল্পী। চোদ্দো বৎসর বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারান। কিন্তু দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যেন অন্তর্দৃষ্টিতে পান সুরসাধনার প্রতি এক ঐশ্বরিক আকর্ষণ। তাঁর সম্পর্কে এক স্মৃতিচারণায় চলচ্চিত্র পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, প্রবীণ বয়সে একবার একটি গান রেকর্ড করানো হয় কৃষ্ণচন্দ্রকে দিয়ে। কিন্তু গানটি কর্তৃপক্ষের পছন্দ না হওয়ায়, সেটি পুনরায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে নতুন করে গাওয়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। হেমন্ত জানতেন না যে গানটি আগে কৃষ্ণচন্দ্র গেয়েছেন। কিন্তু রেকর্ডিংয়ের আগে কোনও ভাবে তিনি বিষয়টি জানতে পারেন এবং আগের রেকর্ডিংটি শুনতে চান। কৃষ্ণচন্দ্রের গাওয়া গানটি তাঁকে শোনানো হলে, তিনি কিছুক্ষণ নিবিষ্ট মনে বসে থাকেন এবং শেষে বলেন, যে গান আগে কৃষ্ণচন্দ্রবাবু গেয়েছেন, সে গান তিনি কিছুতেই গাইতে পারবেন না।

পার্টির কর্মসূচি

শ্রীরামপুর পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের ৭১, ৮২ ও ৮৩ নম্বর বুথ নিয়ে আমাদের পাড়া শিবিরে মানুষের সঙ্গে পুরপ্রধান গিরিধারী সাহা, সিআইসি সদস্য শহর তৃণমূল সভাপতি সন্তোষকুমার সিং ও পুরসদস্য রাজেশ সাহ-সহ অন্যরা।

জয়নগরের হরিনারায়ণপুরে জনসংযোগ কেন্দ্রে জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হকের উদ্যোগে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৮৩

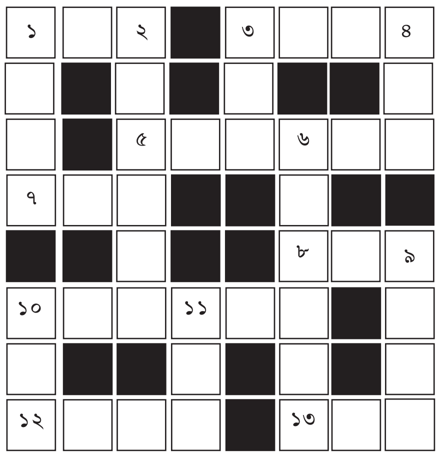

পাশাপাশি : ১. মেঘ, ঘন ৩. মন্ত্রী ৫. একাধিক নদীর উৎপত্তিস্থল ৭. তোমায় দেখেছি—প্রাতে ৮. বেগ, গতি ১০. সারা পৃথিবী ১২. আশ্বিনমাসের কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যা ১৩. নৃত্য।

উপর-নিচ : ১. ঘোর অন্ধকার রাত্রি ২. অসুরবিনাশিনী দুর্গা ৩. পার্বণী ৪. পাতার মতো নকশা ৬. ভারতবর্ষের নারী ৯. নিত্য, চিরবর্তমান ১০. বিশৃঙ্খলা ১১. বেপরোয়া, মরতেও প্রস্তুত।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৮২ : পাশাপাশি : ২. অশ্রুতি ৪. ফাটক ৬. ধনু ৭. পাহারাদার ৮. সকাল ১০. গণনা ১২. মহাপ্রসাদ ১৩. টঙ্কা ১৪. রজক ১১. ভূষিত। **উপর-নিচ:** ১. ঘোঁট ২. অন্তরায়ণ ৩. তিমির ৪. ফানুস ৫. কপাল ৯. কালপ্রভাত ১০. গদর ১১. নাটক ১২. মনুভূ ১৫. জয়া।

২৩ অগাস্ট কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০০৫০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০১০০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৬০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১১৭০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১১৭১০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৮.৩৭	৮৬.৯২
ইউরো	১০৩.৯৭	১০১.৯৪
পাউন্ড	১১৯.৭৯	১১৭.৭৩

নজরকাড়া ইনস্টা

■ বরখা সেনগুপ্ত

■ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

24 August, 2025 • Sunday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

বাংলাবিদ্বেষ-ভাষাসন্ত্রাসের প্রতিবাদে জয় হিন্দ বাহিনীর ধরনার নানা মুহূর্ত

২৮ সেপ্টেম্বর থেকে জয়েন্টে প্রথম দফার কাউন্সেলিং শুরু

প্রতিবেদন : জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বোর্ড কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এবার চাইলে ই-কাউন্সেলিংয়ে যোগদান করতে পারেন উত্তীর্ণরা। তার জন্য বোর্ডের ওয়েবসাইটে গিয়ে পছন্দের কলেজ বাছাই করে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। ২৮ অগাস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নাম নথিভুক্তের কাজ শেষ করতে হবে। প্রথম রাউন্ডের কাউন্সেলিংয়ের পর ৩ সেপ্টেম্বর কোথায় কত আসন বরাদ্দ হয়েছে তা জানানো হবে। এরপর ভর্তি-সহ সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি নিয়ে রিপোর্টিং করতে হবে পড়ুয়াদের ৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। এর পর দ্বিতীয় দফার কাউন্সেলিংয়ের ফল ঘোষণা করা হবে ৯ সেপ্টেম্বর। সেক্ষেত্রে সমস্ত নথি নিয়ে রিপোর্টিং করতে হবে ৯ থেকে ১১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে।

শুরু নিট ইউজি ভর্তি প্রক্রিয়া

প্রতিবেদন: ফল প্রকাশ হতেই শুরু হচ্ছে একের পর এক ক্ষেত্রে ভর্তি প্রক্রিয়া। পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য শিক্ষা দফতর জানিয়েছে, শীঘ্রই শুরু হল ওয়েস্ট বেঙ্গল নিট ইউজি ২০২৫-এর ভর্তি। বিভিন্ন কোটার প্রার্থীদের জন্য ভর্তির সংশোধিত সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। এদিন বেলা সকাল ১১টায় প্রথম দফার ফল প্রকাশ হওয়ার পরেই দুপুর ১২টা থেকে ভর্তি হতে পারছেন উত্তীর্ণরা। এদিন বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলেছে ভর্তি প্রক্রিয়া। ২৫-২৬ অগাস্টও সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত প্রার্থীরা নির্ধারিত কলেজে গিয়ে ভর্তি কার্যক্রম চালাতে পারবেন। প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজগুলিতে আসল নথি, কলেজের নির্দিষ্ট ফি ও বন্ড জমা দিয়ে ভর্তি হতে হবে। প্রাইভেট ডেন্টাল কলেজের ক্ষেত্রে রিপোর্টিংয়ের পর নথি যাচাই হবে। তারপর ভর্তি হতে পারবেন প্রার্থীরা। ৬ অগাস্ট যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল সেই অনুযায়ী দ্বিতীয় দফার ভর্তি হবে। সময়সূচি অপরিবর্তিত থাকবে।

সরকারি কাজের আড়ালে রাজনীতি করলেন প্রধানমন্ত্রী, তোপ বাবুলের

সংবাদদাতা, বারাসত : শহরে এসে গদগদ মুখে কলকাতা মেট্রোর যে সম্প্রসারিত অংশের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী, তার আসল রূপকার ছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রেলমন্ত্রী থাকাকালীনই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মেট্রো করিডরের ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করেছিলেন। কিন্তু সেই সম্প্রসারিত মেট্রোর উদ্বোধনে এসে একবারও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম নেননি নির্লজ্জ প্রধানমন্ত্রী। শনিবার সে নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। এদিন বারাসত দু'নম্বর ব্লকের পার খড়িবাড়ি প্রাথমিক স্কুলে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবিরে এসে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী কেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর নাম নেননি, তা জানতে কোনও রকেট সায়েন্স লাগে না। কমন সেন্সই যথেষ্ট। প্রধানমন্ত্রিত্বের গরিমা অনুযায়ী তিনি যেখানে এসেছেন, উনি যদি চান সেখানে ওঁকে কিংবা ওঁর চেয়ারটাকে সম্মান জানানো হবে। তবে প্রধানমন্ত্রীর উচিত সেখানকার মানুষের ভোটে নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীকে সম্মান জানানো। কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী সেটাই ভুলে গেছেন। প্রধানমন্ত্রী এখানে সরকারি কাজ করতে এসেছিলেন। কিন্তু সরকারি কাজের মোড়কে উনি রাজনীতির কাজ করে গেলেন। কোন সময়, কোথায়, উনি কীভাবে কী বদল করেন, তার অনেকটাই আমি বিজেপিতে থাকার সময় দেখে এসেছি। উনি যা বলছেন, যা করছেন, সেটা মানুষ দেখছে। মানুষই এর জবাব দেবেন। এদিনের ক্যাম্পে ছিলেন বিধায়ক রবিউল ইসলাম, বিডিও শেখর সাই, পঞ্চায়েত সভাপতি মনোয়ারা বিবি, পঞ্চায়েত প্রধান শহিদুল আলি, উপপ্রধান রমা মণ্ডল, বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ শাহাবুদ্দিন আলি-সহ অন্যরা।

এসএসসি : বাড়ল আবেদনের সময়সীমা

প্রতিবেদন : শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় বসার ফের আবেদন নেওয়া শুরু করল স্কুল সার্ভিস কমিশন। এসএসসি'র পোর্টালে আবেদন করতে পারবেন চাকরিপ্রার্থীরা। আগামী ২ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫টা পর্যন্ত এই আবেদন নেওয়া হবে। ৩ সেপ্টেম্বর প্রার্থীরা অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন। এরপর শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা, নবম-দশমের জন্য ৭ সেপ্টেম্বর এবং একাদশ-দ্বাদশের ১৪ সেপ্টেম্বর পরীক্ষা হবে। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে একথা জানিয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। উল্লেখ্য, দেশের শীর্ষ আদালতের নির্দেশে নতুন করে শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা নিতে চলেছে এসএসসি। চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই পরীক্ষায় বসতে চলেছেন। নিয়োগ পরীক্ষা স্বচ্ছ ও নির্বিঘ্নে করতে রাজ্য প্রশাসন সব ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে। এসএসসিও পরীক্ষা নেওয়ার জন্য জোর প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে।

৫৮ দিনে চার্জশিট

প্রতিবেদন : ৫৮ দিনের মাথায় কসবা আইন কলেজের গণধর্ষণ-কাণ্ডে চার্জশিট জমা দিল কলকাতা পুলিশ। শনিবার আলিপুর অতিরিক্ত মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালতে ৬৫০ পাতার চার্জশিট পেশ করেছেন কলকাতা পুলিশের তদন্তকারী আধিকারিকরা। চার্জশিটে মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র ছাড়াও প্রমিত মুখোপাধ্যোয়, জইব আহমেদ এবং পিনাকি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম রয়েছে অভিযুক্ত হিসেবে। চারজনের নামে ধর্ষণ, ভয় দেখানো, প্রাণনাশের হুমকি, ব্ল্যাকমেল করার জন্য অপরাধের ভিডিও রেকর্ডিং, অপহরণ-সহ একাধিক ধারায় মামলা প্রয়োগ করা হয়েছে। মূল অভিযুক্ত হিসাবে যার নাম উঠে এসেছিল, তাঁর বিরুদ্ধে ৯টি ধারা, বাকি দু'জনের বিরুদ্ধে ৬টি ধারা, বাকি আরও একজনের বিরুদ্ধে ৭টি ধারা দিয়েছে পুলিশ। মোট ৮০ জনের সাক্ষ্যগ্রহণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে চার্জশিটে। দেওয়া হয়েছে বিস্তারিত ফরেনসিক ও ডিএনএ রিপোর্টও।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তথ্যই বলে দিল

ক্ষমতায় আসার সময় মোদি সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, প্রতি বছর দু'কোটি করে বেকারের চাকরি দেবে। সে প্রতিশ্রুতি জলাঞ্জলি দিয়ে প্রতি বছর বেকারের সংখ্যা বেড়েছে। তথ্য বলছে, এই ১১ বছরে দেশে চাকরি হয়েছে মাত্র ২০ লক্ষ মানুষের। অর্থাৎ যেখানে ২২ কোটি মানুষের চাকরি হওয়ার কথা, সেখানে ২০ লক্ষ চাকরি। একটা সরকার কতখানি ব্যর্থ হতে পারে এটা তার জীবন্ত উদাহরণ। এ তো গেল চাকরি না পাওয়ার ঘটনা। কিন্তু সরকারি চাকরি পাওয়ার পরেও বিগত পাঁচ বছরে চাকরি গিয়েছে ১ লক্ষের বেশি সরকারি কর্মীর। ভাবা যায়! এটা বানিয়ে বলা পরিসংখ্যান নয়, সংসদে প্রশ্ন করেছিলেন সাংসদরা। তারই প্রত্যুত্তরে জানালেন ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন প্রতিমন্ত্রী। ২০১৯-'২০ থেকে ২০২৪-'২৫ এই পাঁচ বছরে সরকারি কর্মীর সংখ্যা ৯ লক্ষ ২০ থেকে কমে ৮ লক্ষ ১২ হাজারে এসে থেমেছে। অর্থাৎ লক্ষাধিক মানুষ চাকরি হারিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার নিজের মুখে স্বীকার করেছে, মূলত বেসরকারীকরণের কারণেই এই পরিস্থিতির তৈরি হয়েছে। একটা বিষয় এই তথ্য থেকে পরিষ্কার হচ্ছে, কেন্দ্রের সরকার নতুন চাকরি তৈরি করতে পারছে না। আবার কেন্দ্রীয় সংস্থা টিকিয়ে রাখতে পারছে না। তুলে দিচ্ছে বেসরকারি হাতে। তার ফলস্বরূপই কর্মী ছাঁটাই। বাংলায় এসে বিজেপি নেতারা শিল্পায়নের কথা বলেন। বাংলায় কী হচ্ছে তা বাংলার মানুষ জানেন। কিন্তু কেন্দ্রে যে বিগত ১০ বছরে শিল্পায়ন থমকে গিয়েছে, তা কেন্দ্রের দেওয়া তথ্যই প্রমাণ করছে। এই অপদার্থতা নিয়ে বাংলায় বারবার পরিযায়ীদের মতো ভোটের আগে ফিরে আসেন মোদি-শাহ-সহ বিজেপি নেতারা। এঁদের মিথ্যাচারের রাজনীতি মানুষের সামনে তুলে ধরুন শুভবুদ্ধিসম্পন্নরা।

e-mail থেকে চিঠি

চতুর্থ প্রধানের অভ্যুদয়

মোহনবাগান, মহমেডান এবং ইস্টবেঙ্গল— কলকাতা ময়দানে গত একশো বছরের বেশি সময় ধরে দাপট দেখিয়েছে এই তিন ক্লাব। কলকাতা তথা ভারতীয় ফুটবলের 'তিন প্রধান' হয়ে উঠেছে। সেই একচ্ছত্র দাপটে এবার ভাঙন ধরাতে শুরু করেছে ডায়মন্ড হারবার। কলকাতার 'চতুর্থ প্রধান' হয়ে ওঠার ইঙ্গিত তাদের পারফরম্যান্সে। মানি আর না মানি, এটাই সত্যি। প্রথম থেকেই এই ক্লাবের কাজকর্ম ছিল পেশাদারিত্বে মোড়া। সমাজমাধ্যমের বিভিন্ন পেজ এবং ওয়েবসাইট নিয়ন্ত্রণ করা থেকে শুরু করে ফুটবলার নেওয়া, পরিকাঠামো— সবই ছিল নিখুঁতভাবে নিয়ন্ত্রিত। প্রাথমিকভাবে বাটানগরের মাঠে ডায়মন্ড হারবারের অনুশীলন হত। এখন তারা সরে এসেছে বিধাননগর স্পোর্টস কমপ্লেক্সের মাঠে। ডায়মন্ড হারবারের উদ্যোগেই সেই মাঠের খোলনলচে বদলে গিয়েছে। কলকাতা লিগের প্রথম ডিভিশন প্রিমিয়ারে উঠে এসেছে ডায়মন্ড হারবার। গত মরশুমে প্রিমিয়ারেও চমকে দিয়ে উপরের দিকে শেষ করে। আইএফএ ইস্টবেঙ্গলকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করে দেওয়ায় হাইকোর্টে মামলা করে ডায়মন্ড হারবার। সেই মামলার রায় এখনও হয়নি। হাইকোর্ট ডায়মন্ড হারবারের পক্ষে রায় দিলে তারা প্রিমিয়ারেও চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করবে। আই লিগ ৩ চ্যাম্পিয়ন হয়ে আই লিগ ২-এ খেলার যোগ্যতা অর্জন। সেখানেও চ্যাম্পিয়ন হয়ে এবছর আই লিগের মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে তারা। আই লিগ ২-এ একটা ম্যাচেও হারেনি। এবার লক্ষ্য আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে আইএসএলে খেলার যোগ্যতা অর্জন করা। ধীরে ধীরে হলেও ক্রমেই কলকাতার বড় ক্লাবের মতো সমর্থকদের ভিত তৈরির দিকে এগোচ্ছে ডায়মন্ড হারবার। ফুটবলপ্রেমী মানুষেরা বেশি বেশি করে সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। ডুরান্ড কাপ হয়তো এবারও কলকাতায় এল না। কিন্তু এই প্রতিযোগিতা মনে রেখে দিল ডায়মন্ড হারবারকে। নৌকা ডুবেছে। নিভেছে মশাল। কিন্তু ফাইনালে হারলেও হিরের দ্যুতি কমছে না। এটাই লক্ষ করার।

— **বঙ্কিমচন্দ্র গাঙ্গুলি, বেলেঘাটা, কলকাতা ১০**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

চোরের বাবার বড় গলা

বাংলায় সভা করতে এসে কাচের ঘরে বসে ঢিল ছুঁড়ে গিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। কারণ, উনি যখন দুর্নীতি নিয়ে কথা বলছেন, তখন দুর্নীতিগ্রস্তরা ওঁর মঞ্চ আলো করে বসে। সেই মোদির মুখোশ ছিঁড়ে সত্যিটা টেনে বের করলেন **সাগ্নিক গঙ্গোপাধ্যায়**

মূল প্রবাদটা এরকম : চোরের মায়ের বড় গলা। পরিবর্তিত আধুনিক রূপ : চোরের বাপের বড় গলা।

কথাটা মনে হল মোদিজিকে দেখে।

কলকাতায় এসেছিলেন। যেমন ফি বার ভোটের আগে আসেন, তেমনই এসেছিলেন। একই রকম বড় বড় কথা। একই রকম নীল-গোলাপি স্বপ্ন দেখানো সফর। তবে এবারের নয়া সংযোজন। চাট্টি জ্ঞান বিতরণ। এবং নিজে সাধু সাজার চেষ্টা। সেই সঙ্গে পাপ স্খালনেরও।

বাঙালি পিটিয়ে বাংলা প্রেম দেখানোর চেষ্টায় কোনও খামতি যাতে না থাকে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি ছিল মোদিজির।

'আমাদের সৌভাগ্য, আমরা বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার তকমা দেওয়ার সুযোগ পেয়েছি।'

বক্তা কে? স্বয়ং নরেন্দ্র মোদি।

নাটকটি যাতে মনোগ্রাহী হয়, সেজন্য যাবতীয় ব্যবস্থা ছিল মেট্রো রেলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। তাই অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করছিলেন যিনি, তাঁর তরফেও বাঙালিনী হয়ে ওঠার প্রবল চেষ্টা ছিল। সেজন্য হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের নামাঙ্কিত স্টেশনের প্রসঙ্গ যতবার উঠেছে, ততবার তিনি 'হিমন্তা', 'হিমন্তা' বলে কাটিয়েছেন। বাংলায় কথা বলার নাটক করেছেন মোদি স্বয়ং।

বললেন, ''বড়রা প্রণাম নেবেন। ছোটদের ভালবাসা জানাই।'' এরপর কৌশিকী অমাবস্যার শুভকামনা জানিয়ে, কালীঘাট ও দক্ষিণেশ্বর মন্দির এবং দমদমের হনুমানজি মন্দিরের কথাও বলেছেন। তাঁর বক্তৃতায় উঠে এসেছে, সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোষ্ঠ পালের মতো বহু গুণী মানুষ ও মহাত্মা জন্মগ্রহণের প্রসঙ্গ। আবেগের উদ্গীরণ নয়, হিসেবি পদসঞ্চারণ।

গেরুয়া শিবিরের মুখপাত্র অমিত মালব্য দম্ভের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন—বাংলা কোনও ভাষাই নয়। দেশ জুড়ে বাংলাভাষী মানুষের উপর অত্যাচার ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে। প্রতিদিনই কোনও না কোনও বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালি পীড়নের খবর প্রকাশ্যে আসছে। বাঙালিকে বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা অব্যাহত। ওদিকে বছর ফুরোলেই ভোট। তাই পরিস্থিতিতে প্রলেপ দিতে মোদি স্পেশাল ন্যাকামি। এদিকে বলছেন, ''বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। বিজেপি সরকার বাংলা ভাষা ও বাংলা সংস্কৃতিকে আরও শক্তিশালী করতে গর্বের সঙ্গে কাজ করছে। আমাদের সৌভাগ্য, সেই ভাষাকে শাস্ত্রীয় ভাষার তকমা দেওয়ার সুযোগ মেলায়।''

আর ওদিকে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ার তারতিপুরের নাজিমুদ্দিন মণ্ডলকে সোজা বাংলাদেশে 'পুশব্যাক' চলছে। 'বাঙালি খেদাও' অভিযান চলছে।

তারই জন্য এ-রাজ্যে 'শ্রমশ্রী'। সেটা আর পাঁচটা সরকারি প্রকল্প থেকে আলাদা। এটাই 'বাঙালি খেদাও'- এর প্রতিস্পর্ধী প্রতিক্রিয়া পশ্চিমবঙ্গের। বাঙালির উপর 'ডবল ইঞ্জিন' সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এক সরব প্রতিবাদ। অত্যাচারীর কবল থেকে অত্যাচারিতকে সুরক্ষিত করার প্রকল্প।

এখানে তো রাজধর্ম পালিত হচ্ছে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে। বর্ধমানের ফাগুপুরে ঘটে এক ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা। মারা গেলেন ১১জন। জখম হলেন ৩২ জন। মৃত ও জখমরা ভিনরাজ্যের বাসিন্দা। তবুও তাঁদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ বাংলার দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আরও দেখার বিষয়, ফের একবার বাংলায় ঘুরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বাংলা বলে বাঙালিপ্রেমী সাজার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনার টাকা নিয়ে টুঁ শব্দ করলেন না।

নিশ্চিতভাবে বলা যায়, মোদিজি বারবার বাংলায় আসবেন। আসবেন ছাব্বিশের নির্বাচনী প্রচারের শেষদিন পর্যন্ত। তারপর দু'বছর তাঁর টিকিও দেখতে পাবে না বাংলা। অতীতের পারফরম্যান্স তেমনটাই বলছে। মোদিজি চুরি করে সরকারের গদিতে বসে থাকার কথা বললেন। বাংলায় দাঁড়িয়েই বললেন।

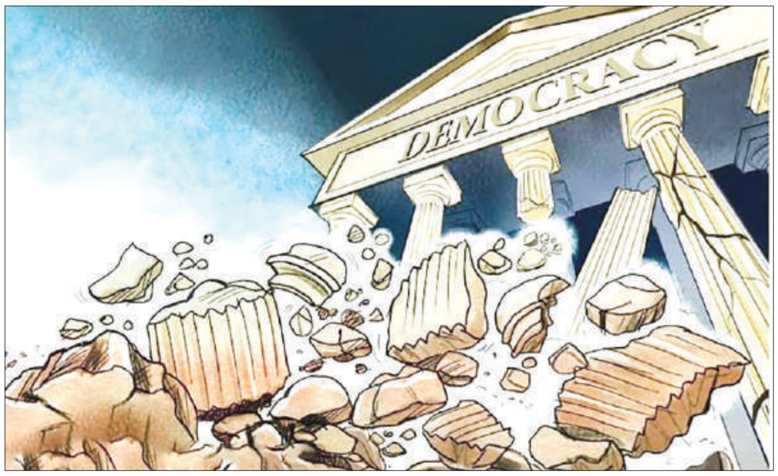

শুনলাম। কিন্তু মনে পড়ে গেল, ক্যাগ রিপোর্ট-এর কথা। কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া গত ১১ বছরে এমন বিস্ফোরক রিপোর্ট দেয়নি কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক অনিয়ম নিয়ে। সেখানে বলা হয়েছিল, দিল্লি থেকে গুরগাঁও পর্যন্ত বিস্তৃত দ্বারকা এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে হঠাৎ কেন ১৪০০ শতাংশ নির্মাণব্যয় বেড়ে গেল? কেন ৩৬০০ কোটি টাকার তহবিল অন্য খাতে সরিয়ে ফেলা হয়েছে? লক্ষ লক্ষ রোগীর নামে চিকিৎসা বিমার টাকা দেওয়া হয়েছে বলে যে রিপোর্ট দেখানো হয়েছে, সেই রোগীরা আসলে মৃত। অর্থাৎ এই রোগীদের চিকিৎসাই হয়নি ওই বিমার আওতায়। সাড়ে ৭ লক্ষ এরকম পেশেন্টের নাম পাওয়া গিয়েছে, যাদের মোবাইল নম্বর একই।

হঠাৎ দেখা যায় ঠিক যে অফিসাররা এই অনিয়মগুলি অডিট করেছিল, তাদের বদলি করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ক্যাগ কর্তৃপক্ষ বার্তা পেয়ে গিয়েছিল যে, এই আমলে কী করা উচিত। তাই ক্যাগ বলে আর কোনও জুজু নেই এখন। ক্যাগ এখন নখদন্তহীন।

এটা যাঁরা করলেন তাঁরা এখন নীতির পাঠ দিতে এসেছেন বাংলায়!

নির্বাচন কমিশনার মনোনয়ন ব্যবস্থায় একটি কলেজিয়াম প্রক্রিয়া গ্রহণ করার সুপারিশ করেছিল অর্থ কমিশন ২০১৫ সালে। কিন্তু সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ২০২৩ সালে সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ একটি জনস্বার্থ মামলার শুনানি শুনছিল। বিষয় ছিল, নির্বাচন কমিশনের সংস্কার করা দরকার। সর্বাগ্রে নির্বাচন কমিশনারদের মনোনয়ন পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা এবং গণতান্ত্রিক পক্ষপাতহীন ব্যবস্থা করা দরকার। ২০২৩ সালের ২ মার্চ সুপ্রিম কোর্ট একটি নির্দেশিকা জারি করে জানায়, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং অন্য নির্বাচন কমিশনারদের একটি বিশেষ কমিটি নিয়োগ করবে। কমিটিতে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী, লোকসভার বিরোধী দলনেতা, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি। অর্থাৎ ২০১৫ সালে ঠিক যে সুপারিশ করেছিল অর্থ কমিশন সেটাই আবার এল।

সুপ্রিম কোর্টের রুলিং-ও গ্রাহ্য করল না। মোদি সরকার যে কমিটি তৈরি করল, সেখানে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী, তাঁরই মন্ত্রিসভার একজন মন্ত্রী এবং বিরোধী দলনেতা। অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রইলেন না। সুতরাং, কমিটির কাঠামোই এমন করে দেওয়া হল যে, কোনও সিদ্ধান্তে সর্বদাই প্রধানমন্ত্রীর কথাই শেষ কথা হবে। কারণ তিনজন সদস্য। একজন মাত্র বিরোধী দলনেতা। বাকি দু'জন সরকারের। অতএব ভোটাভুটি হলে সর্বদাই জয়ী হবে সরকারপক্ষ। ঠিক এই নিয়ম মেনেই বর্তমান মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগ করা হয়েছিল ফেব্রুয়ারি মাসে। সুতরাং এরপর নির্বাচন কমিশনের পক্ষে এখন অথবা আগামী দিনে আর পক্ষপাতহীন এবং স্বাধীন থাকা সম্ভব নয়।

এসব যাঁরা দেশ জুড়ে করে বেড়াচ্ছেন তাঁদের মুখে নীতির বুলি... আর কইয়েন না কর্তা! ঘুরাতেও হাসবো।

কার্ড বিতরণে আরও কড়া নজরদারির সিদ্ধান্ত কমিশনের। ডাক বিভাগ ভোটারের হাতে ভোটার কার্ড পৌঁছে দেওয়ার সময় ছবি-সহ ডিজিটাল এভিডেন্স বা প্রমাণ সংগ্রহ করবে তারা। সেই তথ্য ছ'মাস সংরক্ষিত থাকবে

ডেঙ্গি রুখতে জেলাশাসকদের একগুচ্ছ নির্দেশ মুখ্যসচিবের

প্রতিবেদন : রাজ্যে ডেঙ্গি সংক্রমণ বাড়তে থাকায় শনিবার নবান্নে জেলাশাসক ও স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকদের নিয়ে জরুরি বৈঠকে বসেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। বৈঠকে তিনি ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণে একগুচ্ছ কড়া নির্দেশ দেন।

স্বাস্থ্য দফতরের রিপোর্টে উঠে এসেছে মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ির নাগরাকাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, মালদা, বীরভূম, হাওড়া, হুগলি-সহ একাধিক জেলায় ডেঙ্গি সংক্রমণ বাড়ছে। পাশাপাশি আসানসোল ও বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এলাকাতেও পরিস্থিতি উদ্বেগজনক।

শনিবারের বৈঠকে মুখ্যসচিব নির্দেশ দেন, পুজোর আগেই আক্রান্ত অঞ্চলগুলি চিহ্নিত করে সাফাই অভিযানে নামতে হবে। প্রয়োজনে পায়ে হেঁটে হেঁটে পরিষ্কার করতে হবে। জমে থাকা জলে যাতে মশার প্রজনন না হয়, সে-ব্যাপারে বিশেষ নজরদারি রাখতে হবে। এছাড়াও, 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচির আওতায় প্রতিটি ক্যাম্পে ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়া নিয়ে সচেতনতামূলক শিবির করার কথাও বলেন মুখ্যসচিব। নবান্ন সূত্রে খবর, শনিবারের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে— ডেঙ্গি মোকাবিলায় স্বাস্থ্য দফতর ও জেলা প্রশাসন যৌথভাবে বিশেষ ড্রাইভ চালাবে। লাগাতার বৃষ্টির কারণে সংক্রমণ আরও বাড়তে পারে, তাই এখনই সকলে সর্বোচ্চ সতর্কতায় কাজ করতে হবে বলে বার্তা দিয়েছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ।

সোমবার থেকে কমবে বৃষ্টি

প্রতিবেদন: গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ সংলগ্ন এলাকার ঘূর্ণাবর্ত এখন নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। তবে আগামী ২৪ ঘণ্টায় তা ঝাড়খণ্ডে চলে যাবে। যদিও মৌসুমী অক্ষরেখা রয়েছে সক্রিয়। এই সবকিছুর কারণেই দক্ষিণবঙ্গে মূলত মেঘলা আকাশ থাকবে। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে সব জেলার কিছু কিছু অংশে। উপকূলের জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। সোমবারের পর বৃষ্টি অনেকটা কমবে। আজ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং পশ্চিম বর্ধমানে। রবিবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে। সোমবার থেকে উত্তরেও ভারী বৃষ্টি কমবে। তবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলবে। সমুদ্র উত্তাল থাকার কারণে ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে মৎস্যজীবীদের আজ আজ, রবিবার পর্যন্ত মাছ ধরতে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

কারখানায় অগ্নিকাণ্ড

প্রতিবেদন : আনন্দপুরের কারখানায় বিধ্বংসী আগুন। বৃষ্টিমুখর শনিবাসরীয় দুপুরে গুলশন কলোনি এলাকার চামড়ার কারখানায় আগুনে ব্যাপক চাঞ্চল্য। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যায় দমকলের চারটি ইঞ্জিন। তবে আগুনের ব্যাপকতায় ইঞ্জিনের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। এদিন দুপুর ১টা নাগাদ ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের একটি চামড়ার জুতো

তৈরির কারখানায় আগুন লাগে। দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে যায় আকাশ। অত্যন্ত ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় দমকলের ইঞ্জিন প্রথমে ঘটনাস্থলে ঢুকতে সমস্যায় পড়ে। এলাকাবাসীরা প্রাথমিকভাবে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন। প্রায় ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন দমকলকর্মীরা। তবে হতাহতের কোনও খবর নেই। কিন্তু কীভাবে আগুন লাগল, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

বর্ষায় পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহের লক্ষ্যে বড় পদক্ষেপ হাওড়া পুরসভার

সংবাদদাতা হাওড়া : বর্ষাকাল এলেই পানীয় জল কতটা বিশুদ্ধ পাওয়া যাবে তাই নিয়ে চিন্তার কারণ তৈরি হয়। কিন্তু এবার সেই চিন্তা দূর করতে একাধিক পদক্ষেপ নিচ্ছে হাওড়া পুরসভা। শনিবার পুরসভার দফতরের আধিকারিকদের নিয়ে পদ্মপুকুর জলপ্রকল্প পরিদর্শন করলেন হাওড়া কর্পোরেশনের ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চৌধুরি। তাঁরা পুরো জলপ্রকল্প কেন্দ্রটি ঘুরে দেখেন। জলের গুণগত মান ঠিক রয়েছে কি না পরীক্ষা করেন। কোনওভাবে যাতে ঘোলা জল সরবরাহ করা না হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। সৈকত চৌধুরি বলেন, এই ভরা বর্ষায় জলের পরিমাণ বেড়েছে। কিন্তু গঙ্গার জল ঘোলা থাকছে। এই জল যাতে শহরে সরবরাহ না হয় তার জন্য বেশ কিছু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। আর বেশি করে টেস্টিং করা হবে। এই মুহূর্তে সরবরাহ করা জলের মান ঠিকঠাক রয়েছে। এই অবস্থার যাতে কোনও পরিবর্তন না হয় তার জন্য আমাদের সজাগ দৃষ্টি রয়েছে। আমরা নিয়মিত পদ্মপুকুর জলপ্রকল্প পরিদর্শন করছি। শহরবাসীকে স্বচ্ছ ও পরিস্রুত জল সরবরাহ করতে আমরা বদ্ধপরিকর। এখনও পর্যন্ত পরিস্থিতি সন্তোষজনকই রয়েছে।

■ পদ্মপুকুর জলপ্রকল্প পরিদর্শনে হাওড়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চৌধুরি-সহ আধিকারিকরা।

বৃদ্ধা-খুনে ধৃত আয়া-সহ ২

প্রতিবেদন : রাতের বেলায় পুরুষ সঙ্গীকে নিয়ে আয়া এসেছিলেন নিউ গড়িয়ায় খুন হওয়া বৃদ্ধার বাড়িতে। কেন? ওই আয়া ঢুকেছিলেন বাড়ির ভিতরে, আর তার পুরুষ সঙ্গী ছিলেন বাইরে অপেক্ষায়। কী কারণ? এমনই নানা সন্দেহ দৃঢ় হওয়ায় ওই আয়া ও পুরুষ সঙ্গীকে গ্রেফতার করল নিউ গড়িয়ার পঞ্চসায়র থানার পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত আয়ার নাম আশালতা সর্দার। বয়স ৩৬। তাঁর সঙ্গী বছর ৪১-এর মহম্মদ জালাল মীর। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঢোলাহাটের বাসিন্দা। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ওই আয়া ও তার সঙ্গী বৃদ্ধ দম্পতির সম্পত্তি হাতানোর ষড়যন্ত্র করেই এই খুনের পরিকল্পনা করেছিল। তাদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে পুলিশ। শুক্রবার গভীর রাতে ঢোলাহাটের বাড়ি থেকে প্রথমে জালালকে গ্রেফতার করা হয়। তারপর শনিবার সকালে নরেন্দ্রপুরের ভাড়া বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয় আশালতাকে। পঞ্চসায়রের এস ৩২ কুলু ভিলায় দোতলা বাড়িতে থাকতেন ৮২ বছরের প্রশান্ত দাস ও তাঁর স্ত্রী বিজয়া দাস (৭৯)। শুক্রবার বাড়ি থেকে বৃদ্ধার দেহ উদ্ধার করা হয়। পাশের ঘরে মেঝেতে পড়েছিলেন বৃদ্ধও। আতঙ্কগ্রস্ত বৃদ্ধকে আত্মীয়ের বাড়িতে রাখা হয়েছে। তাঁদের কন্যা জার্মানিতে এবং পুত্র মুম্বইয়ে থাকেন। তাঁদেরও খবর দেওয়া হয়েছে। বৃদ্ধ দম্পতির দেখাশোনা করতে ওই আয়াকে নিযুক্ত করা হয়। নিউ গড়িয়ার ওই বাড়িতে ছিল সিসি ক্যামেরার নজরদারি। বৃদ্ধার দেহ উদ্ধারের পর পুলিশ দেখে বাড়ির সিসিটিভি-র তার কাটা, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন। বৃদ্ধার দেহ সিঁড়ির কাছ থেকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। ওই বাড়ির পরিচারিকা শুক্রবার সকালে ডাকাডাকি করে সাড়া না পেয়ে পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে বৃদ্ধার দেহ দেখতে পান। তারপর পুলিশকে খবর দেন তিনি।

ভোট আসতেই তৎপর এজেন্সি

প্রতিবেদন : ভোট আসছে। তাই কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলো লোকদেখানো তৎপরতা বাড়াবে। সেইমতোই শনিবার দুপুরে সিবিআইয়ের দুই আধিকারিক শ্রীরামপুরের তৃণমূল বিধায়ক সুদীপ্ত রায়ের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হল। এদিন সিবিআই আধিকারিকরা যখন আসেন, বাড়িতে ছিলেন না বিধায়ক। তাঁর অনুপস্থিতিতে বাড়ি ও বাড়ি লাগোয়া নার্সিংহোমে তল্লাশি চালানো হয়। সিবিআই সূত্রে খবর, আরজি করের আর্থিক দুর্নীতি সংক্রান্ত কিছু নথির খোঁজে তাঁরা তল্লাশিতে যান। এদিন সাড়ে তিন ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে তল্লাশি চলে। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ জানান, তদন্তের বিষয়। তা সত্ত্বেও বলছি, ভোট এগিয়ে আসছে, প্রধানমন্ত্রী যাতায়াত শুরু করেছেন। বোঝাই যাচ্ছে। তাই কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলোর তৎপরতা বাড়বে, তা বাংলার মানুষ ঠিকই বুঝতে পারছেন।

■ শনিবার দুপুরে কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ তথা উত্তর কলকাতা জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি স্বপন সমাদ্দারের উদ্যোগে কাঁকুড়গাছিতে কৌশিকী অমাবস্যার কালীপুজোয় প্রায় ৭ হাজার ভক্তকে ৫৬ ভোগ প্রসাদ বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ তথা রাজ্য আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, কাউন্সিলর পাপিয়া ঘোষ বিশ্বাস, স্বপ্না দাস, অসিতবরণ সরকার, বিশ্বজিৎ দাশগুপ্ত।

■ খিদিরপুরে রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করলেন সাংসদ মালা রায়, উপস্থিত ছিলেন বিশ্বজিৎ লালা-সহ অন্যরা। শনিবার।

■ কৌশিকী অমাবস্যা উপলক্ষে বেলুড়ে আয়োজিত রক্ষাকালী পুজোর উদ্বোধন ও মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিকের কৃতী পড়ুয়াদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে বিধায়ক ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায়, প্রাক্তন কাউন্সিলর পল্টু বণিক, বেলুড় মঠের মহারাজ-সহ অন্যরা।

■ টাকি পুরসভার হাসনাবাদে বাংলা ভাষাভাষীদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে জনসভা। বক্তব্য রাখছেন বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়।

■ বিষ্ণুপুর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির কুলের দাড়ি অঞ্চলের দৌলতপুর এফপি স্কুলে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবির। উপস্থিত ছিলেন এসডিও তবগ্য কর, জেলা পরিষদের সদস্য বাবান গাজি, বিডিও নাজিরউদ্দিন সরকার।

রাজ্য

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নড়ে উঠল মৃতদেহ। দেহ নিয়ে হাসপাতালে ছুটল পরিবার। কিন্তু চিকিৎসক মৃত বলেই ঘোষণা করেন। মাটিয়া থানার কচুয়া পঞ্চায়েতের রজালিপুর গ্রামের ঘটনা

মিড-ডে মিলে একাধিক পদ ইলিশে ভূরিভোজ পড়ুয়াদের

সংবাদদাতা, ফলতা : বাজারে ইলিশের যা আগুন ছোঁয়া দাম তাতে উচ্চবিত্তদেরই পাতে ইলিশ জোটাতে হিমশিম খাওয়ার জোগাড়। কিন্তু সেই দুর্মূল্যের বাজারেই মিড-ডে মিলের পাতে পড়ছে ইলিশ ভাপা থেকে শুরু করে ইলিশ মাছ ভাজা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভালবাসা দিয়ে শিক্ষকরা সাজালেন এক অনন্য ইলিশ উৎসব। দুপুরে পেট পুরে ইলিশ ভাপা, ইলিশ ভাজা আর ইলিশের তেল দিয়ে একথালা ভাত খেল খুদেরা।

ইলিশ সহযোগে চলছে পড়ুয়াদের ভূরিভোজ।

ফলতা ব্লকের শ্যামসুন্দরপুর, রাজারামপুর, জালালপুর, তারাগঞ্জ, জাফরপুর ও উত্তর বাসুল্লাট এলাকার মৎস্যজীবী ও সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলের এই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৪২৫ জন। প্রায় ৯০ বছরের পুরনো এই বিদ্যালয়। বর্তমানে শিক্ষক রয়েছেন সাতজন। বিদ্যালয়ের জমি দান করেছিলেন প্রভাকর মল্লিক, মোট ২২ শতক জমি। দীর্ঘ ইতিহাসের এই বিদ্যালয়ের কৃতিত্বও গর্বের। ২০১৫ সালে জেলার সেরা স্কুল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল এটি। ২০১৭ সালে বিদ্যালয় নিজস্ব কৃতিত্ব ও শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য পায় যামিনী রায় পুরস্কার। পরে ২০২২ সালে প্রধান শিক্ষক তিলক নস্কর পান শিক্ষারত্ন পুরস্কার। প্রধান শিক্ষক তিলক নস্কর জানিয়েছে, মিড-ডে মিলের একঘেয়েমি কাটাতে এবং ছাত্রছাত্রীদের আনন্দ দিতে এমন আয়োজন ভবিষ্যতেও করা হবে। স্কুলের শিক্ষক জয়দেব নস্কর বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের আমরা সন্তানের মতো মনে করি। সেভাবেই তাদের শিক্ষা দান করি। এমনকী বিভিন্ন সময় নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়। তারই অংশ হিসেবে এবারের ইলিশ উৎসব।

বাড়িতে প্রায় দিন ডাল-ভাত খেতে হয়, কিন্তু ইলিশ মাছ ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তাই স্কুলে ভালবাসা দিয়ে সাজানো এই ইলিশ উৎসবের আয়োজন পেয়ে চেটেপুটে খেল তারা।

কেরলে নির্যাতিতার পাশে তৃণমূলের টিম

প্রতিবেদন : বিজেপির পর সিপিএমের কেরলেও আক্রান্ত বাংলার শ্রমিক। গণধর্ষণের শিকার মহেশতলার তরুণী। খবর পেয়েই নির্যাতিতা ও তাঁর পরিবারকে সবরকম সাহায্যের জন্য কেরলে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার কেরলের রামা নাট্টু এলাকায় পৌঁছে গিয়েছে মহেশতলা পুরসভার কাউন্সিলর দীপিকা দত্ত, রমেশ কে, মিঠুন আলি মোল্লা, খোকন সেন ও জেলা পুলিশের ২ আধিকারিক-সহ ৬ সদস্যের সেই প্রতিনিধি দল। দেখা করেছেন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নির্যাতিতা তরুণীর সঙ্গে। তাঁর পরিস্থিতি নিয়ে কথা হয়েছে চিকিৎসকদের সঙ্গে। স্থানীয় থানায় যেখানে অভিযোগ জানানো হয়েছে, সেখানে গিয়ে তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কেও জেনেছে প্রতিনিধি দল। জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত শুধুমাত্র অভিযুক্ত এক গাড়িচালককে গ্রেফতার করেছে কেরল পুলিশ। অন্য অভিযুক্তরা এখনও পলাতক। তারপর নির্যাতিতার বাড়িতে গিয়ে তাঁর মা ও পরিবারের সঙ্গেও দেখা করেছেন সাংসদ অভিষেকের পাঠানো টিমের সদস্যরা। তাঁদের সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করেছেন তাঁরা। একইসঙ্গে নির্যাতিতার পরিবারের কোনও কিছুর প্রয়োজন রয়েছে কিনা, সেসব নিয়েও খোঁজখবর নেওয়া হয়। তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের কাছে নির্যাতিতার মায়ের ইচ্ছেপ্রকাশ, মেয়ের উপর নৃশংস অত্যাচারে অভিযুক্তরা সাজা পেলেই বাংলায় ফিরে এসে তৃণমূলের উন্নয়নে শামিল হয়ে এখানেই বাস করতে চান তাঁরা।

বসিরহাটে বিধায়কের উদ্যোগে জব ফেয়ার

সংবাদদাতা, বসিরহাট : বেসরকারি সংস্থায় কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বসিরহাটে সরকারি উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল জব ফেয়ার। অন্যতম উদ্যোক্তা বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়। বসিরহাট রবীন্দ্র ভবনে আয়োজিত এই জব ফেয়ারে মোট ৭টি বেসরকারি সংস্থা অংশগ্রহণ করে। রাজ্যের শিক্ষিত তরুণদের কর্মসংস্থানের জন্য চেষ্টা করে চলেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কর্মপ্রার্থী তরুণ-তরুণীদের স্বার্থে মুখ্যমন্ত্রীর উৎসাহে শ্রমমন্ত্রীর নির্দেশে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিকল্পনায় ও বসিরহাট জেলা কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের উদ্যোগে এই জব ফেয়ারের আয়োজন করা হয়েছিল। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে

বসিরহাটে জব ফেয়ার। রয়েছেন বিধায়ক সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যরা।

এখানে শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের নথিপত্র জমা নিয়ে কোম্পানিগুলো সরাসরি তাদের ইন্টারভিউ নেয়। এখান থেকে ১৫০ জন চাকরিপ্রার্থী ওইসব বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি পাবেন। তাদের জয়েনিং লেটার এখান থেকেই দিয়ে দেওয়া হয়। শতাধিক কর্মপ্রার্থী যুবক-যুবতী এখানে নাম নথিভুক্ত করে চাকরির আবেদন করেন। এদিন উপস্থিত ছিল সরকারি কয়েকটি দফতরের আধিকারিকেরাও। সেই সঙ্গে সাতটি কোম্পানির আধিকারিক, বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ স্থানীয় কাউন্সিলররাও এই ফেয়ারে উপস্থিত ছিলেন। এর আগে এমন জব ফেয়ার দেখেনি বসিরহাটবাসী। কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিধায়কের এই চেষ্টাকে সাধুবাদ জানান স্থানীয় বাসিন্দারা।

অশিক্ষিত বিবেকের মুখে অবনীন্দ্রনাথ হল ‘অরিন্দম’

প্রতিবেদন : কথায় আছে, অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী! আর সেই ‘অল্পবিদ্যা’ নিয়ে বাংলার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সিনেমা বানিয়েছেন বিজেপির ধামাধারী চিত্রপরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী! বাংলা সম্পর্কে ন্যূনতম পড়াশোনা না করেই ভোটের আগে বিকৃত ইতিহাসকে হাতিয়ার করে বাংলায় অশান্তি পাকানোর চেষ্টা আর কি। সম্প্রতি বাংলা নিয়ে অজ্ঞতার আরও এক জ্বলন্ত নিদর্শন দিলেন অশিক্ষিত বিবেক।

একটি পডকাস্ট সাক্ষাৎকারে বিবেক অম্লানবদনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাইয়ের নাম বললেন ‘অরিন্দম চ্যাটার্জি টেগোর’! আর তিনিই নাকি ‘ভারতমাতা’র ছবি এঁকেছিলেন! অশিক্ষা কোন পর্যায়ে পৌঁছলে লোকে এমন গাঁজাখুরি গল্প দিতে পারে। ওই সাক্ষাৎকারে বিবেক বলছেন, তখন আমি কলকাতায়। গঙ্গার ঘাট থেকে বেরিয়ে ফুলের বাজারে হাঁটছিলাম। সেখানে টেগোরের যিনি ভাই ছিলেন অরিন্দম চ্যাটার্জি টেগোর, তিনি ভারতমাতার ছবি এঁকেছিলেন। সেই ছবি আমি আমার সিনেমাতেও ব্যবহার করেছি।

অশিক্ষিত বিবেকের এই হাস্যকর মন্তব্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় হাসির রোল উঠেছে। বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান নেই বিবেকের। প্রথমত, বঙ্গভঙ্গের সময় ‘ভারতমাতা’র ছবি এঁকেছিলেন চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শুরুতে ছবির নাম ‘বঙ্গমাতা’ দিলেও পরে তিনি নাম দেন ‘ভারতমাতা’। অবন ঠাকুরের আঁকা ওই ছবি বাংলা তথা ভারতকে নাড়িয়ে দেয়। হৃদয়ে জাতীয়তাবাদের আগুন জ্বালায়। আর দ্বিতীয়ত, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাইপো, ভাই নন! ভাইপো আর ভাইয়ের মধ্যে যে ফারাক, সেটাও কি জানেন না বিবেক? নাকি বিন্দুমাত্র পড়াশোনা ছাড়া বাংলার ইতিহাস নিয়ে প্রোপাগান্ডামূলক ছবি বানিয়ে লোক হাসানোই বিবেকের একমাত্র পেশা?

তরুণী-সহ ধৃত পাঁচ

প্রতিবেদন : সাতসকালে প্রকাশ্যে পুকুরপাড়ে মদের আসর বেলঘরিয়ায়। প্রতিবাদ করায় এক শিক্ষককে বেধড়ক মার। কামারহাটি পুরসভার ৩১ নং ওয়ার্ডের নন্দননগরের এই ঘটনায় আক্রান্ত অঙ্কন শিক্ষক নিরুপম পাল। অভিযোগের ভিত্তিতে এক তরুণী-সহ ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে বেলঘরিয়া থানার পুলিশ।

শ্রমশ্রী পোর্টালে নাম নথিভুক্তকরণ শুরু হল

প্রতিবেদন : ভিনরাজ্যে হেনস্থার অভিযোগে এবার পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়েছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বৃহস্পতিবার থেকেই কার্যকর হল ‘শ্রমশ্রী’ প্রকল্প। শ্রম দফতর সূত্রে খবর, পুরো প্রক্রিয়াটিই হবে অনলাইনে। একটি বিশেষ পোর্টালের মাধ্যমে ভিনরাজ্য থেকে ফেরা শ্রমিকদের নাম নথিভুক্ত করা হবে। পোর্টাল চালু হতে এখনও কয়েক দিন সময় লাগলেও, বৃহস্পতিবার থেকেই জেলায় জেলায় শ্রম দফতরের আধিকারিকরা ক্যাম্প করে নথিভুক্তকরণের কাজ শুরু করে দিয়েছেন। শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক জানান, পোর্টাল চালু হলে বৃহৎ আকারে পরিযায়ী শ্রমিকদের যুক্ত করা যাবে। তবে যাঁরা ইতিমধ্যেই ভিনরাজ্য থেকে ফিরেছেন, তাঁদের নাম অনলাইনে নথিভুক্ত করার কাজ শুরু হয়েছে। বিশেষত মালদা, মুর্শিদাবাদ ও উত্তর দিনাজপুরে প্রচুর শ্রমিক ঘরে ফিরেছেন। বৃহস্পতিবার থেকে তাঁদের বাড়ি গিয়ে নাম নথিভুক্ত করছেন আধিকারিকরা। মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন, বাংলায় ফিরে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের পুনর্বাসনের জন্য মাসে ৫ হাজার টাকা করে ভাতা দেবে সরকার। এক বছর ধরে এই ভাতা পাওয়া যাবে। পাশাপাশি দেওয়া হবে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড। কারও পাকা বাড়ি না থাকলে আবাস যোজনার অনুদানও মিলবে। সন্তানদের পড়াশোনার জন্য থাকবে সরকারি সহায়তা, এবং অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধাও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ভিনরাজ্যে বাঙালিদের হেনস্থার অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যেখানে ডাবল ইঞ্জিন সরকার চলছে, সেখানে বাংলায় কথা বললেই অপরাধীর মতো দেখা হচ্ছে। কোথাও বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কোথাও জেলে পুরে দেওয়া হচ্ছে। থানায় নিয়ে গিয়ে হেনস্থা করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, বাংলা ভাষায় কথা বলার অপরাধে এখনও পর্যন্ত প্রায় বাইশ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক ও তাঁদের পরিবার হেনস্থার শিকার হয়েছেন।

‘আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান’ কর্মসূচি ৯১ নং ওয়ার্ডের কালুপাড়ায়। রয়েছেন মন্ত্রী জাভেদ খান, মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

বারাসত পুরসভার ২৮ নং ওয়ার্ডের ১০০ জন প্রবীণ নাগরিক দিঘার জগন্নাথধাম দর্শন করলেন। উদ্যোক্তা ছিলেন ওই ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর চৈতালী ভট্টাচার্য।

নয়াদিল্লিতে এক চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধনে রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায়। প্রদর্শনীর থিম মা দুর্গা, চিত্রশিল্পী দিবাকর চক্রবর্তী।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গরম পাপড় ভাজা দিতে দেরি হওয়ায় অমানবিক কাণ্ড ঘটালেন এক মদ্যপ ব্যক্তি। গরম তেলের কড়াই তুলে এক দম্পতির গায়ে ঢেলে দেন তিনি। পুরাতন মালদহ পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের পালপাড়া জামতলার ঘটনা

আমার বাংলা
24 August, 2025 • Sunday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

নদীতে ব্যক্তির দেহ

■ মহানন্দা নদী থেকে উদ্ধার হল বছর ৪০-এর এক ব্যক্তির মৃতদেহ। কামরাঙাগুড়ি এলাকায় মহানন্দা নদীর জলে আটকে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। সেখান থেকে দেহটি স্রোতে ভেসে ফুলবাড়ির পশ্চিম ধানতলা এলাকায় এসে পাড়ে আটকে পড়ে। নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। দেহটি তিন থেকে চারদিনের হতে পারে বলে অনুমান পুলিশের।

বিপুল গাঁজা আটক

■ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিপুল পরিমাণ গাঁজা-সহ এক মহিলাকে আটক করল ইসলামপুর থানার রামগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ। শনিবার, জাতীয় সড়কের পাশে অভিযান চালানো হয়। ধৃত মহিলার নাম সাবিতা বিশ্বাস। বাড়ি দার্জিলিং জেলার মাটিগাড়ায়। রামগঞ্জের আদালগছে জাতীয় সড়কের ধারে তিনটি ব্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সন্দেহ হয় পুলিশের। জিজ্ঞাসাবাদ করে ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ১৮ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়।

সোনার দোকানে চুরি

■ দুই দেওয়াল কেটে ঢুকে ব্যর্থ দুষ্কৃতীরা। সিন্দুক ভাঙল না। তারপরেও উধাও হয়ে গেল সোনা-চাঁদির গয়না। ঘটনাটি ঘটেছে মালদহের সামসিবাজার এলাকায়। জানা গিয়েছে, বাজারের ব্যবসায়ী দীনবন্ধু রায়ের সোনার দোকানের দুটি দেওয়াল কেটে শুক্রবার গভীর রাতে ভিতরে ঢোকে দুষ্কৃতীরা। গ্যাস কাটার দিয়ে লোহার সিন্দুক ভাঙার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয়। তবে শোকেস থেকে চুরি হয়ে যায় বেশ কিছু সোনা-চাঁদির অলঙ্কার। সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ নথিও নষ্ট করে দুষ্কৃতীরা। শনিবার সকালে ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা এলাকায়।

লরিচালকের রহস্যমৃত্যু

■ লরির কেবিনে চালকের রহস্যমৃত্যু। গাজোলের ১ নম্বর অঞ্চলের হরিদাস গ্রাম সংলগ্ন ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে। দাঁড়িয়ে থাকা এক লরির কেবিনের ভিতর থেকে উদ্ধার হয় চালকের মৃতদেহ। নাম জয়ন্ত ভট্টাচার্য (৫৫)। বাড়ি নদিয়ার কল্যাণী হরিণঘাটায়। তিনি ওই লরির চালক ছিলেন। উত্তর দিনাজপুরের ডালখোলার উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন। পথে গাজোলে জাতীয় সড়কের ধারে লরি দাঁড় করান। দীর্ঘক্ষণ ডাকাডাকি করেও সাড়া না মেলায় স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। গাজোল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দরজা খুলে মৃতদেহ উদ্ধার করে। কীভাবে মৃত্যু, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা।

ইতিহাস বিকৃতকারীদের ক্ষমা নয়: চন্দ্রিমা

■ জলপাইগুড়িতে মহিলা তৃণমূল কর্মীদের সভায় বক্তা মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। ডানদিকে, শিলিগুড়িতে মহিলা কর্মীদের মাঝে চন্দ্রিমা। শনিবার।

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি : ইতিহাস যারা বিকৃত করছে, তাদের ক্ষমা নয়, যারা বাংলার মানুষকে অপমান করে, তাদের একটা ভোটও নয়। শিলিগুড়িতে দলীয় কর্মিসভায় হুঙ্কার দিলেন রাজ্য মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী তথা স্বাস্থ্য রাষ্ট্রমন্ত্রী মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূলের মহিলা কর্মীদের শক্তিশালী করতে শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়িতে কর্মিসভা করল দার্জিলিং জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস। শিলিগুড়িতে চন্দ্রিমা ছাড়াও ছিলেন পাপিয়া ঘোষ, জেলা তৃণমূল মহিলা সভানেত্রী সুস্মিতা সেনগুপ্ত, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, ১ নম্বর বরো চেয়ারম্যান গার্গী চট্টোপাধ্যায়, প্রীতিকণা বিশ্বাস, অভয়া বোস প্রমুখ। কর্মিসভায় বিজেপির মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে মহিলাদের দুর্গারূপে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান পাপিয়া। বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র কটাক্ষ করে চন্দ্রিমা বলেন, বাংলা বললেই যদি বাংলাদেশি হয় তাহলে সংবিধানের অবমাননা করছে বিজেপি, তার উত্তর আছে কেন্দ্রের কাছে? মোদির বাংলা সফরকেও কটাক্ষ করলেন। বললেন, অন্য রাজ্যে বাংলাভাষীদের তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। বাংলার প্রতি আর্থিক বঞ্চনা করছে কেন্দ্র। অথচ বাংলায় এসে বাংলা ভাষায় কথা বলছেন প্রধানমন্ত্রী। উনি একজন পরিযায়ী নেতা। প্রধানমন্ত্রীকে সম্মান দিয়েই বলছি, এসব বাংলায় হবে না।

জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ হলে আয়োজিত কর্মিসভাতেও যোগ দেন চন্দ্রিমা। ছিলেন জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায়, জেলা মহিলা সভানেত্রী নুরজাহান বেগম, জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায়বর্মন, বিধায়ক ডাঃ প্রদীপকুমার বর্মা, পাপিয়া পাল, মহুয়া গোপ, গৌতম দাস প্রমুখ। চন্দ্রিমা বলেন, নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতকে শক্ত করতে হলে মহিলা সংগঠনকে আরও ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে মহিলারা এক বড় শক্তি হয়ে উঠবেন।

রাস্তা বালি-পাথরে আটক টক টু মেয়র-এ সমাধান

■ স্থানীয় মানুষদের সমস্যার কথা শুনছেন মেয়র গৌতম দেব।

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : 'টক টু মেয়র'-এ একাধিক ফোন কলের মাধ্যমে অভিযোগ জানানো হয়েছিল, ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডে ফ্ল্যাট নির্মাণের জন্য আনা বালি ও পাথর সরাসরি রাস্তায় ফেলে রাখা হচ্ছে। ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের যাতায়াতে চরম অসুবিধা হচ্ছিল। অভিযোগ পাওয়ার পরই মেয়র নিজে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখেন যে রাস্তায় ফেলে রাখা সমস্ত বালি-পাথর সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। মেয়র স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং সমস্যার খোঁজখবর নেন। আশ্বাস দেন যে, ভবিষ্যতে এ ধরনের সমস্যা আর যাতে না হয়, প্রশাসন দেখবে।

মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির ব্লক সম্মেলন

■ সম্মেলনে সুব্রত মুখোপাধ্যায়, অমলেশ সরকার প্রমুখ।

সংবাদদাতা, কুমারগঞ্জ : পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির কুমারগঞ্জ ব্লক সম্মেলন হল শনিবার। বিকেলে গোপালগঞ্জ রঘুনাথ উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের নিয়ে সম্মেলনে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রেসিডেন্ট সুব্রত মুখোপাধ্যায়, কুমারগঞ্জ ব্লক প্রেসিডেন্ট অমলেশ সরকার, কুমারগঞ্জের প্রাক্তন বিধায়িকা মাহমুদা বেগম, আরটিও মেম্বার মফিজউদ্দিন মিয়া, সুভাষ ভাওয়াল, উজ্জ্বল বসাক প্রমুখ।

২০২৬-এর নির্বাচনের আগে তৃণমূলের হাত শক্ত করতে তৎপর শাখা সংগঠনগুলি। এর মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির নতুন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেখানে তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির কুমারগঞ্জ ব্লক প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পান অমলেশ সরকার। আজ কুমারগঞ্জ ব্লকের শিক্ষকদের নিয়েই হল এই ব্লক সম্মেলন। অমলেশ জানান, এই ব্লক সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্যই হল সদস্য সংগ্রহ, শিক্ষকদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া আদায় এবং সরকারি বিভিন্ন কাজকর্মকে ত্বরান্বিত করা। আমরা ইতিমধ্যেই কুমারগঞ্জ ব্লকে দেড়শো শিক্ষককে সংগঠনে যুক্ত করেছি। আজ তাঁদের নিয়ে ব্লক সম্মেলন হচ্ছে, যেখানে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির কুমারগঞ্জ ব্লকে কমিটি গঠিত হবে।

কৌশিকী অমাবস্যায় ছিন্নমস্তার পুজোয় মন্ত্রী উদয়নও

সংবাদদাতা, কোচবিহার : কৌশিকী অমাবস্যায় সাহেবগঞ্জের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অবস্থিত ছিন্নমস্তা মায়ের পুজোয় সস্ত্রীক শামিল হলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। এ বছরও রাতভর ভক্তদের ভিড়ে তিলধারণের জায়গা ছিল না বাংলাদেশ সীমান্তে। ভক্তরা সারা রাত সীমান্ত গ্রাম দিনহাটার সাহেবগঞ্জে ভিড় করেন। ৪৭ বছর ধরে এখানে নিয়মিত হচ্ছে এই পুজো। এবছরও কৌশিকী অমাবস্যায় মন্দিরচত্বর ও তার আশপাশে বসেছিল হরেক দোকান। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী অসম রাজ্য থেকেও বিপুল পুণ্যার্থী এসে থাকেন। এবারে এসেছিলেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। স্ত্রীকে নিয়ে পুজো দেন এবং ভক্তদের সঙ্গে কুশলবিনিময় করেন। সীমান্ত এলাকা হওয়ায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত কড়া। স্থানীয় পুলিশ এবং বিএসএফ যৌথভাবে সামলেছে।

এই পুজো কেবল একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানই নয়, এটি এলাকার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। উদয়ন পুজো দিয়ে বলেন, দিনহাটা বা বাইরে যেখানেই থাকি এই পুজোতে শামিল হতে চেষ্টা করি। এবছরও হাজার হাজার ভক্ত ভিড় করেছেন পুজোয়।

■ সস্ত্রীক পুজোয় শামিল মন্ত্রী উদয়ন গুহ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
আমার বাংলা
24 August, 2025 • Sunday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

টানা বৃষ্টি ও গালুডি জলাধারের জলে ফুঁসছে ডুলুং, সুবর্ণরেখা

জলবন্দি ঝাড়গ্রাম, বিচ্ছিন্ন গিধনি ও বহু গ্রাম

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : নিম্নচাপের জেরে টানা তিনদিনের বৃষ্টিতে ঝাড়গ্রাম জেলার একাধিক নদীর জলস্তর দ্রুত বাড়ছে। ডুলুং, সুবর্ণরেখা, কংসাবতী ও তারাফেনি নদীতে হু-হু করে জল বাড়ায় নদীর উপরে থাকা কজওয়েগুলি ডুবে গিয়েছে। ফলে জেলার বিভিন্ন ব্লক ও জেলা সদরের সঙ্গে যোগাযোগ কার্যত বিচ্ছিন্ন। সবচেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ডুলুং নদীতে। ঝাড়খণ্ডের গালুডি জলাধার থেকে ১ লক্ষ ৭১ হাজার কিউসেক জল ছাড়ার ফলে নদী ফুলেফেঁপে উঠেছে। এর জেরে জামবনি ব্লকের চিঙ্কিগড় কজওয়ে জলের তলায়। গিধনি ও আশপাশের বহু গ্রাম এবং জেলা সদর ঝাড়গ্রামের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।

অন্যদিকে তারাফেনি নদীর জল বাড়ায় শিলদার এঠেলায়

কজওয়ে জলমগ্ন হয়ে শনিবার সকাল থেকে বাঁকুড়া–ঝাড়গ্রাম রাজ্য সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। জেলার আরও বেশ কটি ব্লকে একই পরিস্থিতি। শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় জল জমে দৈনন্দিন জনজীবন ব্যাহত হচ্ছে। এর মধ্যেই গালুডি জলাধার থেকে জল ছাড়ায় সুবর্ণরেখা নদীর জলস্তরও বাড়তে শুরু করেছে। যদিও প্রশাসনের দাবি, এখনও তা বিপদসীমার কাছাকাছি পৌঁছোয়নি। তবে আরও জল ছাড়লে গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম ও সাঁকরাইলের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এবার টানা বৃষ্টিতে শিলদার প্রধান সবজি বাজার পুরোপুরি জলমগ্ন হয়ে পড়ে। জেলাশাসক সুনীল আগরওয়াল বলেন, নদীর জল এখনও বিপদসীমার কাছাকাছি আসেনি। তবে পরিস্থিতির উপর প্রশাসন কড়া নজর রাখছে।

পরিচয় প্রকল্পে সেরা ঘাটাল

■ ছাত্রছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন জেলাশাসক খুরশেদ আলি কাদেরি।

সংবাদদাতা, ঘাটাল : পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রশাসনের অনন্য উদ্যোগ 'পরিচয়'। তিন মহকুমার ১০ জন করে ছাত্রছাত্রী তাদের মহকুমার বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন বানিয়ে জেলা প্রশাসন আধিকারিকদের সামনে তা প্রদর্শন করল। তার ভিত্তিতে পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল জেলা প্রশাসনের তরফে। শনিবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রশাসনের ওল্ড কনফারেন্স হলে প্রদর্শিত প্রেজেন্টেশনে প্রথম স্থান অর্জন করে ঘাটাল মহকুমা। মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস জানান, ছাত্রছাত্রীদের জন্য আমরা গর্বিত। আমাদের মহকুমাকে তারা এনে দিয়েছে প্রথম পুরস্কার। ওদের চোখ দিয়ে আজ ঘাটাল মহকুমার বিভিন্ন স্থান সম্বন্ধে জানল মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন।

বন্ধ দ্বিতীয় হুগলি সেতু

সংবাদদাতা, হাওড়া: রবিবার প্রায় সাড়ে ১৭ ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু এবং কোনা এক্সপ্রেসওয়েতে। এর জন্য বিকল্প পথের ব্যবস্থা করেছে হাওড়া সিটি পুলিশ ও কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ। রবিবার ভোর ৪টে থেকে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত কাজ চলবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু এবং কোনা এক্সপ্রেসওয়েতে। দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে 'কেবল' মেরামতির কাজ হবে। সাঁতরাগাছিতে স্টিলের বিম বসানোর কাজ হবে। হাওড়া থেকে কলকাতাগামী এবং কলকাতা থেকে হাওড়াগামী গাড়িগুলোকে বিভিন্ন রুটে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। ১৬ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে কোলাঘাটের দিক থেকে আসা যে গাড়িগুলি ধুলাগড়-নিবড়া-সলপ-পাকুড়িয়া-সিসিআর সেতু হয়ে নিবেদিতা সেতু বা বালি ব্রিজ ব্যবহার করতে হবে।

উন্নয়ন কাজে মুখ্যমন্ত্রীর উদারতা নিয়ে প্রশংসায় কংগ্রেস কাউন্সিলর

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : দলবাজি নেই, নেই কোনও রাজনীতির ঝাণ্ডা। আছে শুধু মানুষের অংশগ্রহণ। এলাকার উন্নয়ন নিয়ে প্রস্তাবও দিচ্ছেন মানুষ। নিজের ওয়ার্ডে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবিরে গিয়ে এমন দৃশ্য দেখে অভিভূত রঘুনাথপুর পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস কাউন্সিলর দেবযানী পরামানিক। শিবিরে সক্রিয় অংশগ্রহণ তো করলেনই, উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন এই কর্মসূচির। দাবি তুললেন প্রতি ছয় মাস অন্তর যেন এমন শিবির হয়। শনিবার বৃষ্টিস্নাত দুপুরে পাড়া শিবিরে যোগ দিয়ে দেবযানী বলেন, রঘুনাথপুর পুরসভায় আমার ওয়ার্ডটি সবচেয়ে বড়। এখানে পরিষেবা নিয়ে প্রচুর সমস্যা আছে। যেহেতু প্রশাসনের উদ্যোগে শিবির হচ্ছে, তাই আগ্রহ নিয়ে শিবিরে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে সত্যিই ভাল লেগেছে। কোনও দলবাজি নেই, নেতাদের তদারকি নেই। শিবিরে এলাকাভিত্তিক মানুষ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বিভিন্ন প্রস্তাব দিচ্ছেন। বড় কাজগুলি পুরসভা করে। কিন্তু ফাঁকফোকর থেকে যায় বহু ক্ষেত্রে।

শিবিরে রাস্তা সংস্কার, পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব এসেছে। সত্যিই এটি মুখ্যমন্ত্রীর নজিরবিহীন একটা প্রকল্প। রঘুনাথপুর পুরসভার চেয়ারম্যান তরণী বাউরি বলেন, 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবিরে দুয়ারে সরকারের পরিষেবাগুলিও আছে। সেখানেও আবেদন করছেন মানুষ। তবে এলাকার উন্নয়নে মানুষের সক্রিয়তা সত্যিই আমাদের উৎসাহিত করছে। শিবিরে সব দলের লোকজন আসছেন, এটাও বড় ঘটনা।

■ রঘুনাথপুরে পাড়া শিবিরে তৃণমূল পুরপ্রধানের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান কংগ্রেস কাউন্সিলর দেবযানী পরামানিকের।

শিবিরে মানুষের সমস্যা শুনে সমাধানের আশ্বাস মন্ত্রীর

■ কাঁকসায় শিলামপুরের শিবিরে জনসংযোগ মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারের।

সংবাদদাতা, কাঁকসা : শনিবার কাঁকসার শিলামপুরে আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান শিবিরে উপস্থিত হয়ে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার তিনটি বুথের মানুষের সমস্যার কথা শোনেন। সেই সমস্যাগুলির কীভাবে দ্রুত সমাধান করা যায় তার সমাধানের রাস্তাও বলে দেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডল, কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য, সহ-সভাপতি জয়জিৎ মণ্ডল, কাঁকসার বিডিও পর্ণা দে, আমলাজোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কণিকা বাগদি, উপপ্রধান নাসিম আলি মির-সহ প্রশাসনিক কর্তারা। আমলাজোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শিলামপুরের ২৮৮, ২৮৯, এবং ২৯০ নম্বর বুথের বাসিন্দাদের নিয়ে এদিন শিবির অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারকে কাছে পেয়ে এলাকার মানুষ তাঁদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। মন্ত্রী সরাসরি সমস্যা সমাধানের রাস্তা বলে দেওয়ায় খুশি এলাকার মানুষ। তিনটি বুথের মানুষ জানান, তাঁদের এলাকায় কিছু ছোটখাটো সমস্যা রয়েছে। পাকা রাস্তা থেকে শুরু করে নিকাশি নালা সাফাই এবং খোলা মুখের নিকাশি নালা ঢাকার ব্যবস্থা করলে উপকার হয়। মন্ত্রী তাঁদের আশ্বাস দিয়েছেন দ্রুত সমস্যাগুলির সমাধান করা হবে। কোনগুলি আগে সমাধান করা উচিত সেই বিষয়েও আলোচনা করেন।

৭ দিনে পর্ষদের পাওনা ট্যাক্স না মেটালে ব্যবস্থার নির্দেশ জেলাশাসকের

সংবাদদাতা, দিঘা : দিঘার হোটেলগুলিতে ট্যাক্স আদায় নিয়ে এবার আরও কড়া হল প্রশাসন। আগামী সাত দিনের মধ্যে ট্যাক্স না দিলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানালেন জেলাশাসক। শনিবার দিঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদের কার্যালয়ে প্রশাসন এবং হোটেল মালিকদের নিয়ে বিশেষ বৈঠক হয়। সেখানেই হোটেল মালিকদের ট্যাক্স নিয়ে কড়া নির্দেশ দেন পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজি। জানা গিয়েছে, নিউ ও ওল্ড দিঘা মিলিয়ে প্রায় আড়াই হাজার হোটেল রয়েছে। যার মধ্যে এখনও পর্যন্ত প্রায় ২৩টি হোটেলের টিসিএসি (টুরিস্ট সিভিক অ্যামেনিটি চার্জেস) বাকি রয়েছে। সেই টিসিএসি নিয়ে একাধিক হোটেলে বারবার টাকা মেটানোর নির্দেশিকা দেয় দিঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদ। কিন্তু সেই নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দেদার পর্যটক আনাগোনা চলছে ওই সব হোটেলে। সম্প্রতি পুরনো দিঘার তিনটি হোটেলে পর্ষদের তরফে তালা লাগাতে গেলে হোটেল মালিকদের ক্ষোভের মুখে পড়তে হয় পর্ষদকে। পরে জেলাশাসকের কথায় তিনটি হোটেলের তালা খুলে দেয় পর্ষদ। শনিবার টিসিএসি-সহ দিঘার সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে প্রশাসন ও হোটেল মালিকদের একটি বৈঠক হয় জাহাজ বাড়িতে। সেই বৈঠকে ট্যাক্স আদায় নিয়ে কড়া মনোভাব নেন জেলাশাসক। শেষমেশ হোটেল মালিক সংগঠনের তরফে সমস্ত হোটেল থেকে ট্যাক্স আদায়ের দায়িত্ব নেওয়া হয়। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই সেই ট্যাক্স পর্ষদে জমা করার নির্দেশিকা দেন জেলাশাসক। এর পাল্টা হোটেল মালিক সংগঠনের তরফেও পর্ষদের কাছে দিঘার বেশ কিছু এলাকার রাস্তাঘাট সংস্কার ও নিকাশি ব্যবস্থার দাবি জানানো হয়। উল্লেখ্য, শিবালয় রোড, ফরেস্ট বাংলো রোড, ব্যারিস্টার কলোনি-সহ একাধিক রাস্তা বেহাল। একাধিক জায়গায় নিকাশি ব্যবস্থাও বেহাল। সেই সব সমস্যার যাতে দ্রুত সমাধান হয় সেই ব্যাপারেও প্রশাসনের কাছে দাবি জানায় হোটেল মালিক সংগঠন। দিঘা-শঙ্করপুর হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক বিপ্রদাস চক্রবর্তী বলেন, আমরা এক সপ্তাহের মধ্যে নিজেরাই সমস্ত ট্যাক্স সংগ্রহ করে পর্ষদকে জমা দেব। সম্প্রতি হোটেলে তালা লাগানোর ঘটনায় পর্ষদ কর্তাদের কড়া বার্তা দিয়ে জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজি বলেন, সেদিনের ঘটনা আমার নজর এড়িয়ে হয়েছে। আর যাতে না ঘটে তার নির্দেশ দিয়েছি। হোটেলগুলিকে এক সপ্তাহের মধ্যে ট্যাক্স জমা করতে বলা হয়েছে। নইলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মিডিয়েশনের মাধ্যমে ৭০টি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে হলদিয়ায়। শনিবার বার অ্যাসোসিয়েশন লাইব্রেরিতে এ-বিষয়ে আলোচনা করেন হাইকোর্টের বিচারপতি সৌমেন সেন, পূর্ব মেদিনীপুরের এডিজি সত্যজিৎ মাইতি প্রমুখ

লালগোলায় ময়া নদীবন্দর আসলে কেন্দ্রের 'অশ্বডিম্ব' প্রসব

দেড় বছরেও চালু হয়নি নৌপথে পরিবহণ

কমল মজুমদার ● জঙ্গিপুর

ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে জলপথ বাণিজ্য আরও সুগম করার লক্ষ্যে প্রায় দেড় বছর আগে মুর্শিদাবাদের লালগোলা ব্লকে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে ঢাকঢোল পিটিয়ে উদ্বোধন করা হয় নদী বন্দরের। কেন্দ্রের জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর লালগোলার ময়া থেকে বাংলাদেশের সুলতানগঞ্জ পর্যন্ত পদ্মায় পণ্য পরিবহণ এবং বাণিজ্যের আনুষ্ঠানিক সূচনাও করেন। তবে অভিযোগ, কেন্দ্র সম্পূর্ণ উদাসীন বলেই ওই নদীবন্দর দিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য বর্তমানে সম্পূর্ণ বন্ধ। কবে বাণিজ্য চালু হতে পারে সে সম্পর্কে কারোর কোনও ধারণাই নেই। ফলে পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে ওই বন্দরের যাবতীয় পরিকাঠামো। জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর, জাতীয় জলপথ নম্বর ৫ এবং ৬-এর মাধ্যমে সংযুক্ত হয়েছে ভারতের ময়া এবং বাংলাদেশের সুলতানগঞ্জ নদী বন্দর। সূত্রের খবর, ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের আগে পর্যন্ত বাংলাদেশের সুলতানগঞ্জ এবং গোদাগাড়ির সঙ্গে লালগোলার ময়া এবং লালগোলা ঘাটের মধ্যে একটি বাণিজ্যিক জলপথ চালু ছিল। এই জলপথ ব্যবহার করে ভারত এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে বিভিন্ন পণ্য আমদানি-রফতানি হত। পরবর্তীকালে বিভিন্ন কারণে ৬০ বছর এই বাণিজ্যপথ বন্ধ হয়ে ছিল। কেন্দ্রের অনুমোদন পাওয়ায় পর লালগোলার

■ তৈরি হয়ে পড়ে রয়েছে জেটি।

ময়াতে দুটি বেসরকারি কোম্পানি প্রায় ১০০ বিঘা জায়গায় দুটি নদীবন্দর তৈরি করে। বেসরকারি কোম্পানিগুলো বহু কোটি টাকা ব্যয়ে সেখানে মালপত্র ওঠানো-নামানো এবং পরিবহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি করে। জেলা প্রশাসনের এক কর্তা জানান, বাংলাদেশের রূপপুরে একটি প্রকল্পের জন্য বিপুল পরিমাণ বালি এবং পাথরের চাহিদা রয়েছে। এই বালি এবং পাথর কলকাতা বন্দর হয়ে বাংলাদেশে যাওয়ার কথা ছিল। লালগোলার ময়া থেকে বাংলাদেশের সুলতানগঞ্জ ঘাটের দূরত্ব নদীপথে মাত্র ১৭ কিলোমিটার। সেই সময় স্থির হয় ঝাড়খণ্ড থেকে তোলা পাথর নতুন এই নৌপথেই বাংলাদেশ যাবে। কেন্দ্র সেই সময় জানিয়েছিল ময়া নদীবন্দর পুরোদমে কাজ শুরু করলে বছরে প্রায় ২.৬ মিলিয়ন টন মাল জলপথে মুর্শিদাবাদ থেকে সরাসরি বাংলাদেশে পৌঁছে যাবে। এই বন্দর উদ্বোধন করে বিজেপির শান্তনু ঠাকুর দাবি করেন, হলদিয়া থেকে বারাণসী পর্যন্ত আন্তর্দেশীয় ১ নম্বর জলপথ বরাবর পরিকাঠামো উন্নয়নে কেন্দ্র বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। এই জলপথে ৬২টি জেটি, রোরো এবং রোপ্যাক তৈরি করবেন বলে প্রতিশ্রুতিও দেন। লালগোলা ব্লক তৃণমূল সভাপতি মহম্মদ মোতাহার হোসেন রিপন বলেন, নদী বন্দর চালু হয়ে গেলে এলাকার প্রচুর মানুষ গ্রামেই কাজ পাবেন এই আশা নিয়ে গ্রামের বেশ কিছু বাসিন্দা প্রকল্পের জন্য তাঁদের জমি লিজ দেন। রাজ্য সরকারও সব রকম সাহায্য করে। নদী বন্দরের পরিকাঠামো তৈরির পর সেখানে বর্তমানে সিআইএসএফ এবং কাস্টমসের তরফে পাহারা থাকলেও বাণিজ্য না হওয়ায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কোম্পানিগুলো ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। অনেক জমিদাতা লিজে দেওয়া জমির টাকা পাচ্ছেন না। গোটা প্রকল্প এলাকা পাঁচিলে ঘেরা থাকায় জমি কী অবস্থায় আছে কেউ জানে না। উদ্বোধনের পর কেউ ওই বন্দর দিয়ে বাংলাদেশে পণ্য যেতে বা আসতে দেখেননি। এই বন্দর চালু হওয়ার আগে কেন্দ্রের তরফে সংবাদমাধ্যমে ব্যাপক প্রচার চালিয়ে কৃতিত্ব নেওয়ার চেষ্টা হয়। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে ময়া নদীবন্দর আসলে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের 'অশ্বডিম্ব' প্রসব ছিল।

জঙ্গলমহল তৃণমূলে ঘর ওয়াপসি জয়ন্তর

■ জেলা তৃণমূল সভাপতি তারাশংকর রায়ের সঙ্গে বিজেপি ছেড়ে দলে ফেরা জয়ন্ত মিত্র।

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : জঙ্গলমহলের রাজনীতিতে শেষ কথা ছিলেন তৃণমূল নেতা জয়ন্ত মিত্র। একের পর এক নির্বাচনে তাঁর হাত ধরে তৃণমূল সফল হয়েছে। ২০২১ সালে সেই নেতাই মেদিনীপুরে অমিত শাহের সভা থেকে বিজেপিতে যোগদান করেন। দীর্ঘসময় পর জয়ন্ত মিত্র এবার ফিরলেন নিজের ঘরে। শুক্রবার কলকাতায় ক্যামাক স্ট্রিটে বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব ও বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠক করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুব্রত বক্সী। সেই বৈঠকেই জয়ন্ত মিত্রকে তৃণমূলে ফেরানোর নির্দেশ দেন অভিষেক। তাঁর নির্দেশের পরেই শনিবার তালডাংরা তৃণমূল কার্যালয়ে বাঁকুড়া জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের হাত ধরে তৃণমূলে ফিরলেন জয়ন্ত। তৃণমূলে যোগ দিয়েই জয়ন্ত মিত্রের বিস্ফোরক মন্তব্য, গদ্দার অধিকারী চক্রান্ত করেই তাঁকে তৃণমূল থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। কিন্তু যেভাবে বাঙালি ও বাংলার বিরুদ্ধে গদ্দারের নেতৃত্বে চক্রান্ত চলছে তার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা দরকার। তাই আমি তৃণমূলে ফিরে এলাম। ২০২৬-এর ভোটে বিজেপির বিরুদ্ধে সকলে একসঙ্গে লড়াই করব। জেলা তৃণমূল সভাপতি তারাশংকর রায়ের দাবি, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের নির্দেশে জয়ন্ত মিত্রকে দলে ফিরিয়ে নেওয়া হল। জয়ন্তর হাত ধরেই জঙ্গলমহলের ভোটের বড় অংশ ফিরল তৃণমূলের ঝুলিতে, এমনটায় মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের।

মহাকাশ দিবস পালন

সংবাদদাতা, দিঘা : শনিবার জাতীয় মহাকাশ দিবস পালিত হল দিঘা বিজ্ঞান কেন্দ্রে। স্থানীয় বেশ কিছু স্কুলের প্রায় ১৬০ জন ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতিতে পালিনত হয় দিনটি। মহাকাশ সম্পর্কিত আলোচনাসভা ও কুইজ প্রতিযোগিতা হয়। এছাড়াও পর্যটকদের জন্য এদিন খুলে দেওয়া হয় স্পেস হেরিটেজ ইন ইন্ডিয়া নামের এক প্রদর্শনী। যেখানে মূলত মহাকাশ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য ও মডেল দেখতে পাবেন পর্যটকেরা। উপস্থিত ছিলেন কাঁথি প্রভাতকুমার কলেজের অধ্যাপক গৌতম মান্না, দিঘা বিদ্যাভবনের প্রধান শিক্ষক শুভেন্দু করন, দিঘা বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর হেমলেট গুড়িয়া, শিক্ষা অধিকর্তা বিশ্বরূপ দাস, শিক্ষা সহায়ক অমিত কুম্ভকার-সহ অন্যরা।

বর্জ্য নিষ্কাশনে দুটি ই-কার্ট গাড়ি চালু

সংবাদদাতা, তমলুক : বর্জ্য নিষ্কাশনে নয়া উদ্যোগ নিল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ। প্রায় ৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দুটি ব্যাটারিচালিত বর্জ্য ভ্যানের সূচনা হল জেলা পরিষদের তরফে। শুক্রবার এই দুটি গাড়ির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন পূর্ব জেলা পরিষদের সভাধিপতি উত্তম বারিক, সহ-সভাধিপতি সুহাসিনী কর, অতিরিক্ত জেলাশাসক অনির্বাণ কোলে-সহ অন্যরা। গাড়ি দুটি তাম্রলিপ্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের বর্জ্য নিষ্কাশনের কাজ করবে। মূলত হাসপাতালের বিভিন্ন বর্জ্য থেকে রোগ জীবাণু সংক্রমণের সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই জেলা পরিষদের তরফে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পে এই দুটি বর্জ্য ভ্যান দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। রোজ সকাল-সন্ধ্যা দুবেলা তাম্রলিপ্ত হাসপাতালের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে বর্জ্য সংগ্রহ করবে এই দুটি ভ্যান। জেলা সভাধিপতি উত্তম বারিক বলেন, হাসপাতালের বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য পরিবহণের জন্য এই দুটি ই-কার্ট বর্জ্য ভ্যানের সূচনা হল।

■ সূচনায় জেলা সভাধিপতি উত্তম বারিক-সহ অন্যরা।

শিশুসুরক্ষা, পুনর্বাসন ও ন্যায়বিচার : চার জেলার উদ্যোগে বিচারকদের নিয়ে বৈঠক

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : রাজ্যের নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দফতরের সহযোগিতায় এবং কলকাতা হাইকোর্টের জুভেনাইল জাস্টিস কমিটির তত্ত্বাবধানে দুর্গাপুর মহকুমা শাসক ভবনে হল ক্লাস্টার ভি মিট। পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম ও হুগলি জেলার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই বৈঠক ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা, বিচারপতি শম্পা রায় এবং আরও এক বিচারপতি। পাশাপাশি চার জেলার জেলা বিচারক, অতিরিক্ত জেলা বিচারক ও মহকুমা আদালতের বিচারকেরাও বৈঠকে অংশ নেন। শিশুদের ন্যায়বিচার, অধিকার সুরক্ষা এবং কল্যাণমূলক পদক্ষেপকে কেন্দ্র করে চার জেলার যৌথ সমন্বয় ঘটাতেই এই বৈঠক। বৈঠকে শিশুদের সুরক্ষা, পুনর্বাসন ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে প্রশাসনিক ও আইনি সংস্থাগুলির মধ্যে আরও কার্যকরী সমন্বয় আনার কথা হয়। জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্ট কার্যকরভাবে প্রয়োগে আদালত ও প্রশাসনের মধ্যে এই ধরনের সমন্বিত বৈঠক অত্যন্ত জরুরি বলেই মত অংশগ্রহণকারীদের।

■ দুর্গাপুরে এসডিও অফিসের বৈঠকে যোগ দিলেন বিচারকেরা।

শিশুদের প্রতি অন্যায় বা অপরাধের ঘটনা এড়াতে আইনি দৃষ্টিকোণ ছাড়াও সমাজকল্যাণমূলক পরিকল্পনার ওপর বিশেষ জোর দেওয়ার কথা ওঠে আলোচনায়। বৈঠক ঘিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা এতই কড়াকড়ি ছিল যে বহিরাগতদের প্রবেশাধিকার সীমিত রাখা হয়।

৩৬ ঘণ্টায় অন্ধ্রের অপহৃত ব্যবসায়ী উদ্ধারে সফল পুলিশ

সংবাদদাতা, ভগবানপুর : অভিযোগের ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে অপহৃত ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করল ভগবানপুর থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, গত মঙ্গলবার ভগবানপুর থানার পুলিশ স্থানীয় এলাকায় ব্যবসার কাজে আসা অন্ধ্রের এক পরচুলা ব্যবসায়ী বীরান্না রঙ্গিসেট্টিকে অপহরণ করার অভিযোগ পায়। তদন্তে নেমে টাওয়ার লোকেশনের সূত্র ধরে ময়নার বাকচা এলাকা থেকে ওই ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করে পুলিশ। তাঁর বাড়ি অন্ধ্রপ্রদেশের ওয়েস্ট গোদাবরী জেলায়। ব্যবসা সূত্রে ভগবানপুরে প্রায়ই যাতায়াত ছিল তাঁর। সেই সুযোগে দুষ্কৃতীরা অপহরণ করে তাঁর পরিবারের কাছে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চায়। খবর পেয়েই ভগবানপুর থানার পুলিশ তদন্তে নেমে ওই ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করে। তবে এলাকা ছেড়ে চম্পট দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। তাদের খোঁজ চলছে বলে জানান ভগবানপুর থানার ওসি শাহেনশাহ হক।

পুকুরে ডুবে মৃত শিশু

প্রতিবেদন : মুর্শিদাবাগের কান্দি থানার অধীন মণিগ্রাম এলাকায় মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হল ৭ বছরের এক শিশুর। শনিবার দুপুরে স্কুল থকে বাড়ি ফেরার পথে একটি পুকুরে স্নান করতে নেমেছিল মণিগ্রাম এলাকার বাসিন্দা ওই শিশু আব্দুর রহমান। সাঁতার না জানায় অকস্মাৎ জলে ডুবে যায় আব্দুর। শেষ পর্যন্ত তাকে বাঁচানো যায়নি। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায় কান্দি থানার পুলিশ।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
24 August, 2025 • Sunday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

শিবিরে শ্রমিকদের সমস্যা শুনলেন মন্ত্রী-বিধায়ক

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : রাজ্যের সর্বত্র চলছে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচি। তারই অংশ হিসেবে শনিবার মালবাজার মহকুমার প্রত্যন্ত বাগরাকোট অঞ্চলের ওয়াসাবাড়ি চা-বাগানে বসে বিশেষ শিবির। ছিলেন অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন মন্ত্রী বুলু চিক বড়াইক। তিনি চা-বাগানের শ্রমিক পরিবারগুলির সঙ্গে মিশে গিয়ে তাঁদের দৈনন্দিন সমস্যা মনোযোগ দিয়ে শোনেন। আলোচনার শেষে আধিকারিকদের নির্দেশ দেন, যেন শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের উত্থাপিত সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধান করা হয়। বুলু বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নই হল গ্রামেগঞ্জে, চা-বাগানে কিংবা শহরে মানুষের কাছে গিয়ে তাঁদের সমস্যার সমাধান করা। এই শিবিরে বহু চা-শ্রমিক তাঁদের সমস্যার কথা জানিয়েছেন। আমি নিজে তদারকি করছি যাতে দ্রুত সমাধান হয়। চা- শ্রমিকদের মুখে স্বস্তির হাসি ফুটেছে। ফুলতি তিরকি বলেন, আগে আমাদের ছোটখাটো সমস্যাগুলো সমাধান করতে মাসের পর মাস দৌড়ঝাঁপ করতে হত। আজ শিবিরে এসেই কাজের অগ্রগতি হয়েছে। তৃণমূল সরকার সত্যিই আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। রাজগঞ্জ বিধানসভার মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতে পৌঁছে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন বিধায়ক তথা জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায়। বলেন, প্রত্যক্ষ করলাম মানুষ কতটা উপকৃত হচ্ছেন। তৃণমূল কথায় নয়, কাজে বিশ্বাস করে।

■ শিবিরে বুলু চিক বড়াইক কথা বলছেন চা-শ্রমিকদের সঙ্গে। ডানদিকে শিবিরে গিয়ে কাজকর্ম কেমন হচ্ছে খবর নিচ্ছেন বিধায়ক খগেশ্বর রায়।

ফাঁড়িতে ঢুকে দাদাগিরি দ্রুত ব্যবস্থা নিল পুলিশ

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : জমিসংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে শুক্রবার গভীর রাতে চাঞ্চল্য ধূপগুড়ির ডাউকিমারি পুলিশ ফাঁড়িতে। অভিযোগ, কয়েকজন ব্যক্তি হঠাৎ ফাঁড়িতে ঢুকে দাদাগিরি চালাতে শুরু করে। শুধু তাই নয়, ফাঁড়ি ভেঙে দেওয়ার হুমকিও দেয় এবং দায়িত্বে থাকা অফিসার ইনচার্জ রমেন লস্করের উপর হামলার চেষ্টা করে। খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়। সঙ্গে সঙ্গে ধূপগুড়ি থানার আইসি অনিন্দ্য ভট্টাচার্য বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান। দ্রুত অভিযান চালিয়ে ছয়জনকে আটক করা হয়েছে। পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে। ডাউকিমারি ফাঁড়ির ওসি রমেন লস্কর বলেন, আইনের মর্যাদা ভেঙে কেউ পার পাবে না। ফাঁড়িতে হামলা চালানোর চেষ্টা গুরুতর অপরাধ। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ঝাড় আলতা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রাজকুমার রায় ঘটনার তীব্র নিন্দা করে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি দাবি করেছেন।

■ **মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরের ধুলিয়ান পুরসভার ১৬ নং ওয়ার্ডের বুথ ৬৪, ৬৫ ও ৬৬ নং নিয়ে হল আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান শিবির। দিঘড়ী হাই স্কুলে শনিবার। শিবিরে গিয়ে সাধারণের দাবিদাওয়ার কথা শুনলেন সামশেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলাম, মহকুমা শাসক ও কাউন্সিলর মোহাম্মদ ইনজামুল ইসলাম প্রমুখ।**

ঘুম পাড়িয়ে চুরি, ধৃত ১

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : নিউ জলপাইগুড়ি থানা সংলগ্ন সেন্ট্রাল কলোনির নেতাজি ক্লাবের সামনে ১৩ জুলাই ভোররাতে চাঞ্চল্যকর চুরি হয়। অভিযোগ, রাতে বাড়ির সামনে এক ধরনের ওষুধ স্প্রে করে বাড়ির সমস্ত সদস্যকে অচেতন করে চুরি করে চোরের দল। রাতভর সবাই ঘুমে অচেতন ছিলেন। সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখা যায়, দরজা খোলা, আলমারি-টেবিল তছনছ, নগদ টাকা, সোনার গয়না সব চুরি গিয়েছে। নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ তদন্তে নেমে প্রায় একমাস দশদিন পর গ্রেফতার করতে সমর্থ হল এক দুষ্কৃতীকে। নাম সঞ্জয় মণ্ডল। শুক্রবার সন্ধ্যায় নৌকাঘাট থেকে তাকে ধরা হয়। শিলিগুড়ি টিকিয়াপাড়া নিবাসী। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়নি কোনও চুরির সামগ্রী।

বালুরঘাটের বাসন্তী বাগানে ঠান্ডা জলের যন্ত্র

সংবাদদাতা, বালুরঘাট : বালুরঘাট পুরসভার উদ্যোগে শনিবার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসন্তীবাগানের বাসন্তী মন্দির এলাকায় তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিশুদ্ধ ও ঠান্ডা পানীয় জলের মেশিনের উদ্বোধন হল। পুরসভার অধ্যক্ষ অশোককুমার মিত্র এক ছোট্ট অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে উদ্বোধন করেন। ছিলেন ২১ নম্বর ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি মুনমুন কর ও অন্যরা।

■ **বীরভূম জেলার বোলপুরে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের মিছিল। রয়েছেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সহ সভাপতি সুদীপ রাহা , বোলপুর পুরসভার চেয়ারম্যান পর্ণা ঘোষ সহ জেলার সব ব্লকের ছাত্রনেতৃত্ব।**

মোদি শেখাচ্ছেন নীতিকথার পাঠ!

(প্রথম পাতার পর)
বিজেপি অভিযোগ করেছিল, তাঁরা তদন্ত এড়াতে বিজেপিতে গিয়েছেন। এখন তাঁদের পাশে বসিয়ে নরেন্দ্র মোদি দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলছেন। এ কেমন নৈতিকতা! শুনে রাখুন মোদিজি, বাংলায় আপনি যতবার আসবেন, সেই অনুপাতে বাংলায় তৃণমূলের আসনসংখ্যা বাড়বে। আমরা ২০১৬ সালে দেখেছি, ২০২১ সালে দেখেছি, আবকি বার ২০০ পার স্লোগান। ২০২৪ সালেও তৃণমূল বেড়ে গিয়েছে, বিজেপি কমে গিয়েছে। ২০২৬-এও চতুর্থবার বিপুল আসনে জিতে ক্ষমতায় আসবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লিখে রাখুন।

প্রধানমন্ত্রী, আপনি বাংলায় এসে দুর্নীতিগ্রস্তকে পাশে বসিয়ে দুর্নীতি দমনের কথা বলছেন? বাংলার এই তথাকথিত বিরোধী নেতার বিরুদ্ধে নারদকাণ্ডে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। সারদা মামলাতেও তিনি অভিযুক্ত। খোদ সুদীপ্ত সেন তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ করেছেন। তারপর তিনি বিজেপির ওয়াশিং মেশিনে ঢুকে সাধু হয়েছেন। তেমনই মহারাষ্ট্রের অজিত পাওয়ার। তাঁর বিরুদ্ধেও কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ। অভিযোগ তুলেছিলেন আপনারাই। এখন তাঁকেও আপনি সঙ্গী করেছেন। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। তাঁর বিরুদ্ধেও সারদা-কাণ্ডে ভূরি ভূরি দুর্নীতির অভিযোগ। তাঁকেও বরণ করে নিয়েছেন দলে। আর এদিন মঞ্চে যাঁকে আপনি পাশে বসিয়েছিলেন, সেই রবনীত সিং বিট্টু নারী-নির্যাতনে অভিযুক্ত। আবার ব্রিজভূষণ, যাঁকে আপনি দেশের প্রতিনিধি করে অপারেশন সিঁদুরের প্রচারে বিদেশে পাঠিয়েছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধেও মহিলা খেলোয়াড়দের শ্লীলতাহানি করার অভিযোগ রয়েছে। তাই আপনার মুখে দুর্নীতি বা নারীর সম্মান রক্ষার কথা মানায় না।

আপনি দুর্নীতি দমনে বিল আনার কথা বলছেন, আপনার নেতা-মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে তো ভূরি ভূরি অভিযোগ। ৯৪ জন সাংসদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, যার মধ্যে ৬৩ জনের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী, আপনার দল দুর্নীতির তদন্তে থাকা ২৫ জন বিরোধী নেতাকে দলে ভিড়িয়েছে, যার মধ্যে ২৩ জনকে ক্লিনচিট দেওয়া হয়েছে। আপনার মন্ত্রিসভায় ২৮ জন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে একাধিক অপরাধের মামলা রয়েছে, যার মধ্যে ১৯ জনের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টা, অপহরণ ও নারী নির্যাতনের মতো অভিযোগ রয়েছে। আপনার খাঁচাবন্দি তোতাপাখি ইডি গত এক দশকে ৫,৮৯২টি মামলার মধ্যে মাত্র ৮টিতে দোষী সাব্যস্ত করতে পেরেছে। বিজেপি আসলে ই-টু নীতি চালায়। প্রথম 'ই' হল নির্বাচন কমিশনকে অপব্যবহার করে ভোটারদের অধিকার হরণ করা। যদি প্রথম 'ই' ব্যর্থ হয়, তখন দ্বিতীয় 'ই' অর্থাৎ ইডি-কে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা। ১৩০তম সংবিধান সংশোধনী বিল দুর্নীতি দূর করার জন্য নয়, আসলে এটি বিরোধীদের নির্মূল করার একটি প্রচেষ্টা। আর বিজেপি ক্লান্তিকর এবং চেনা সূত্রে এগিয়ে চলেছে। এক, ইডি ও সিবিআই একজন বিরোধী নেতার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ দায়ের করবে। দুই, সেই নেতা তারপর বিজেপিতে যোগদান করবে। তিন, বিজেপিতে যোগদানের পর তার বিরুদ্ধে সকল অভিযোগ প্রত্যাহার করা হবে। ওয়াশিং মেশিনে সব দুর্নীতি ধুয়ে সাফ হয়ে যাবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অনলাইন এবং অফলাইনে অবৈধ বেটিং চালানোর অভিযোগে কর্নাটকের কংগ্রেস বিধায়ককে সিকিম থেকে গ্রেফতার করল ইডি। কর্নাটকের চিত্রদুর্গ জেলার কংগ্রেস বিধায়ক কেসি বীরেন্দ্রকে অর্থ তছরুপ প্রতিরোধ আইনে গ্রেফতার করা হয়েছে

চাঁদ-সূর্য থেকে এবার সময় মাপা শিখবে স্নাতক পড়ুয়ারা!

পঞ্জিকার শুভক্ষণ নির্ণয় পদ্ধতিও ইউজিসির নয়া পাঠ্যসূচিতে

প্রতিবেদন: আধুনিক শিক্ষায় প্রাচীন পদ্ধতির সংযোজন। মোদি জমানায় বিজ্ঞানচর্চার অভিমুখ ঘিরে ফের বিতর্ক। এবার স্নাতকস্তরে পড়ানো হবে প্রাচীন ভারতীয় গণিত। নতুন পাঠ্যসূচির খসড়া প্রস্তাবে জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন। জানা গিয়েছে, ইউজিসির প্রস্তাব অনুযায়ী জায়গা পাচ্ছে সূত্রভিত্তিক গণিত, বৈদিক যুগের জ্যামিতি, সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্রের গতিপথ ধরে সময় নির্ণয় বা কাল গণনার প্রক্রিয়া। থাকছে পঞ্জিকা দেখে শুভ মুহূর্ত নির্ণয় করার প্রক্রিয়াও।

গত ২০ অগাস্ট ইউজিসির সচিব মণীশ যোশী জানান, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ অনুসারে প্রস্তাবিত এই পাঠক্রম 'মডেল' হিসেবে কাজ করবে। বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যসূচির বিন্যাসে নতুনত্ব

আনা হবে।

প্রাচীন ভারতীয় ও বৈদিক যুগের ইতিহাসের ধারা সংযোজন করে ইউজিসির প্রস্তাবে সূত্রভিত্তিক বীজগণিত ও ভারতীয় বীজগণিতের ইতিহাস যুক্ত করা হবে। সেইসঙ্গে থাকবে কাল গণনার বিদ্যা। সূর্যসিদ্ধান্ত ও আর্যভট্টীয়মের মতো প্রাচীন গ্রন্থ থেকে সময় মাপার ধারা যুগ, কল্প, ব্রহ্মবর্ষ, এমনকী বিষ্ণুবর্ষ ও শিববর্ষের মতো চক্রও পড়ানো হবে। এর পাশাপাশি কীভাবে পঞ্জিকা দেখে শুভক্ষণ নির্ণয় করা হয়, তাও থাকবে পাঠক্রমে। খসড়া প্রস্তাবে প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভারতীয় গণিতের আন্তর্জাতিক প্রভাব নিয়েও বিশেষ কোর্স থাকবে। ভারত থেকে গ্রিস, আরব হয়ে ইউরোপে গণিত ও ক্যালকুলাসের প্রসারের ইতিহাস সংযোজিত হবে। সব মিলিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানচর্চায় প্রাচীন ভারত ও বৈদিক যুগের ইতিহাস যুক্ত করে নতুন বিতর্কের অভিমুখ তৈরি করতে চলেছে মোদি সরকার।

ব্যাঙ্ক জালিয়াতি: আম্বানির বাড়িতে সিবিআই তল্লাশি

প্রতিবেদন: ব্যাঙ্ক জালিয়াতি মামলায় ইডির পর এবার অনিল আম্বানির সংস্থা রিলায়্যান্স কমিউনিকেশনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করল সিবিআই। এই সংস্থা এবং সংস্থার প্রোমোটার ডিরেক্টরের সঙ্গে যোগ রয়েছে এমন বেশ কিছু জায়গায় শনিবার সকালে তল্লাশি চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। মুম্বইয়ে অনিল আম্বানির বাড়িতে চলেছে তল্লাশি। তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, আম্বানির সংস্থার এই বিপুল জালিয়াতির কারণে রাষ্ট্রায়ত্ত স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ২০০০ কোটি টাকা হারিয়েছে। এর আগে গত ১৩ জুন বিপুল দেনাগ্রস্ত আরকমের ঋণ অ্যাকাউন্টকে স্টেট ব্যাঙ্ক 'প্রতারক' হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। সংস্থার কর্তা অনিলের নামও অভিযুক্ত হিসাবে রিপোর্টে যুক্ত হয়েছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী লোকসভায় জানান, গত ২৪ জুন রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে প্রতারণার বিষয়টি জানিয়েছে এসবিআই। এরপর এই ইস্যুতে মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করল সিবিআই।

তৃণমূলের পথেই জেপিসিতে থাকছে না সপাও

প্রতিবেদন: তৃণমূলের পথেই এবার অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি। ইতিমধ্যে তৃণমূল ঘোষণা করেছে, মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীকে জেলে পাঠানোর প্রস্তাব দিয়ে আনা সংবিধান সংশোধনী বিলের জেপিসিতে তৃণমূল সাংসদরা থাকবেন না। এবার সেই একই সিদ্ধান্ত নিল সপা-ও। ফলে জেপিসি নিয়ে অস্বস্তি বেড়েছে বাম ও কংগ্রেসের। তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, তৃতীয় মোদি সরকারের জমানায় যতগুলি বিল এসেছে, বিরোধীদের চাপে পড়ে সেগুলি যৌথ সংসদীয় কমিটিতে পাঠানোর 'নাটক' করেছে মোদি সরকার। যদিও লোকদেখানো জেপিসি গঠিত হলেও বিরোধীদের প্রস্তাবগুলিকে আদৌ মান্যতা দেওয়া হয়নি। ওয়াকফ আইন থেকে ব্যক্তিগত

তথ্যের অধিকার আইন সংক্রান্ত বিলের ক্ষেত্রে জেপিসিতে একবারও মানা হয়নি বিরোধীদের বক্তব্য। আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া জেপিসিকে কার্যত অকেজো করে দিয়েছে কেন্দ্রের স্বৈরাচারী সরকার। কৌশলে নিজেদের সাংসদদের মাধ্যমে সংশোধনী এনে তা জেপিসির সিদ্ধান্ত বলে চালিয়েছে। ১৩০তম সংবিধান সংশোধনী বিল এনে কালাকানুন জারির চেষ্টায় একইভাবে জেপিসিকে শিখণ্ডী করার চক্রান্ত হচ্ছে। দাবি বাংলার শাসকদল তৃণমূলের। সেজন্য এই সংক্রান্ত জেপিসি তৈরি হলে সেই কমিটিতে তৃণমূলের কোনও সদস্য থাকবে না, জানানো হল দলের তরফে। সংসদীয় কমিটি সাধারণত বিজেপির সাংসদদের দ্বারাই পরিচালিত হয়। ওয়াকফ আইনের ক্ষেত্রে সেই কমিটির বৈঠকগুলিতে বিজেপি সাংসদ থেকে জেপিসির চেয়ারম্যান বিরোধীদের প্রস্তাবগুলিতে কান দেননি বলে অভিযোগ। ফলে মোদি জমানায় জেপিসিগুলি যে নজর ঘোরানোর নাটক, তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

ভাষা-প্রতিবাদে মানুষের ঢল

(প্রথম পাতার পর)

সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমরা পা মিলিয়ে প্রতিবাদ মিছিলে হেঁটেছিলাম বাংলা ভাষার উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে এবং বাঙালিদের উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে। এই প্রতিবাদ আন্দোলন আমরা চালিয়ে যাব। স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, বাংলায় একজনও প্রকৃত ভোটারের নাম যেন বাদ না যায়। প্রতিবাদের ঝড় উঠবে। তিনি নয়া সংবিধান সংশোধনী বিলেরও কড়া সমালোচনা করেন। বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় বলেন, একজন প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ গেলেও আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, দিল্লিতে প্রতিবাদে আন্দোলনের ঝড় উঠবে, ইলেকশন কমিশন ঘেরাও হবে। আমরা ছেড়ে কথা বলব না। তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক এবং মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, মোদি-শাহ বাংলার যেখানে পা দেবে সেখান থেকেই তৃণমূলের বিধায়ক হবে ২০২৬-এ। ওরা যত ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করবে তত ভোট বাড়বে তৃণমূলের। বিজেপি গো-হারা হারবে। আড়াইশোর বেশি আসন নিয়ে ফের ক্ষমতায় ফিরবে তৃণমূল কংগ্রেস। এই মঞ্চ থেকে ফের প্রধানমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ করে তৃণমূলের বক্তব্য, পরিযায়ী শ্রমিকরা যে যাঁর রাজ্যে কাজ করবেন, অন্য কোনও রাজ্যে যাবেন না— হিম্মত থাকলে এই ঘোষণা করুন প্রধানমন্ত্রী। বাংলায় দেড় কোটি পরিযায়ী শ্রমিক কাজ করেন বিভিন্ন রাজ্যে। তাঁরা নিজের নিজের রাজ্যে কাজ করবেন, বাংলায় আসবেন না— হিম্মত থাকলে এই ঘোষণা করুন প্রধানমন্ত্রী। ভাষাসন্ত্রাস এবং এসআইআরের বিরুদ্ধে যেভাবে সংসদের ভিতরে এবং বাইরে তৃণমূলের সাংসদরা লড়াই করছেন, নেতৃত্ব দিচ্ছেন, সে-কথাও উঠে আসে বক্তাদের কথায়। সকলেই কড়া সমালোচনা করেছেন গায়ের জোরে আনা সংবিধান সংশোধনী বিলের। যেভাবে দেশে বিরোধীদের শূন্য করতে জেলে ভর্তির ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করেছে বিজেপি, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে উঠেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সৈনিকেরা।

এদিন মঞ্চস্থলে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভাপতি, সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার। মঞ্চে ছিলেন কাজরি বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবাশিস কুমার, অশোক দেব, শুভাশিস চক্রবর্তী, স্বর্ণকমল সাহা, চৈতালি চট্টোপাধ্যায়, অরূপ চক্রবর্তী, কুমার সাহা, সন্দীপ বক্সি, কৃষ্ণপ্রতাপ সিং, নজরুল মণ্ডল, রাজনারায়ণ ঘোষ-সহ আরও অনেকে।

শুক্রবার মধ্যরাতে ফের বড় বিপর্যয়ের মুখে উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলা। মধ্যরাতে মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে থারালি এলাকায় হড়পা বানে ব্যাপক ধ্বংসলীলা চলে। ঘটনার পর কয়েকজনের নিখোঁজ হওয়ার খবর মিলেছে। পাহাড়ের গা বেয়ে বড় বড় পাথর ও কাদামাটি নেমে এসে অবরুদ্ধ করে দেয় একাধিক গ্রামকে। স্থানীয় মহকুমা শাসকের বাংলোর একাংশ ও গাড়ি কাদামাটিতে চাপা পড়ে যায়। গোটা এলাকার একের পর এক ছোট-বড় গাড়ি একইভাবে কাদামাটিতে চাপা পড়ে। রাত থেকেই সেনাবাহিনী ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী উদ্ধারকাজ শুরু করেছে। এই নিয়ে চামোলিতে সম্প্রতি বেশ কয়েকবার হড়পা বান আসার ঘটনা ঘটল।

সশস্ত্র হামলা (প্রথম পাতার পর) সুষমার শাশুড়ি সান্ত্বনা রায় জানান, শ্যামল কর্মকার নামে এক বিজেপি নেতার নেতৃত্বে দুষ্কৃতীরা তাঁর বউমাকে জয় শ্রীরাম বলার জন্য জোরাজুরি করতে থাকে। তিনি রাজি না হলে ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাঁর ওপর হামলা করে। টিএমসি ব্লক প্রেসিডেন্ট ফিরোজ শেখ এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে অপরাধীদের কঠোর শাস্তি দাবি করেছেন। মোথাবাড়ি পুলিশ দোষীদের খোঁজ করছে।

চাকরি হারিয়েছেন লক্ষাধিক

(প্রথম পাতার পর)

৮.১২ লক্ষ। এই অঙ্কই বলছে কেন্দ্রীয় সংস্থায় কাজ হারিয়েছেন লক্ষাধিক মানুষ। এই কাজ হারানোর ধারা পাঁচ বছর ধরেই জারি ছিল। ২০২০-'২১ সালে হয় ৮.৬ লক্ষ। ২০২১-'২২ সালে তা দাঁড়ায় ৮.৩৯ লক্ষ। এই সময়ের মধ্যে তফসিলি জাতি ও জনজাতি কর্মীদের সংখ্যাও হ্রাস পায়। তবে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির বা ওবিসি কর্মচারীর সংখ্যা সামান্য বাড়ে। এদিকে পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভের মাসিক রিপোর্ট বলছে, গত ১৫ বছরে দেশের বেকারত্বের হার ছিল ৫ শতাংশের বেশি। আর গড় বার্ষিক বেকারত্বের হার সবচেয়ে কম ৩.২ শতাংশ ছিল গত ২০২২-'২৩ সালে।

উল্লেখ্য, মোদির আমলে রেল থেকে বিমান, কয়লা থেকে এলআইসি— বিকেন্দ্রীকরণের পথে হেঁটেছে কেন্দ্র। এমনকী সৈনিক স্কুলও বেসরকারীকরণ হয়েছে। পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ বা পিপিপি মডেলে দেশে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু সৈনিক স্কুল তৈরি হয়েছে। সার্বিকভাবে প্রায় সব ক্ষেত্রেই কমবেশি বেসরকারীকরণ হয়েছে। তার ফলস্বরূপ কোপ পড়েছে কর্মীদের উপর।

সেরা কলকাতার গণশৌচালয়

(প্রথম পাতার পর)

মহিলাদের ১৭টি। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পরিদর্শকরা কয়েক মাস আগে এসে পরিদর্শন করে যান। তারপরেই সার্টিফিকেট পাঠানো হয়েছে। সেই সার্টিফিকেটে বলা হয়েছে, এই তিনটি শহরের কোথাও কেউ খোলা জায়গায় শৌচকর্ম করে না এবং শৌচালয়গুলি স্বাস্থ্যকর। কলকাতার পাঁচটি মেডিক্যাল কলেজে পুরসভা গণশৌচালয় তৈরির সিদ্ধান্ত। এছাড়াও ইএম বাইপাস থেকে কামালগাজি পর্যন্ত রাস্তায় নতুন ৯টি শৌচালয় হবে। বাড়ছে মহিলাদের শৌচালয়ও।

দেশ বিদেশ

24 August, 2025 • Sunday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হাসিনার প্রতি সমর্থন রুখতে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার এক কঠোর সতর্কবার্তা জারি করেছে। যদি কোনও সংবাদমাধ্যম প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্য প্রচার করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে ইউনুস সরকার

আগ বাড়িয়ে ট্রাম্পের ঘোষণায় জল ঢেলে দিল ক্রেমলিন?

পুতিন-জেলেনস্কি বৈঠক নিয়ে দাবি ও পাল্টা দাবি

সের্গেই লাভরভ

“২০২২ সালে জেলেনস্কি একটি ডিক্রি জারি করে মস্কো-কিভ শীর্ষবৈঠক নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এখনও সেই ডিক্রি তিনি প্রত্যাহার করেননি। তাহলে কীভাবে বৈঠক হবে? আলোচনার কাঠামো ও শর্ত নির্দিষ্ট না করে যুদ্ধবিরতি নিয়ে কোনও বৈঠক সম্ভব নয়।

ভলোদিমির জেলেনস্কি

“ইউক্রেনের ভূখণ্ড রাশিয়ার হাতে তুলে দিয়ে যুদ্ধবিরতি হতে পারে না। রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনা যদি হয় তবে তা ভূখণ্ডের বদল নিয়েই হবে। ক্রিমিয়া ও ডনবাস অঞ্চল বেআইনিভাবে দখল করেছে রাশিয়া। এটি ইউক্রেনের সার্বভৌমত্বের উপর আঘাত।

ডোনাল্ড ট্রাম্প

“আমি জানি, আমি কী করছি। আমরা দেখব যে রাশিয়া আর ইউক্রেন বৈঠকে বসছে কি না। যদি ওরা বৈঠকে না বসে, তা হলে কেন বসছে না, সেটাও আমাকে দেখতে হবে। আমি আগেই ওদের বলে দিয়েছি আলোচনায় বসার জন্য। আমাকে কী করতে হবে, তা আমি দু’সপ্তাহের মধ্যেই ঠিক করব।

প্রতিবেদন: রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধবিরতি চুক্তি নিয়ে ট্রাম্পের হম্বিতম্বিকে বিশেষ পাত্তা দিচ্ছেন না রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। শান্তিচুক্তি করাতে ট্রাম্প তাড়াহুড়ো করলেও ক্রেমলিনের সর্বশেষ অবস্থানেই স্পষ্ট, মার্কিন চাপকে বাড়তি গুরুত্ব না দিয়ে নিজেদের শর্তেই যুদ্ধবিরতির পথে হাঁটতে চায় রাশিয়া। ক্রেমলিনের এই মনোভাব উঠে এসেছে রুশ বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভের মন্তব্যে। লাভরভ বলেছেন, নির্দিষ্ট রূপরেখা তৈরি না করে যুদ্ধবিরতি নিয়ে কোনও বৈঠক হওয়া সম্ভব নয়। আপাতত দুই রাষ্ট্রনেতার বৈঠকের কোনও পরিকল্পনা নেই বলেও জানিয়েছেন রুশ বিদেশমন্ত্রী। রুশ বিদেশমন্ত্রীর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়া দিয়েছে জেলেনস্কির দেশও। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের আগের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেছেন ইউক্রেনের উপবিদেশমন্ত্রী সের্গি কিসলিৎসকা। তিনি বলেন, আলোচনা যদি হয় তবে তা ভূখণ্ডের পরিবর্তন নিয়েই হবে। ইউক্রেনের ভূখণ্ডের বিনিময়ে শান্তিচুক্তি হতে পারে না। এই পরিস্থিতিতে ফের স্বভাবসিদ্ধভাবে হুমকির মেজাজে ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, বৈঠকে বসার জন্য পুতিনকে আরও দু’সপ্তাহের সময়সীমা বেঁধে দিলেন তিনি। এর মধ্যে বৈঠক না হলে রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা চাপানোর পথে হাঁটতে পারে আমেরিকা।

ভারতে সম্পদের কেন্দ্রীকরণ: অতি ধনী ১% ভোগ করছে দেশের ৬০% সম্পদ

প্রতিবেদন: এদেশে বাড়ছে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও সম্পদের কেন্দ্রীকরণ। মুষ্টিমেয় কিছু পরিবার দেশের সিংহভাগ সম্পদের নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠছে। এই আর্থ-সামাজিক বিভেদ সমাজে বিভাজন আরও বাড়াচ্ছে।

এক সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। গ্লোবাল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ফার্ম বার্নস্টাইনের প্রতিবেদন অনুসারে, দেশের মোট সম্পদের প্রায় ৬০ শতাংশই মাত্র ১ শতাংশ পরিবারের হাতে রয়েছে। এই কেন্দ্রীভূত সম্পদের কারণে ভারতে ধনীরা আরও ধনী হবে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রতিবেদনটিতে ‘অতি ধনী’ হিসাবে বিবেচিত পরিবারগুলির মধ্যে রয়েছে আল্ট্রা হাই নেট ওয়ার্থ ইন্ডিভিজুয়ালস, হাই নেট ওয়ার্থ ইন্ডিভিজুয়ালস, এবং অ্যাফ্লুয়েন্ট ক্লাস। যদিও এই পরিবারগুলি দেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ১ শতাংশ, কিন্তু তাদের নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে ভারতের মোট সম্পদের প্রায় ৬০ শতাংশ এবং আর্থিক সম্পদের ৭০ শতাংশ। বার্নস্টাইন-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতের মোট পারিবারিক সম্পদের মূল্য ১৯.৬ ট্রিলিয়ন ডলার, যার মধ্যে ১১.৬ ট্রিলিয়ন ডলার এই অতি ধনী গোষ্ঠীর হাতে রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৬০ শতাংশ সম্পদ এখনও রিয়েল এস্টেট এবং সোনার মতো অপ্রচলিত খাতে বিনিয়োগ করা আছে। বাকি ১১.৬ ট্রিলিয়ন ডলারের মধ্যে মাত্র ২.৭ ট্রিলিয়ন ডলার পরিষেবাযোগ্য আর্থিক সম্পদ যেমন ডাইরেক্ট ইকুইটি, মিউচুয়াল ফান্ড, ইন্স্যুরেন্স, এবং ব্যাঙ্ক বা সরকারি আমানত

বার্নস্টাইনের প্রতিবেদন

হিসেবে রয়েছে। এই ২.৭ ট্রিলিয়ন ডলারের পরিমাণকে সম্পদ ব্যবস্থাপকদের জন্য ‘সার্ভিসেবল অ্যাড্রেসেবল মার্কেট’ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এই অতি ধনীদের উত্থান পেশাদার সম্পদ ব্যবস্থাপকদের চাহিদা বাড়াচ্ছে। ক্রমবর্ধমান প্রত্যাশা এবং পণ্যের জটিলতার কারণে পেশাদার পরামর্শের প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে। বার্নস্টাইন-এর অনুমান অনুযায়ী, আগামী দশকে বিশেষায়িত সম্পদ ব্যবস্থাপকদের তত্ত্বাবধানে থাকা সম্পদের পরিমাণ ৩০০ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ১.৬ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে, যা ১৮ শতাংশের বেশি চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়।

আমেরিকায় চিঠি ও পার্সেল পাঠাতে বিধিনিষেধ লাগু করল কেন্দ্রীয় ডাক বিভাগ

প্রতিবেদন: ভারত-মার্কিন শুল্কযুদ্ধের জেরে এবার মার্কিন মুলুকে চিঠি বা পার্সেল পাঠানোর প্রক্রিয়ায় রাশ টানার কথা জানাল কেন্দ্র। চলতি মাসের শেষ থেকেই আমেরিকায় কোনও চিঠি বা পার্সেল পাঠানোর ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে বলে জানিয়েছে ভারতীয় ডাক বিভাগ। আপাতত আমেরিকায় কোনও চিঠি বা পার্সেল পাঠানো যাবে না। চলতি মাসের শেষ থেকে কার্যকর হবে নতুন নিয়ম। তবে কিছু ক্ষেত্রে ছাড় প্রযোজ্য হবে।

ভারত-মার্কিন শুল্কযুদ্ধ

চলতি মাসের শেষদিকে ভারতের জন্য কার্যকর হবে নতুন মার্কিন শুল্কনীতি। ইতিমধ্যে তা ঘোষণা করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই আবহে এবার পালটা চাপ তৈরি করে ভারতও আমেরিকার সঙ্গে ডাক যোগাযোগ সীমিত করার সিদ্ধান্ত নিল। সংবাদ সংস্থা ‘রয়টার্স’-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, শুধু ভারত নয়, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, বেলজিয়ামের মতো দেশগুলিও আমেরিকায় ডাক পরিষেবা স্থগিত করেছে।

গত ৩০ জুলাই মার্কিন প্রশাসন একটি নির্দেশিকা জারি করে জানায়, শুল্কমুক্ত পরিষেবা স্থগিত করা হচ্ছে। এতদিন ৮০০ মার্কিন ডলার মূল্য পর্যন্ত কোনও সামগ্রী আমেরিকার বাইরে পাঠানোর ক্ষেত্রে কোনও শুল্ক গুনতে হত না। তবে এবার সেই নিয়ম পাল্টে যাচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় ডাক বিভাগও পরিষেবা সাময়িক স্থগিতের কথা জানাল। ডাক বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ২৯ অগাস্ট থেকে আমেরিকায় পাঠানো সমস্ত ডাক পণ্যে তাদের মূল্যের ভিত্তিতে শুল্ক চাপানো হবে।

ভারত ও পাকিস্তানের কূটনৈতিক সম্পর্কে টানাপোড়েনের জের এবার ক্রীড়াক্ষেত্রেও

প্রতিবেদন: পহেলগাঁও কাণ্ড ও অপারেশন সিঁদুরের পরবর্তী সময়ে দুই প্রতিবেশীর কূটনৈতিক সম্পর্কে তীব্র টানাপোড়েনের ছায়া এবার ক্রীড়াক্ষেত্রেও। ভারতের ক্রীড়ামন্ত্রকের একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে যে ভারত ও পাকিস্তান কোনও দ্বিপাক্ষিক ক্রীড়া ইভেন্টে অংশ নেবে না। তবে ভারতীয় ক্রিকেট দলকে আসন্ন বহুজাতিক এশিয়া কাপে খেলার অনুমতি দেওয়া হবে। এশিয়া কাপে ১৪ এবং ২১ সেপ্টেম্বর দুবাইতে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা এবং ২৯ সেপ্টেম্বর ফাইনাল ম্যাচটি হবে। আগামী বছরের টি-২০ বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে এই টুর্নামেন্টটি টি-২০ আন্তর্জাতিক ফরম্যাটে খেলা হবে। ভারত সরকার পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক ক্রীড়া ইভেন্টে না জড়ানোর একটি ধারাবাহিক নীতি বজায় রেখেছে। এর ফলস্বরূপ, ভারতীয় দলগুলি পাকিস্তানে সফরে যায় না এবং পাকিস্তান দলকেও কোনও দ্বিপাক্ষিক সিরিজের জন্য ভারতে আতিথেয়তা জানানো হয় না। এই নীতিটি বৃহত্তর কূটনৈতিক এবং নিরাপত্তার কারণে নেওয়া হয়েছে বলে স্পষ্ট করেছে কেন্দ্র। তবে এই নিষেধাজ্ঞা বহুপাক্ষিক টুর্নামেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমন এশিয়া কাপ বা আইসিসি ইভেন্ট, যেখানে উভয় দেশ আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রক সংস্থার অধীনে অংশ নেয়। এই টুর্নামেন্টগুলি নিরপেক্ষ বা

দ্বিপাক্ষিক নয়, বহুপাক্ষিক টুর্নামেন্টে অংশ নেবে ভারত

তৃতীয় পক্ষের আয়োজিত স্থানে অনুষ্ঠিত হয়, যা সরাসরি দ্বিপাক্ষিক ব্যবস্থা এড়িয়ে চলে। এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার জন্য একটি রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ পরিবেশ বজায় রাখা হয়। সরকারি সূত্রের বক্তব্য, আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ইভেন্টগুলির প্রতি ভারতের নতুন নীতির ফলশ্রুতি এই পদ্ধতি। পাকিস্তানের সঙ্গে জড়িত ক্রীড়া ইভেন্টগুলির প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি সেই দেশের সঙ্গে ভারতের সামগ্রিক নীতির প্রতিফলন। দ্বিপাক্ষিক ক্রীড়া ইভেন্টগুলির বিষয়ে নীতি নেওয়া হয়েছে যে, ভারতীয় দলগুলি পাকিস্তানে কোনও প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে না, এবং পাকিস্তানি দলগুলিকেও ভারতে খেলার অনুমতি দেওয়া হবে না। তবে ক্রীড়াক্ষেত্রের সার্বিক উন্নতির বিবেচনায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, আন্তর্জাতিক এবং বহুপাক্ষিক ইভেন্টগুলির ক্ষেত্রে (সেগুলি ভারতে হোক বা বিদেশে) ভারত আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থাগুলির অনুশীলন এবং তার নিজের ক্রীড়াবিদদের স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়। বলা হয়েছে, ভারত আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ইভেন্ট আয়োজনের জন্য একটি বিশ্বাসযোগ্য স্থান হিসাবে উঠে আসছে। এর পাশাপাশি ক্রীড়াবিদ, দলের কর্মকর্তা, প্রযুক্তিগত কর্মী এবং আন্তর্জাতিক ক্রীড়া পরিচালনাকারী সংস্থাগুলির পদাধিকারীদের জন্য ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করার কথাও বলা হয়েছে। আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী, এই সংস্থাগুলির পদাধিকারীদের জন্য সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের মেয়াদের জন্য মাল্টি-এন্ট্রি ভিসা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রদান করা হবে। এর ফলে ভারতে তাদের আসা-যাওয়া সহজ হবে।

প্রয়াত হয়েছেন কবি তীর্থঙ্কর মৈত্র। থাকতেন বনগাঁয়। বিনয় মজুমদারের স্নেহধন্য এই কবির কয়েকটি কবিতার বই পাঠকমহলে সমাদৃত হয়েছে

রবীন্দ্রনাথ ও ধ্রুপদি বাংলা

রবীন্দ্রনাথের উপর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের পত্রিকা ‘শিক্ষাদর্পণ’। বেশকিছু মূল্যবান প্রবন্ধে সমৃদ্ধ। ধ্রুপদি বাংলা বিষয়েও আছে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা। আলোকপাত করলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

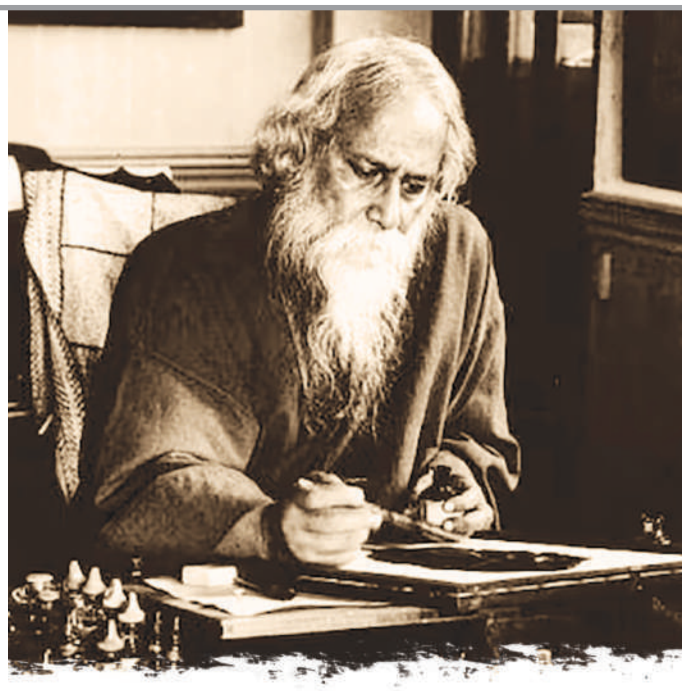

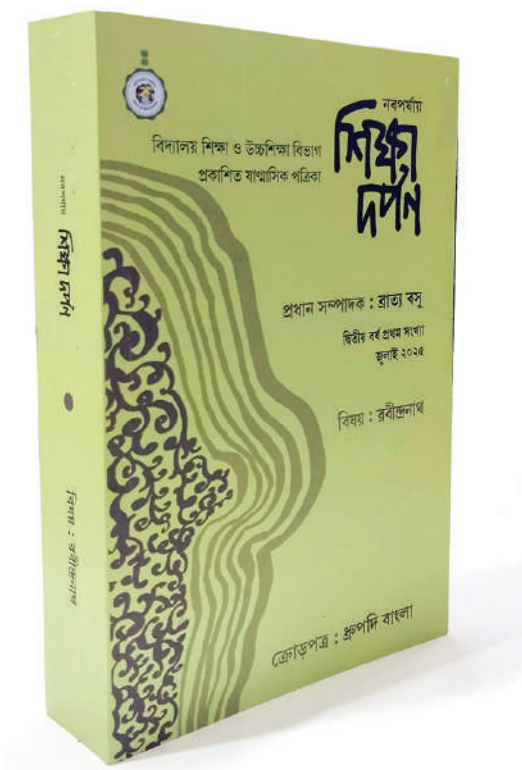

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ থেকে জুলাই ২০২৫-এ প্রকাশিত হয়েছে ‘শিক্ষাদর্পণ’ পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা। এবারের বিষয় : রবীন্দ্রনাথ। প্রধান সম্পাদক রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তিনি লিখেছেন, ‘বাঙালি ও বাংলার পরিচয়ের সঙ্গে যাঁর নাম অমোঘ আলোর মতো জড়িয়ে আছে, সেই রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই এ সংখ্যার বিষয় ভাবনা। রবীন্দ্রনাথের ভাবনার বলয়ে একদিন যাঁদের যাতায়াত ছিল অনায়াস, তাঁদের কিছু দান সমৃদ্ধ করেছে এ সংখ্যার নান্দীমুখ। তাঁর জীবনের বিচিত্র পথে হেঁটেছেন আজকের লেখক ও গবেষকরা।’

এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের উপর বেশকিছু মূল্যবান রচনা। নলিনীকান্ত গুপ্ত-র প্রবন্ধের শিরোনাম ‘রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা’। তিনি লিখেছেন, ‘আধুনিকতার অবতরণিকা রবীন্দ্রনাথের পূর্বেই শুরু হইয়াছে। কিন্তু তাহার যে প্রবাহ, যে বন্যা বাঙালীর মনপ্রাণকে চারিদিক হইতে ডুবাইয়া দিয়া গিয়াছে, তাহা আসিয়াছে রবীন্দ্রনাথ হইতে।’ কোন সময় থেকে জাগ্রত হয়েছে বাঙালির আধুনিকতা? লেখকের মতে, ‘ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত, দীনবন্ধু পর্যন্তও বাঙালীর চিত্ত একান্ত বা মুখ্যত ছিল বাঙালীর-ই; তাহার কল্পনা, তাহার অনুভব, তাহার চেতনা, তাহার সঙ্কীর্ণতর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। বঙ্কিম-মধুসূদন সেই বৈশিষ্ট্যের, সেই সঙ্কীর্ণতার, সেই বাঙালিত্বের প্রাদেশিকতার দখল ভাঙিয়া দিলেন— তাহার মধ্যে আনিয়া মিশাইলেন দেশান্তরের কল্পনা, চেতনা, রীতিনীতি।’ তারপর বললেন, ‘রবীন্দ্রনাথ এই কাজটাই করিয়াছেন, কিন্তু আরও সূক্ষ্মতর, আরও গভীরতর, আরও ব্যাপকভাবে।’

শঙ্খ ঘোষের প্রবন্ধ ‘ধ্বনি-প্রতিধ্বনি’। তিনি রবীন্দ্রনাথের নানা কবিতায়, নানা গানে নাটকীয়তার ছবি দেখেছেন। জীবনে বহুবার মৃত্যুশোকে জর্জরিত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। চোখের সামনে দেখেছেন দৌহিত্র নীতীন্দ্রের অকালমৃত্যু। কেঁদেছিল তাঁর কলম। জন্ম নিয়েছিল একটি কবিতা। সেটা উদ্ধৃত করে শঙ্খ ঘোষ লিখেছেন, ‘অতীত-ভবিষ্যতের এক নীরন্ধ্র অন্ধকারের সামনে দাঁড়ানো এক মায়ের দুর্ভাগ্য দেখে বিশ্বকে নিরর্থক আর বিশৃঙ্খল বলেই ভাবলেন রবীন্দ্রনাথ, আজন্মলালিত তাঁর সমস্ত অস্তিবিশ্বাসের ভিত্তি শিথিল হয়ে যাচ্ছে সেই মুহূর্তে, এই রকমই তখন ভাবতে ইচ্ছা করে।’ আরও কিছু কবিতার উপর গভীরভাবে আলোচনা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। সূচনা পর্বের কবিতা যেমন আছে, তেমনই আছে পরিণত বয়সের কবিতা। প্রবন্ধটি এই সংখ্যার সম্পদ।

বিষ্ণু বসুর প্রবন্ধের শিরোনাম ‘সহজ পাঠ’। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে প্রকাশিত হয় ‘সহজ পাঠ’-এর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন সত্তর। কেন লেখা হয়েছিল এই শিশুপাঠ্য বই? শান্তিনিকেতনে পাঠরত বালকদের জন্য? কারণ অন্বেষণ করা হয়েছে। প্রাবন্ধিকের মতে, ‘সহজ পাঠ-এ প্রতিফলিত জীবনধারা জটিল নয়, সহজ। তবে সহজ হলেও গভীর। কিংবা সহজ বলেই গভীর।’

অভীক মজুমদার ‘মুক্তির সহজ পাঠ’ প্রবন্ধে লিখেছেন রবীন্দ্রনাথের ডাক পেয়ে নন্দলাল বসু কীভাবে সহজ পাঠের ছবিগুলোর মাধ্যমে ধাপে ধাপে এক বিশুদ্ধ বিমূর্ততার সন্ধান করেছেন এবং বিমূর্ত শিল্পের নানা রসদ বই দুটিতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। প্রাবন্ধিকের এও মনে হয়েছে, একদিকে কল্পলোকের উন্মোচন ঘটান রবীন্দ্রনাথ, অন্যদিকে সাদা-কালো তরঙ্গে কল্পনার উদ্‌ঘাটন ঘটিয়ে চলেন শিল্পী নন্দলাল।

রবীন্দ্রনাথ নোবেল পাওয়ার পর থেকেই চিনা ভাষায় অনূদিত হতে শুরু করেন। অনেক কবিলেখক, অনেক ম্যাগাজিন, অনেক লিটল ম্যাগাজিনে তাঁর কবিতার অনুবাদ ছাপা হতে থাকে। জানা যায় সুবোধ সরকারের ‘চিনে রবীন্দ্রনাথকে হেনস্থা করেছিল কমিউনিস্ট পার্টি’ লেখাটি থেকে।

সুগত বসুর ‘কূল থেকে মোর গানের তরী’, জহর সেন মজুমদারের ‘রবীন্দ্রনাথ ও মানবপ্রকাশের বাঁশি’, অভিরূপ সরকারের ‘রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা ও তার প্রাসঙ্গিকতা’, সুমন গুণের ‘রবীন্দ্রনাথের কবিতা : নিসর্গের মন্দ্র অনুবাদ’, শিবাজীপ্রতিম বসুর ‘রবীন্দ্রনাথের সভ্যতার সংকট : আশা, আশাভঙ্গ ও নতুন স্বপ্নের এক মনন পরিক্রমা’, উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের ‘রবিঠাকুর : মঞ্চদর্শন ও অভিনয় দর্শন’, সুমন মুখোপাধ্যায়ের ‘রবীন্দ্রনাথ : নাটকে ও চলচ্চিত্রে’ দেবেশ চট্টোপাধ্যায়ের ‘নাট্যশাস্ত্র-এর উপাদান ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’, ঋতম মুখোপাধ্যায়ের ‘চিত্রকল্পের রবীন্দ্রনাথ : রৌদ্রছায়া যায় খেলে’, ভাস্কর লেটের ‘লেখক বনাম সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’ প্রভৃতি লেখাগুলো সংখ্যাটিকে সমৃদ্ধ করেছে।

এই সংখ্যার ক্রোড়পত্র ‘ধ্রুপদি বাংলা’। কেন এই বিষয় নির্বাচন? প্রধান সম্পাদক তাঁর প্রতিবেদনে জানিয়েছেন, ‘দু-হাজার চব্বিশের অক্টোবরে বাংলা ভাষা ধ্রুপদি ভাষার মর্যাদা পেয়েছে। উত্তর-ঔপনিবেশিক বা উপনিবেশ-বিরোধী গবেষণার আশ্চর্য আলো যখন এসে পড়ল বাংলা ভাষা বা বাঙালির সংস্কৃতির প্রাচীন অবয়বে, মাটি খুঁড়ে আবিষ্কৃত নথির প্রামাণ্য তথ্যের ভিত্তিতে বাঙালি জাতি ও তার অস্তিত্বকে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হল। বাঙালির জীবনচর্যা— তার সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকগুলি গবেষকরা নিষ্কাষণ করেছেন বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে।’

ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত হয়েছে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ রচনা। লিখেছেন সৌগত রায়, উদয়নারায়ণ সিংহ, ভবেশ দাশ, স্বাতী গুহ, অমিতাভ দাস, রজত সান্যাল, সোমনাথ চক্রবর্তী, সায়ক বসু। সবমিলিয়ে ৫৯৬ পৃষ্ঠার অনবদ্য একটি সংখ্যা। সংগ্রহে রাখার মতো। নামাঙ্কনে কৃষ্ণেন্দু চাকী। প্রচ্ছদশিল্পী সৌরীশ মিত্র। দাম ৪০০ টাকা।

দক্ষিণের বারান্দা

» ‘যখন তোমার আঙুলে আমার কনিষ্ঠা জড়াবে,/ আমার চিবুকে মুখ গুঁজে যখন তুমি আমারই ঘ্রাণ চাইবে/ কথা দাও তখন তুমি আমায় আকাশ ভরা প্রেম উপহার দেবে’ ছন্দোবদ্ধ তিনটি লাইন পড়লে মনে হবে বুঝি প্রেমের কবিতা! আসলে আদ্যন্ত প্রতিবাদী এই বড় কবিতাটি নিরলস ছন্দে লিখেছেন ইপ্সিতা দেব। ‘দক্ষিণের বারান্দা’ কবির প্রথম কবিতার বই হলেও তারিফ পেয়েছেন পাঠকের। মনস্তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে কবির গবেষণা ফলে কবিতায় মানুষের মনের জটিল দিক তিনি নির্মাণের চেষ্টা করেছেন তাঁর কাব্যে। অংশু চৌধুরীর সুন্দর প্রচ্ছদ মন কাড়ে। ৬০ টাকায় কবিতাপিপাসুরা শীতালং পাবলিকেশনের কাব্যগ্রন্থটি সংগ্রহ করতে পারেন।

ডেবরা কৌমুদী

» গবেষক বাণেশ্বর চক্রবর্তী ধারাবাহিক মুসলমানচর্চায় রত। এবার ‘ডেবরা কৌমুদী’তে তাঁর উল্লেখযোগ্য গবেষণাপত্র ‘করোনা উত্তরকালে আমার ডেবরার মুসলমানচর্চা’। এ ছাড়া আরও ১৩টি প্রবন্ধে ধরা হয়েছে লোকসংস্কৃতির স্ট্রাকচার... প্রাচীন দণ্ডভুক্তি তথা মোগলমারির করিডর হিসাবে ডেবরা, ডুঁয়া রেলস্টেশন, লোয়াদা ১ কুয়াশাচ্ছন্ন জনপদের মতো বিষয়গুলি কৌতূহল জাগায়। তিনটি সাক্ষাৎকারের মধ্যে ডাঃ অধরচন্দ্র মণ্ডলের সাক্ষাৎকারে নানান অজানা দিক উঠে এসেছে। নারায়ণ রুইদাসের সম্পাদনায় পত্রিকাটি আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চায় উল্লেখযোগ্য কাজ করে চলেছে। ৯৬ পৃষ্ঠার এবারের সংখ্যাটি ১০০ টাকায় সংগ্রহ করা যাবে।

সব ছোঁয়া স্পর্শ হয় না

» বই পড়া ও গান শোনা ছোটবেলা থেকেই অভ্যাসে পরিণত করেছেন পম্পা মণ্ডল। আর সঙ্গে ছিল কবিতার বুনন। কাব্য রচনায় পরিণত হয়ে প্রথম বই প্রকাশিত হল ‘সব ছোঁয়া স্পর্শ হয় না’। ‘আমি হতে চাইলাম শান্ত দিঘি, শালুক পদ্মের ঘর/তুমি স্রোতস্বিনী হয়ে উঠলে’ কিংবা ‘আপনভোলা শিল্পী ভাসায় স্বরলিপি-ভেলা/ মেঘের কোলে রৌদ্রচ্ছটায় পদ্য করে খেলা’। এইরকম ছন্দোবদ্ধ তিন ডজন কবিতায় কবি ভরিয়েছেন তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থটি। যেখানে প্রকৃতি প্রেম ভালবাসা হাত ধরাধরি করে হেঁটেছে পরস্পরের সঙ্গে। বিষ্ণু সামন্তের অলংকরণে পরিচ্ছন্ন মুদ্রণে বইটি প্রকাশ করেছে ‘কবিতিকা’। ২০০ টাকার বিনিময়ে বইটি সংগ্রহ করা যাবে।

মাঠে ময়দানে
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
24 August, 2025 • Sunday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

রোহিত শর্মা এবং কে এল রাহুলের পর এবার মুম্বইয়ে অভিষেক নায়ারের ক্যাম্পে রিঙ্কু সিংও

বিরাট ফিট, রোহিতও ভাল খেলছে

দুই মহাতারকার অবসর জল্পনা ওড়াল বিসিসিআই

মুম্বই, ২৩ অগাস্ট : বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার অবসর জল্পনা নিয়ে নীরবতা ভাঙল বিসিসিআই। অস্ট্রেলিয়া সফরে এই দুজন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানাতে পারেন বলে শোনা যাচ্ছিল। যা উড়িয়ে বিসিসিআই সহ-সভাপতি রাজীব শুক্লা বলেছেন, তাঁরা কাউকে অবসর নিতে বলেন না। অবসরের ব্যাপারটা ক্রিকেটারদের হাতে। বিসিসিআই তাকে সম্মান জানায়।

২০২৪-এ টি ২০ থেকে অবসর নেওয়ার পর বিরাট ও রোহিত ২০২৫-এ ইংল্যান্ড সিরিজে আগে টেস্ট ক্রিকেট থেকেও অবসর নিয়েছেন। এখন তাঁরা শুধু একদিনের ক্রিকেট খেলেন। অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়ায় তিনটি একদিনের ম্যাচ খেলবে ভারত। দুজনেই তাতে অংশ নেবেন। আর সেটা ঘিরেই জল্পনা। তাহলে দুই মহাতারকা কি বিদেশের মাঠেই বুটজোড়া তুলে রাখবেন?

লর্ডসে প্রস্তুতি সারলেন বিরাট। (ডানদিকে) প্রস্তুতি রোহিতেরও, মুম্বইয়ে।

কিন্তু বিসিসিআই-সহ সভাপতি সেই জল্পনা উড়িয়ে বলেছেন, ওরা অবসর নেয়নি। বিরাট ও রোহিত দুজনেই একদিনের ক্রিকেট খেলছে। ওরা যেহেতু অবসর নেয়নি তাই এই জল্পনা কেন সেটাই বুঝতে পারছি না। দুটো ফর্ম্যাট থেকে ওরা অবসর নিয়েছিল। কিন্তু সেই অধ্যায় পিছনে চলে গিয়েছে। ওরা এখনও একদিনের ম্যাচে আছে। তাই এটা নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। বিসিসিআইয়ের পলিসি পরিষ্কার। আমরা কাউকে অবসর নিতে বলি না। এটা ওদের সিদ্ধান্ত। আমরা সেই সিদ্ধান্তকে সম্মান করি।

এরপর বিসিসিআই সহ-সভাপতি আরও বলেন, আমরা এই বিষয়ের মধ্যে তখনই ঢুকি যখন এটা আমাদের সামনে আসে। কিন্তু লোকেরা দেখছি ওদের অবসরের ব্যবস্থা করেই ফেলেছে! বিরাট এখনও দারুণ ফিট। আর রোহিত যথেষ্ট ভাল খেলছে। তাহলে ওদের ফেয়ারওয়েল নিয়ে এত মাথা ঘামানো কেন?

জ্বর, দলীপে অনিশ্চিত গিল

চণ্ডীগড়, ২৩ অগাস্ট : জ্বরে আক্রান্ত শুভমন গিল। আসন্ন দলীপ ট্রফি থেকে কার্যত ছিটকে গিয়েছেন তিনি। ২৯ অগাস্ট থেকে শুরু হবে দলীপ। শুভমন ছিলেন উত্তরাঞ্চলের অধিনায়ক। তিনি নিজে দলীপ খেলতে চাইছেন। যদিও বোর্ড সূত্রের খবর, আসন্ন এশিয়া কাপের কথা মাথায় রেখে শুভমনকে বিশ্রামের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, ৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে দলীপ ট্রফি। শুভমন আবার ভারতীয় দলের সহ-অধিনায়ক। জানা গিয়েছে, এই মুহূর্তে চণ্ডীগড়ে নিজের বাড়িতেই রয়েছেন শুভমন। বিসিসিআই চাইছে না, এশিয়া কাপের আগে শুভমনকে নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে। কোচ গৌতম গম্ভীরও এশিয়া কাপে শুভমনকে পুরোপুরি ফিট অবস্থায় পেতে চাইছেন। এশিয়া কাপে ভারতের প্রথম ম্যাচ ১০ সেপ্টেম্বর। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে। ১৪ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় ম্যাচ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। ১৯ সেপ্টেম্বর গ্রুপে ভারত নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলবে ওমানের বিরুদ্ধে। ৪ সেপ্টেম্বর সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল আমিরশাহিতে পৌঁছে যাবে। বোর্ড আশাবাদী, দলীপে বিশ্রাম নিলে, এশিয়া কাপের আগেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন শুভমন। তাই তাঁকে দলীপে না খেলাপ বার্তা দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে উত্তরাঞ্চলকে শুভমনকে ছাড়াই মাঠে নামতে হবে।

ভেবেছিলাম অধিনায়ক করবে : হাডিন

শ্রেয়স-ইস্যুতে তোপ এবার মঞ্জরেকরের

মুম্বই, ২৩ অগাস্ট : এশিয়া কাপে শ্রেয়স আইয়ারের বাদ পড়া নিয়ে সোরগোল অব্যহত। সঞ্জয় মঞ্জরেকর নির্বাচক কমিটির কাজকর্ম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। পাঞ্জাব কিংসের সহকারী কোচ ব্র্যাড হাডিন আবার বলেছেন, এটা খুব অবাক করার মতো ঘটনা। আমি তো ভেবেছিলাম শ্রেয়স অধিনায়ক হবে।

মঞ্জরেকর দল নির্বাচন প্রক্রিয়াকেই তুলোধোনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি অনেকদিন ধরে একটা ব্যাপার দেখছি। কেউ এক ফর্ম্যাটে ভাল করলে তাকে আরেকটি ফর্ম্যাটে নেওয়া হয়। কিন্তু কেউ টেস্টে ভাল করলে তাকে টি ২০ দলে নেওয়ার মধ্যে কোনও ক্রিকেটীয় লজিক নেই। আমি এর মানে খুঁজে পাচ্ছি না। মঞ্জরেকরের এই মন্তব্য যে শুভমন গিলকে উদ্দেশ্য করে সেটা স্পষ্ট। ইংল্যান্ডে টেস্ট সিরিজে ৭৫৪ রান করার পুরস্কার হিসাবে শুভমন এশিয়া কাপে সহ-অধিনায়ক হয়েছেন। অথচ গত আইপিএলে অসাধারণ খেলার পরও ব্রাত্য থেকে গিয়েছেন শ্রেয়স! মঞ্জরেকর এরপর বলেছেন, শ্রেয়সের এই এশিয়া কাপ দলে না থাকা আমার কাছে শকিং। ওকে ঘরোয়া ক্রিকেটে না খেলার জন্য বাদ দেওয়া হয়েছিল। সেটা ঠিক আছে। এর প্রভাব শ্রেয়সের খেলার উপর পড়েছে। ফিরে এসে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছে। মনে হয়েছিল এত ভাল ব্যাট ও আগে করেনি। এরপর আইপিএলেও শ্রেয়স অসাধারণ খেলেছে। এই বাদ পড়া হল তারই পুরস্কার!

হাডিন আবার বলেছেন, দল নির্বাচনে হলটা কী? আমি বুঝতে পারছি না। প্রথমে ভেবেছিলাম ওর হয়তো চোট আছে। কিন্তু সেটা নয়। ফলে এটা আমার কাছে অবাক করার মতো ঘটনা। ও এই খেলাটায় এত কিছু এনেছে। আমি ভেবেছিলাম শ্রেয়সকে অধিনায়ক করা হবে। এটা এক্সট্রাঅর্ডিনারি টিম সিলেকশন।

গ্রেগকে সামনে আসতে বারণ কর

সেঞ্চুরির পর দ্রাবিড়কে বলেছিলেন ক্ষুব্ধ শেহবাগ

মুম্বই, ২৩ অগাস্ট : গ্রেগ চ্যাপেলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যে মধুর ছিল না সেটা সবাই জানে। সম্প্রতি এটা নিয়ে মুখ খুলেছেন বীরেন্দ্র শেহবাগ। তিনি বলেছেন প্রাক্তন কোচের কথায় কীভাবে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। জবাবে গ্রেগকে কী বলেছিলেন সেটাও জানিয়েছেন প্রথম ভারতীয় হিসাবে টেস্টে তিনশো করা ওপেনার।

একটি পডকাস্ট-এ শেহবাগ জানান, গুরু গ্রেগ তাঁকে বলেছিলেন তুমি যদি তোমার পা ব্যাবহার না কর তাহলে রান করতে পারবে না। আর এটা এমন সময় যখন তিনি রানে ছিলেন না। শেহবাগ জানিয়েছেন গ্রেগের বলার ধরন ও কথার ভাষা তাঁর ভাল লাগেনি। তিনি তাই তাঁকে মনে করিয়ে দেন যে টেস্টে তাঁর ছ'হাজার রান হয়ে গিয়েছে। গড়ও পঞ্চাশের বেশি। গ্রেগ তারপরও বলেন, তাতে কিছু যায় আসে না।

ভারতীয় দলের কোচ হয়ে আসার পর গ্রেগ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে বাদ দিয়েছিলেন। শচীন তেন্ডুলকরকে ওপেন করতে বাধ্য করেন। চাপে ফেলে দিয়েছিলেন ভিভিএস লক্ষ্মণ ও হরভজন সিংকেও। এই একটা সময় ভারতীয় ড্রেসিংরুমে অস্থিরতার পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে শেহবাগের সঙ্গেও লেগে যায় গ্রেগের।

শেহবাগ-গ্রেগ বাকযুদ্ধের সময় মাঝখানে চলে এসেছিলেন রাহুল দ্রাবিড়। তিনি দু'জনকে সরিয়ে নিয়ে যান। পরদিন শেহবাগ যখন ব্যাট করতে নামছেন গ্রেগ আবার তাঁর উদ্দেশে বলেন, তোমাকে রান করে আসতে হবে। না হলে তোমাকে আমি বাদ দেব। জবাবে শেহবাগ তখন বলেছিলেন, তোমার যা ইচ্ছে করতে পার। তবে বীরু এই কথাগুলোকেই মোটিভেশন হিসাবে নিয়েছিলেন। সেই ইনিংসে ১৮৪ রান করেন। তার আগে লাঞ্চে তিনি ৯৯ নট আউট ছিলেন। তখনই দ্রাবিড়কে তিনি বলে দেন, তোমার কোচকে আমার সামনে আসতে দিও না।

অতঃপর চায়ের ঠিক আগে ১৮৪ রান করে আউট হয়ে যান শেহবাগ। যখন ড্রেসিংরুমে ফিরছেন দেখেন গ্রেগ এক কোণে দাঁড়িয়ে আছেন। ক্ষুব্ধ শেহবাগ তাঁকে বলেন, আমার পা নড়ল কিনা সেটা বিষয় নয়। আমি জানি কীভাবে রান করতে

হয়। মারকুটে ওপেনার হিসাবে ক্রিকেট দুনিয়ায় আলোড়ন ফেলে দিয়েছিলেন শেহবাগ। ১০৪ টেস্টে তিনি করেছেন ৮,৫৮৬ রান। গড় ৪৯.৩৪। সঙ্গে ২৩টি সেঞ্চুরি। এর মধ্যে দুটি ট্রিপল সেঞ্চুরি। ২০০৭-এ টি ২০ বিশ্বকাপ ও ২০১১-তে ৫০ ওভারের বিশ্বকাপে ভারতের যে দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল তার অন্যতম সদস্য ছিলেন শেহবাগ।

বিসিসিআই নির্বাচন পিছিয়ে যেতে পারে

মুম্বই, ২৩ অগাস্ট : আগামী সেপ্টেম্বরে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচন। কিন্তু তা মাস তিনেক পিছিয়ে যেতে পারে। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার চাইছে, নতুন ক্রীড়া আইন মেনেই হোক বিসিসিআইয়ের নির্বাচন। প্রসঙ্গত, ক্রীড়া বিল আইনে পরিণত হলেও নিয়ম এখনও চূড়ান্ত হয়নি। ক্রীড়ামন্ত্রক চাইছে, সেপ্টেম্বরের আগেই যদি নিয়ম চূড়ান্ত হয়ে যায়, তাহলে ক্রীড়া আইন অনুসারেই হোক বোর্ডের নির্বাচন। তা না হলে। লোধা আইন মেনে নির্বাচন হতে পারে। কিন্তু সমস্যা হল, সেক্ষেত্রে নতুন ক্রীড়া আইনের নিয়ম স্থির হয়ে যাওয়ার পর, ফের নির্বাচন করতে হবে। তাই সবদিক খতিয়ে দেখে নির্বাচন আরও তিন মাস পিছিয়ে দিতে চাইছেন বিসিসিআই কর্তারা। বোর্ডের সংবিধানেও নির্বাচন তিন মাস পিছিয়ে দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। জানা গিয়েছে, কীভাবে নির্বাচন হবে, সেটা স্থির করার জন্য ক্রীড়ামন্ত্রকের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন। ক্রীড়ামন্ত্রকের পরামর্শ মতোই এগোতে চান তাঁরা। এদিকে, বোর্ডের বর্তমান সভাপতি রজার বিনির বয়স এখন ৭০। লোধা আইন অনুযায়ী, বিনি আর দায়িত্বে থাকতে পারবেন না। তাঁকে সরে যেতে হবে। আবার নতুন ক্রীড়া আইন অনুযায়ী, বিনি ৭৫ বছর বয়স পর্যন্ত পদে থাকতে পারবেন। তাই নির্বাচন নিয়ে কিছুটা ধীরে চলো নীতি নিয়ে এগোতে চাইছে বিসিসিআই।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বার্গার, পিৎজা ও মিল্কশেক খেতে ভালবাসতেন। কিন্তু বোলিংয়ের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন জসপ্রীত বুমরা

মাঠে ময়দানে

শুটিংয়ে সোনা

■ **নয়াদিল্লি :** এশিয়ান শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে দেশের মুখ উজ্জ্বল করলেন দুই ভারতীয় শুটার অর্জুন বাবিটা ও এসাভেনিল ভ্যালারিভান। ১০ মিটার এয়ার রাইফেলের মিক্সড টিম ইভেন্টে সোনা জিতেছেন অর্জুন ও এসাভেনিল। খেতাব লড়াইয়ে চিনা শুটার জুটি ডিংকে লু এবং জিংলু পেনের মুখোমুখি হয়েছিলেন অর্জুন ও এসাভেনিল। ১৭-১১ পয়েন্টে ম্যাচ জিতে নেন অর্জুনরা। শুরুতে অবশ্য এগিয়ে ছিল চিনা জুটিই। কিন্তু অসাধারণ প্রত্যাবর্তনে ম্যাচ জিতে সোনা পকেটে পোরেন অর্জুন ও এসাভেনিল।

ছাঁটাই ম্যাসিওর

■ **মুম্বই :** ব্যাটিং কোচ অভিষেক নায়ার এবং স্ট্রেন্থ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ সোহম দেশাইয়ের পর এবার ছাঁটাই টিম ইন্ডিয়ার আরেক সাপোর্ট স্টাফ। দলের দীর্ঘদিনের ম্যাসিওর রাজীব কুমারকে সরিয়ে দিল বিসিসিআই। প্রায় ১৫ বছর ধরে ভারতীয় দলের ম্যাসিওর ছিলেন রাজীব। তাঁকে ছাঁটাইয়ের যুক্তি হিসাবে বলা হয়েছে, সাপোর্ট স্টাফরা দীর্ঘদিন ধরে দলের সঙ্গে যুক্ত থাকলে, তাঁদের কার্যকারিতা কমে যায়। নতুন করে দলকে কিছু দেওয়ার থাকে না।

টটেনহ্যামের কাছে হারল সিটি

কেনের হ্যাটট্রিক, আধ ডজন গোল বায়ার্নের

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৩ অগাস্ট : ম্যাঞ্চেস্টার সিটির দুঃসময় নতুন মরশুমেও কাটেনি। শনিবার তারা এতিহাদ স্টেডিয়ামে ০-২ গোলে হেরেছে টটেনহ্যামের কাছে। এই নিয়ে টানা তিনটি ম্যাচে টটেনহ্যামের কাছে পেপ গুয়ার্দিওয়ালার দল হারল। জেমস ট্র্যাফোর্ড এদিনই প্রথম গোলের নীচে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু এডারসনকে সরিয়ে ইংল্যান্ড গোলকিপার ক্লাবের হয়ে অভিষেক ম্যাচে দক্ষতা দেখাতে পারেননি। টটেনহ্যামের হয়ে দু'টি গোল করেছেন জোয়াও পালহিনহা ও ব্রেননান জনসন। এই গোলটি অবশ্য রেফারি প্রথম বাতিল করে দিয়েছিলেন। পরে ভার প্রযুক্তিতে গোলই রাখা হয়েছে।

এদিকে, মাত্র ১৪ মিনিটের ব্যবধানে তিন-তিনটে গোল করে হ্যাটট্রিক করলেন হ্যারি কেন! বায়ার্ন মিউনিখও বুন্দেশলিগার প্রথম ম্যাচে বড় জয় পেল। গতবারের চ্যাম্পিয়নরা ৬-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে প্রতিপক্ষ আরবি লাইপজিগকে। কেনের হ্যাটট্রিকের পাশাপাশি জোড়া গোল করেন মাইকেল ওলিসে। একটি গোল লুইস দিয়াজের।

একতরফা ম্যাচে ২৭ মিনিটেই ওলিসের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল বায়ার্ন। পাঁচ মিনিট পরেই দুরন্ত শটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন দিয়াজ। ৪২ মিনিটে ফের গোল করে বায়ার্নকে ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে দিয়েছিলেন ওলিসে। দ্বিতীয়ার্ধে কেন ম্যাজিক। ৬৪, ৭৪ ও ৭৭ মিনিটে পরপর তিনটে গোল করে ব্যক্তিগত হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন তিনি। দলের হাফ ডজন গোলে জয়ও নিশ্চিত করেন। ম্যাচের পর তৃপ্ত কেন বলেছেন, প্রথমার্ধে কোনও গোল করতে পারিনি। সতীর্থদের গোলে দল ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে ছিল। বিরতির সময় মনে হল, এবার স্কোরশিটে নিজের নামও তুলতে হবে। লিগের প্রথম ম্যাচেই হ্যাটট্রিক করে দারুণ খুশি। বায়ার্ন অধিনায়ক জোশুয়া কিমিখের বক্তব্য, লাইপজিগের মতো দলকে ৬-০ গোলে হারানো বড় কৃতিত্ব। এই জয় বিপক্ষ দলগুলোর জন্য কড়া বার্তা দিলাম আমরা।

এদিকে, ফরাসি লিগে টানা দ্বিতীয় জয়ের স্বাদ পেয়েছে পিএসজি। তারকা উইঙ্গার উসমান ডেম্বেলে পেনাল্টি মিস করলেও, ৫০ মিনিটে ফাবিয়ান রুইজের করা গোলে পিএসজি ১-০ ব্যবধানে হারিয়েছে অ্যাঙ্গার্সকে।

■ সিটির ঘরের মাঠে তাদের হারিয়ে উচ্ছ্বাস টটেনহ্যাম ফুটবলারদের। এতিহাদ স্টেডিয়ামে শনিবার।

ক্লান্তিকর সূচি নিয়ে তোপ জকোভিচের

নিউ ইয়র্ক, ২৩ অগাস্ট : এটিপি ট্যুরের ক্লান্তিকর সূচি নিয়ে ফের সোচ্চার নোভাক জকোভিচ। ইউএস ওপেনের আগে এই বিষয়ে তোপ দেগেছেন ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী সার্ব তারকা। গত বছর এটিপি ট্যুরের টানা সূচি নিয়ে মুখে খুলেছিলেন দুই টেনিস তারকা কার্লোস আলকারাজ এবং এরিনা সাবালেঙ্কা। কেরিয়ারের ২৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেতাব জেতার লক্ষ্যে ফ্ল্যাশিং মিডোয় পা রেখেছেন জকোভিচ। শেষবার তিনি ইউএস ওপেন চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন ২০২৩ সালে। সেটাই আপাতত তাঁর শেষ কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়। ইউএস ওপেনের সাংবাদিক সম্মেলনে জকোভিচ বলেছেন, ব্যাপারটা সত্যিই ক্লান্তিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মনে হচ্ছে যেন, বছরে ১২টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেলতে হচ্ছে। আলকারাজ ও সাবালেঙ্কা মুখ খুলেছে। কিন্তু বেশিরভাগ শীর্ষ টেনিস তারকা এটিপি ট্যুরের সূচি নিয়ে নিজেদের মুখ বন্ধ রেখেছে। আমি চাই, আরও বেশি খেলোয়াড় এই বিষয়ে প্রতিবাদ জানাক। তাহলেই এটিপির টনক নড়বে। জকোভিচ আরও বলেছেন, সত্যি কথা বলতে কী, দু'সপ্তাহের মাস্টার্স টুর্নামেন্ট খেলতে আমার একেবারেই ভাল লাগে না। মনে রাখতে হবে, গ্র্যান্ড স্ল্যামগুলোও দু'সপ্তাহ ধরে চলে। এরপর যদি মাস্টার্সও দু'সপ্তাহ ধরে খেলতে হয়, তাহলে ব্যাপারটা ক্লান্তিকর হয়ে দাঁড়ায়। যা আমি একেবারেই উপভোগ করি না। এদিকে, যাবতীয় সংশয় উড়িয়ে ইউএস ওপেনে খেলছেন বিশ্বের একনম্বর পুরুষ তারকা তথা গতবারের চ্যাম্পিয়ন জানিক সিনার। তিনি বলছেন, এখানে আসতে পেরে আমি দারুণ খুশি। গতবার এখানে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। শারীরিকভাবে এখনও ১০০ শতাংশ ফিট নই। তবে যে কোনও মূল্যে এই টুর্নামেন্টটা খেলতে চেয়েছিলাম। আশা করি, টানা দ্বিতীয়বার ট্রফিটা জিততে পারব।

মোহনবাগানে মেহতাব

পাঁচ বছরের চুক্তি

প্রতিবেদন : ভারতের অন্যতম সেরা ডিফেন্ডার মেহতাব সিংয়ের মোহনবাগানে আসার খবর শনিবারই প্রকাশিত হয়েছে জাগোবাংলায়। এদিনই সকালে কলকাতায় মেডিক্যাল টেস্টে উত্তীর্ণ হওয়ার পর ২৭ বছর বয়সি ফুটবলারের সঙ্গে পাঁচ বছরের চুক্তি সেরে ফেলে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। মুম্বই সিটি এফসি-র জার্সিতে দু'বার আইএসএল লিগ ও শিল্ড জয়ী মেহতাবের যোগদানে জোসে মোলিনার দলের রক্ষণের শক্তি অনেকটাই বাড়ল। মেহতাব স্টপার ছাড়াও খেলতে পারেন সাইড ব্যাকে। ফলে মোলিনার হাতে বিকল্প বাড়ল।

ইস্টবেঙ্গলের যুব দল থেকে উঠে এসে ভারতীয় ফুটবলে ইতিমধ্যেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন মেহতাব। শনিবার বিকেলে দলের সঙ্গে অনুশীলনে যোগ দেন। মোহনবাগানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে মেহতাব বললেন, মোহনবাগানে খেলার স্বপ্ন ভারতের সব ফুটবলারেরই থাকে। আমারও ছিল। সেই স্বপ্ন সফল হল। দলে ভাল মানের বিদেশি ও জাতীয় দলের বেশিরভাগ সেরা ফুটবলাররা খেলে। কোচও অত্যন্ত অভিজ্ঞ এবং সফল। মোহনবাগান ক্লাবের ম্যানেজমেন্ট খুবই ভাল। তাঁরা স্বপ্ন দেখতে জানে।

মেহতাব আরও বললেন, মুম্বই সিটি-র হয়ে আমি আইএসএল লিগ, শিল্ড দু'বার করে জিতেছি। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলেছি। সেই অভিজ্ঞতা এবার প্রথম দিন থেকেই কাজে লাগাব। সতীর্থদের সঙ্গেও সেই অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে চাই। টিমের সঙ্গে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করব। কলকাতায় খেলার উত্তেজনাই আলাদা। সবুজ-মেরুন জার্সিতে ডার্বি জিততে চাইব। আশা করি, আমার ট্রফি ক্যাবিনেটে আরও কিছু ট্রফি এবার জমা হবে। সবার আগে লক্ষ্য, ১৬ সেপ্টেম্বর এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে প্রথম ম্যাচ জেতা।

২০২৭ বিশ্বকাপে হবে ৫৪টি ম্যাচ

■ **জোহানেসবার্গ :** ২০২৭ ক্রিকেট বিশ্বকাপ হবে দক্ষিণ আফ্রিকা-সহ তিন দেশে। মোট ৫৪টি ম্যাচের মধ্যে ৪৪টি ম্যাচ হবে জোহানেসবার্গ, প্রিটোরিয়া, কেপটাউন, ডারবান, কেবেরহা, ব্লুমফন্টেইন, পার্ল ও ইস্ট লন্ডনে। বাকি দশটি ম্যাচ হবে জিম্বাবোয়ে ও নামিবিয়ায়। ফাইনাল হতে পারে জোহানেসবার্গের ওয়ান্ডারার্সে। ২৪ বছর পর আফ্রিকায় বিশ্বকাপ ফিরছে।

ঈশানের চার

■ **প্রতিবেদন :** বুচিবাবু ক্রিকেটে ঈশান পোরেলের দুর্দান্ত বোলিংয়ের সুবাদে বাংলা মুম্বইয়ের প্রথম ইনিংস শেষ করে দিল ২৬৬ রানে। চেন্নাইয়ে ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে বাংলার বোলাররা সুবিধাই করতে দেননি মুম্বইয়ের বাকি ব্যাটারদের। ঈশান পোরেল ৩৭ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন। ৬৯ রানে ২ উইকেট নেন মুকেশ কুমার। জবাবে বাংলা দিনের শেষে ১ উইকেটে ৫৭ রান তুলেছে। সৌরভ ২৪ ও আদিত্য ১৯ রানে অপরাজিত রয়েছেন।

নভেম্বরে ভারতে খেলবে আর্জেন্টিনা

বুয়েনোস আইরেস, ২৩ অগাস্ট : চলতি বছরের নভেম্বরে ভারতের মাটিতে একটি ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবে লিওনেল মেসিরা নেতৃত্বাধীন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। যা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে আর্জেন্টিনায় ফুটবল ফেডারেশন।

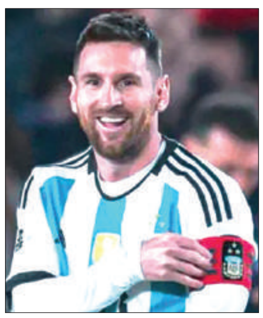

ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আগামী ৬ থেকে ১৪ অক্টোবর আমেরিকায় একটি ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবেন মেসিরা। যদিও ম্যাচের ভেনু এবং প্রতিপক্ষ এখনও নিশ্চিত হয়নি। এরপর ১০ থেকে ১৮ নভেম্বর অ্যাঙ্গোলার রাজধানী লুয়ান্ডা ও ভারত সফর করবে আর্জেন্টিনা জাতীয় দল। দু'টি ফিফা ফ্রেন্ডল ম্যাচও খেলবে। ভারতের মাটিতে ম্যাচটি হবে কেরলে। তবে এই দু'টি ম্যাচেরও প্রতিপক্ষ এখনও স্থির হয়নি।

প্রসঙ্গত, ২০১১ সালে ভারত সফরে এসেছিলেন মেসিরা। সেবার কলকাতার যুবভারতী স্টেডিয়ামে ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে একটি ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলেছিল মেসির আর্জেন্টিনা। ১৪ বছর পর ফের ভারতের মাটিতে জাতীয় দলের জার্সি গায়ে দেখা যাবে মেসিকে। জানা গিয়েছে, মেসিদের ম্যাচ হবে কোচিতে।

চলতি বছরে অবশ্য আরও একবার ভারতের মাটিতে পা রাখবেন মেসি। তবে ডিসেম্বরের ওই সফরে কোনও ম্যাচ খেলবেন না তিনি। কলকাতা, আমেদাবাদ, দিল্লি এবং মুম্বইয়ে একাধিক ইভেন্টে অংশগ্রহণ করবেন বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। ফলে চলতি বছরে দু'বার মেসি দর্শনের সুযোগ রয়েছে ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের কাছে।

মাঠে ময়দানে
24 August, 2025 • Sunday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গতবার মোহনবাগানকে হারানো অনেক কঠিন ছিল।

বললেন নর্থইস্টের গোলদাতা আশির

জবিদের দৌড় থামিয়ে ডুরান্ড নর্থইস্টের

ডুরান্ড চ্যাম্পিয়ন নর্থইস্টের আলাদিন ও রিদিমের হাতে ট্রফি তুলে দিচ্ছেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। (ডানদিকে) ম্যাচে গোলের চেষ্টা জবির। শনিবার যুবভারতীতে। ছবি —সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

নর্থইস্ট ইউনাইটেড ৬ (আশির, পার্থিব, থই, জাইরো, রডরিগেজ, আলাদিন)

ডায়মন্ড হারবার ১ (লুকা)

অনির্বাণ দাস

শেষরক্ষা হল না। তীরে এসে তরী ডুবল ডায়মন্ড হারবারের। শনিবার কিবু ভিকুনার দলকে ৬-১ গোলে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বার ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন নর্থইস্ট ইউনাইটেড। মহামেডান স্পোর্টিং ও চিরাগ ইউনাইটেডের পর বাংলার তৃতীয় দল হিসেবে অভিষেকেই ডুরান্ড জিতে ইতিহাস গড়ার সুযোগ অধরাই রয়ে গেল ডায়মন্ড হারবারের।

একটি গোল এবং তিন-তিনটে অ্যাসিস্ট! একাই জবি জাস্টিনদের কাপ জয়ের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দিলেন নর্থইস্টের মরোক্কান ফরোয়ার্ড আলাদিন আজেরাই। এদিন যুবভারতীতে উপস্থিত ছিলেন বলিউড তারকা তথা নর্থইস্টের কর্ণধার জন আব্রাহাম। দলের জয়ে উৎসব করতেও দেখা গিয়েছে তাঁকে।

অথচ শনিবার ফাইনালে কিবুর ফুটবলাররা যেভাবে শুরুটা করেছিলেন, তাতে মনে হয়েছিল নর্থইস্টের কপালে দুঃখ রয়েছে। তবে ম্যাচের শুরুতেই গোলকিপার মিরশাদ মিচুর ভুলে প্রায় গোল হজম করে বসেছিল ডায়মন্ড হারবার। আলাদিনের দূরপাল্লার শট মিচুর হাত থেকে ছিটকে বেরোলে, ফিরতি বল পেয়ে গিয়েছিলেন পার্থিব গগৈ। সে-যাত্রায় অবশ্য কোনওরকমে পরিস্থিতি সামল দেন মিচু। এরপর ম্যাচে দারুণ ভাবে ফিরে এসেছিল ডায়মন্ড হারবার। ৮ মিনিটে জবি সুবিধাজনক জায়গায় বল পেয়েও জোরালো শট নিতে পারেননি। ১৮ মিনিটে জবির সেন্টার থেকে ফাঁকায় বল পেয়েও গোল করতে ব্যর্থ হন ডায়মন্ডের স্প্যানিশ ডিফেন্ডার মিকেল। ২৩ মিনিটে দুর্দান্ত ক্রস ভাসিয়েছিলেন গিরিক খোসলা। জবির হেড কোনওরকমে বাঁচান নর্থইস্টের গোলকিপার। চার মিনিট পরেই জবির শট অল্পের জন্য বাইরে যায়।

হঠাৎ করেই ছন্দপতন! ৩০ মিনিটে কর্নার থেকে জটলার মধ্যে বল পেয়ে গোল করে যান নর্থইস্টের ডিফেন্ডার আশির আহমেদ। এই গোলের ধাক্কা পুরোপুরি সামলে ওঠার আগেই বিরতির ঠিক আগে ফের গোল হজম করে বসে ডায়মন্ড হারবার। এবার একক দক্ষতায় বল নিয়ে ডায়মন্ড বক্সে ঢুকে পড়ে দুরন্ত শটে গোল করেন পার্থিব।

আশা ছিল, বিরতির পর ঘুরে দাঁড়াবেন কিবুর ফুটবলাররা। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর পাঁচ মিনিটের মধ্যে আলাদিনের অসাধারণ ক্রস থেকে ৩-০ করে দেন থই সিং। এর পরেও কিন্তু লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন জবি, লুকারা। ৬৮ মিনিটে লুকার গোলে ব্যবধানও কমিয়েছিল ডায়মন্ড হারবার। পরের কয়েক মিনিট নর্থইস্টকে রীতিমতো চেপে ধরেছিল কিবুর দল। কিন্তু ৮১ মিনিটে ফের ডায়মন্ড হারবারের রক্ষণের ভুলে ৪-১ করে দেন পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নামা নর্থইস্টের স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড জাইরো। কয়েক মিনিটের মধ্যে আলাদিনের ক্রস থেকে ৫-১ করেন আদ্রে রডরিগেজ। এর পর সংযুক্ত সময় পেনাল্টি থেকে আলাদিন গোল করেন।

তবে হেরে গেলেও প্রথমবার খেলতে নেমেই ফাইনালে ওঠার জন্য কৃতিত্ব দিতে হবে ডায়মন্ড হারবারকে। মাত্র সাড়ে তিন বছরের পুরনো ক্লাব। কিন্তু ইতিমধ্যেই কলকাতার চতুর্থ প্রধান হয়ে ওঠার ইঙ্গিত দিচ্ছে ডায়মন্ড হারবার। বাকি তিন প্রধান যেখানে ব্যর্থ, সেখানে ফাইনালে উঠেছে। ইস্টবেঙ্গল ও মহামেডান স্পোর্টিংকে হারিয়েছে। তাই এই হার স্বপ্নভঙ্গ নয়। বরং আই লিগে ডায়মন্ড হারবারকে নিয়ে স্বপ্ন দেখাই যায়। ম্যাচের পর নর্থইস্ট কোচও বলতে বাধ্য হলেন, ডায়মন্ড হারবারকে দ্রুত আইএসএলে দেখতে চাই। বিপক্ষ কোচের এই প্রশংসা কিবুর দলের বড় প্রাপ্তি তো বটেই।

সম্রাট সেই আলাদিন, উৎসবে শামিল জন

প্রতিবেদন : যুবভারতীতে গতবারের ডুরান্ড ফাইনালের পুনরাবৃত্তি। আবারও কলকাতা থেকে ট্রফি নিয়ে গেল জন আব্রাহামের নর্থইস্ট ইউনাইটেড। আবারও নায়ক সেই মরোক্কান গোলমেশিন আলাদিন আজারাই। টুর্নামেন্টের সেরা ফুটবলারের গোল্ডেন বল এবং সর্বোচ্চ গোলদাতার গোল্ডেন বুট পুরস্কার একাই জিতে নিলেন তিনি। জোড়া সেরার সম্মানের বিশেষ পুরস্কার হিসেবে হাতে পেলেন দু'টি এসইউভি গাড়ি-র চাবি। গতবার আইএসএলেও জিতেছিলেন গোল্ডেন বুট। প্রতিযোগিতায় গোল্ডেন গ্লাভস জিতলেন গোলকিপার গুরমিত।

ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে জন।

জোড়া পুরস্কার ছোট্ট মেয়ে সোফিয়াকে উৎসর্গ করলেন আলাদিন। বললেন, কলকাতায় দু'বার ডুরান্ড জিতলাম। ম্যাচের, টুর্নামেন্টের সেরা হলাম। অসাধারণ অনুভূতি। চ্যাম্পিয়নের শিমলা ট্রফি আলাদিনদের হাতে তুলে দিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সঞ্জয় শেঠ এবং সেনাবাহিনীর কর্তারা। ছিলেন চ্যাম্পিয়ন নর্থইস্ট দলের কর্ণধার জন আব্রাহাম। দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর বলিউড অভিনেতা তাঁর ফুটবলারদের সঙ্গেই উৎসবে মেতে ওঠেন। গ্যালারিতে নর্থইস্ট সমর্থকদের অভিবাদন গ্রহণ করেন। জনকে অভিনন্দন জানান ক্রীড়ামন্ত্রী।

ডায়মন্ড হারবারকে দ্রুত আইএসএলে চান বেনালি

চিত্তরঞ্জন খাঁড়া

ডুরান্ড ফাইনালে স্বপ্নভঙ্গ হলেও প্রতিপক্ষ কোচের প্রশংসা আদায় করে নিল ডায়মন্ড হারবার। নর্থইস্ট ইউনাইটেডের চ্যাম্পিয়ন কোচ জুয়ান পেদ্রো বেনালিও স্প্যানিশ। পরপর দু'বছর তিনি কলকাতা থেকে ডুরান্ড নিয়ে গেলেন বাংলার দু'দলের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে। গতবার মোহনবাগান, এবার ডায়মন্ড হারবার। মাত্র তিন বছরের একটা ক্লাবের উল্কার গতিতে উত্থান দেখে অভিভূত নর্থইস্ট কোচ বললেন, ফাইনালে ৬-১ রেজাল্ট বড্ড বেশি। ম্যাচের ফল আমাদের পক্ষে ৩-১ হলে যথার্থ হত। ডায়মন্ড হারবার ভাল খেলেছে।

বেনালি যোগ করেন, ডায়মন্ড হারবার অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ভারতীয় ফুটবলে ছাপ রেখেছে। প্রথম সুযোগেই ওরা ফাইনাল খেলল। ডায়মন্ড হারবারকে খুব তাড়াতাড়ি আমি আইএসএলে দেখতে চাই। ট্রফি জয়ের স্বপ্ন বুকে নিয়ে মাঠে নামা ডায়মন্ড হারবার কোচ কিবু হতাশ ম্যাচের ফলে। ছ'বছর আগে মোহনবাগান কোচ হিসেবে ডুরান্ড ফাইনালে ট্রফি অধরা ছিল কিবুর। এবারও তাই। বলছেন, ৬-১ ফলটা দুর্ভাগ্যজনক। আমরা এতটা

মিকেলের সুযোগ নষ্ট। শনিবার ডুরান্ড ফাইনালে।

খারাপ খেলিনি। ১-৩ পিছিয়ে থাকার সময় ম্যাচে ফেরার সুযোগ ছিল। কিন্তু কাউন্টার অ্যাটাক এবং দু'দিকের বক্সে নর্থইস্ট দুর্দান্ত ছিল। ওরা সুযোগ কাজে লাগিয়েছে, আমরা পারিনি। অভিজ্ঞতা পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। আমাদের আরও উন্নতি করতে হবে। ভারতীয় ফুটবল ক্যালেন্ডার নিয়েও বিরক্তি প্রকাশ করেছেন কিবু। ফাইনাল হারলেও ডায়মন্ড হারবারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। ফাইনালে বড় ব্যবধানে হারলেও কৃতিত্ব কমে যাচ্ছে না, বলছেন তিনি। ক্রীড়ামন্ত্রীর কথায়, নর্থইস্ট যোগ্য দল হিসেবে জিতেছে। তবে ডায়মন্ড হারবার মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডানের পর চতুর্থ প্রধান হওয়ার দিকে এগোচ্ছে।

নির্বিঘ্নং কুরু মে দেব সর্বকার্যেষু সর্বদা...

সিদ্ধি আর সমৃদ্ধির দেবতা গণেশ। গৌরীসুত বিঘ্নেশ্বরের বিচিত্র নাম যেমন রয়েছে, তেমন বৈচিত্র্যময় রূপ। গজাননের ব্যতিক্রমী, বিরল রূপ ও তার তাৎপর্য নিয়ে লিখেছেন

তনুশ্রী কাঞ্জিলাল মাশ্চরক

আমাদের হিন্দু ধর্মে গণেশ বা গজাননকে সব দেবতার আগে পুজো করার বিধি প্রচলিত আছে। শাস্ত্র অনুযায়ী তিনি হলেন অগ্রপূজ্য। সেই বিঘ্নহর্তা, সিদ্ধিদাতা, সর্বশোকহন্তা, সংকটমোচন গণপতির যেমন বৈচিত্র্যময় নাম রয়েছে তেমনি রয়েছে তাঁর বৈচিত্র্যময় রূপ। সেই গৌরীসুত, বিনায়ক, মঙ্গলমূর্তির নানা রূপ নিয়েই এই লেখা।

দ্বিমুখী গণেশ

দ্বিমুখী গণেশ বত্রিশটি ঐশ্বরিক অবতারের মধ্যে সাতাশতম প্রকাশ। দ্বিমুখী গণেশের এই অনন্য রূপে ভগবান গণেশের দুটি মুখ প্রদর্শন করেন যা মহাবিশ্বের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উভয়দিকেই উপলব্ধি করায় এবং গভীর ক্ষমতাকে নির্দেশ করে।

দ্বিমুখী গণেশ এমন দেবতা হিসেবে পালিত যিনি সমস্ত দিক থেকে তাঁর ভক্তদের উপর নজর রাখেন এবং অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করেন।

চেহারা এবং বৈশিষ্ট্য

■ **দুই মুখ :** এই রূপের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল দুটি মুখবিশিষ্ট ভগবান গণেশের প্রতিনিধিত্ব। এই দুটি মুখ তাঁর অভ্যন্তরীণ এবং বহির্মুখ উভয় দিক থেকেই দেখার ক্ষমতার প্রতীক। এটি তাঁর সর্বব্যাপী দৃষ্টি এবং সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতি সচেতনাতাকে নির্দেশ করে।

■ **সবুজ নীলবর্ণ :** দ্বিমুখ গণপতির একটি অনন্য সবুজ এবং নীলবর্ণ নিয়ে আবির্ভূত হন। যা তাঁকে গণেশের অন্যান্য রূপ থেকে আলাদা করে। একেবারেই ব্যতিক্রমী তাঁর এই রূপ।

■ **চার বাহু :** তাঁকে চারটি ঐশ্বরিক বাহু দ্বারা চিত্রিত করা হয়েছে। প্রতিটি বাহুতে অপরিহার্য প্রতীক রয়েছে।

■ **পাশা :** বিঘ্নেশ্বরের এক হাতে পাশা ধরা আছে যা নেতিবাচক প্রভাব বা বাধাগুলিকে দূর করার এবং নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাকে নির্দেশ করে।

■ **অঙ্কুশ :** তিনি একটি অঙ্কুশ ধারণ করেন যা তাঁর ভক্তদের আধ্যাত্মিক যাত্রার পথ দেখানো এবং উৎসাহিত করার ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করে।

■ **ভাঙা দাঁত :** দ্বিমুখী গণপতির তৃতীয় হাতে নিজের ভাঙা দাঁত রয়েছে যা ত্যাগ, আত্ম উপলব্ধি এবং বাধা অপসারণের প্রতীক।

■ **রত্নপাত্র :** গণাধ্যক্ষ মূল্যবান একটি রত্নপাত্র ধারণ করেন যা সম্পদ, প্রাচুর্য এবং আধ্যাত্মিকতা প্রদান করে।

■ **রত্ন সজ্জিত মুকুট :** দুর্দান্ত একটি রত্নখচিত মুকুট গৌরীসুতর মাথায় শোভা পায় যা তাঁর সর্বোচ্চ দেবত্বের প্রতীক।

দ্বিমুখী গণেশের উপাসনা এবং তাৎপর্য

দ্বিমুখী গণেশ দুই মুখবিশিষ্ট। দু'দিক থেকে তাঁর ভক্তদের উপর নজর রাখার জন্য একজন অভিভাবক হিসেবে তাঁর সর্বদৃষ্টি এবং প্রতিরক্ষামূলক উপস্থিতি ভক্তদের অশুভ শক্তি এবং জাগতিক বাধার বিরুদ্ধে সুরক্ষার অনুভূতি প্রদান করেন।

গণেশের অস্তিত্বের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক দিকগুলি উপলব্ধি করার মাধ্যমে উদ্ভূত গভীর জ্ঞানের প্রতীক। সুরক্ষা এবং নির্দেশ দানের মাধ্যমে দ্বিমুখ বিনায়ক ভক্তদের জীবনের চ্যালেঞ্জ এবং আধ্যাত্মিক দিকগুলোকে স্পষ্ট এবং বিচক্ষণতার সাথে পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা প্রদান করে।

ত্রিমুখী গণেশ

ত্রিমুখী গণেশ দেবতা গণেশের একটি নির্দিষ্ট রূপ। এই রূপটির তিনটি মুখ রয়েছে। প্রতিটি মুখ বিভিন্ন দিক বা গুণাবলির প্রতীক। তিনটি মুখ তিনটি গুণের সাথে যুক্ত করে। স্বত্ব রজঃ এবং তমঃ। সত্ত্ব অর্থাৎ ভাল ভাব এবং রজঃ ভারসাম্য অর্থাৎ আবেগ এবং কর্ম আর তমঃ জড়তা এবং অজ্ঞতা।

আর একটি ব্যাখ্যায়, গণেশের তিনটি মুখকে অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। যার সময়ে চক্রাকার প্রকৃতি এবং ভক্তদের জীবনের যাত্রাপথে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে গণেশের ভূমিকা নির্দেশ করে।

তিনটি মুখের বৈশিষ্ট্য—

■ **সত্ত্ব :** বিশুদ্ধতা স্পষ্টতা এবং মনের ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে।

■ **রজঃ :** কার্যকলাপ গতিশীলতা এবং লক্ষ্য অর্জনের প্রতিনিধিত্ব করে।

■ **তমঃ :** জড়তা নিষ্ক্রিয়তা এবং প্রেরণার অভাবের প্রতিনিধিত্ব করে।

কেউ কেউ আবার এও বলে থাকেন যে, তিনটি মুখ ব্রহ্মা সৃষ্টি, বিষ্ণুর সংরক্ষণ এবং শিব ধ্বংস অর্থাৎ মহাজাগতিক ত্রিমূর্তিকে প্রতিনিধিত্ব করে।

ত্রিমুখী গণেশের রূপ

ত্রিমুখী গণেশের তিনটি মাথা রয়েছে। ত্রিমস্তক তাঁর। এটি গণেশের একটি বিরলতম রূপ। যা সাধারণত ত্রিগুণ বা তিনটি গুণের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। এর মধ্যে রয়েছে তিনটি গুণ। যা মহাবিশ্বের সৃষ্টি এবং ধ্বংসের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই রূপে গণেশকে সাধারণত তিনটি মুখ এবং ছ'টি বাহু দিয়ে চিত্রিত করা হয়।

এই রূপে গণপতি লালচে বর্ণের। তাঁর ডান দুটি হাতে রুদ্রাক্ষের জপমালা এবং হাতির অঙ্কুশ ধারণ করেছেন তিনি। এবং তাঁর বাম হাতে অমৃতভরা একটি দড়ি এবং কলসী রয়েছে। এছাড়াও তাঁর অন্য এক হাতে বরদানকারী মুদ্রা আর অন্য হাতে অভয় মুদ্রা যা ভক্তদের সুরক্ষা প্রদান করে।

এই রূপে তিনি সোনার পদ্মের ওপর বিরাজমান থাকেন।

ত্রিমুখী গণেশের তাৎপর্য

তিন মুখ বিশিষ্ট গণেশের বত্রিশটি ভিন্ন রূপের মধ্যে আঠাশতম রূপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ত্রিমুখ যার অর্থ তিনমুখী ভগবান। অভিত্তম নক্ষত্র যা ধনিষ্ঠ নক্ষত্র নামে পরিচিত যা কি না ত্রিমুখ গণেশের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে জানা যায়।

ত্রিমুখী গণপতির তিনটি মুখ তিনটি দিক বা তিনটি ক্ষমতা নির্দেশ করে। এর মধ্যে একটি হল জ্ঞান অন্যটি হল কর্ম এবং তৃতীয়টি হল ভক্তি। এই তিনটে দিক একজন ব্যক্তির জীবনে উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য।

ভক্তরা এমন বিশ্বাস করেন যে, ত্রিমুখী গণপতির পুজো করলে জীবনের তিনটি প্রধান দিকের ভারসাম্য বজায় থাকে এবং জীবনের পথে আসা বাধা দূর হয়। এটি আধ্যাত্মিক উন্নতির পাশাপাশি জাগতিক সমৃদ্ধি এনে দিতে পারে।

ত্রিমুখী গণেশ হলেন গণেশের একটি শক্তিশালী এবং প্রতীকী প্রতিনিধিত্ব যা অস্তিত্বের বিভিন্ন দিককে মুক্ত করে এবং জীবনের জটিলতার মধ্য দিয়ে ভক্তদের পথ দেখায়।

চতুর্মুখী গণেশ

সাধারণত গণেশের একটি মুখ আমরা দেখে থাকি। হিন্দু ধর্মের একটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে এই চতুর্মুখী গণেশ। এবং এটি বিরল মূর্তি।

হিন্দু পুরাণে পাওয়া যায় গণেশকে বিভিন্ন রূপে পুজো করার কথা। এর মধ্যে অষ্টবিনায়ক রূপ অধিক প্রচলিত।

গণেশের অন্যান্য রূপের মধ্যে চতুর্মুখ রূপ একটি। চার মুখবিশিষ্ট গণেশ সাধারণত উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণ-পশ্চিম উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পূর্ব এই চারটি দিকের প্রতিনিধিত্ব করেন। যা ব্রহ্মাণ্ডের চারটি দিকের কথা বলে।

(এরপর ২০ পাতায়)

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার

24 August, 2025 • Sunday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in

একদন্ত মহাকায় সূর্যকোটি সমপ্রভা

গণেশকে বেদে সরাসরি গণপতি বা ব্রহ্মণস্পতি নামে উল্লেখ করা হয়েছে। সব পুজো শুরুর আগে তাঁর পুজো মাস্ট। সিদ্ধিদাতা শুধু দেশে নয়, বিদেশেও পূজিত। লিখছেন **চৈতালী সিনহা**

পরিবর্তনের স্রোতে

বাঙালি গণেশ বলতে চেনে দুর্গার কোলের ছোট ছেলেকে। আদরের গনু। আর গণেশের সাবালক অবস্থা একটু ছুঁয়ে যায় পয়লা বৈশাখের দিনটাতে তাও দিদি লক্ষ্মীর সাথে। কলম পেশা জাতের যত ভাব বিদ্যেবতীর সাথে। কিন্তু গণেশও কম যান না। মহাভারত লেখা তো চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। এখন চারিদিকে সমাজের একটা ব্যাপক পরিবর্তন আর এর প্রভাব পড়ছে সবকিছুর উপর। এই পরিবর্তনের জোয়ারে মা দুগ্গার কোলের ছেলে বাঙালির আদরের গণেশ কখন যে গুরুগম্ভীর গণপতি মহারাজ হয়ে মায়ের কোল ছেড়ে একাই প্যান্ডেল মাতাচ্ছেন, কেউ খেয়ালও করেনি। হালখাতা পয়লা বৈশাখ ছেড়ে বেওসা বাড়লে গণেশ মায়ের কোল থেকে নেমে গণপতি বাপ্পা হয়ে পাড়া দাপাবেন এ তো বলাই বাহুল্য।

গণের নায়ক হওয়া গণেশ

শিব ও পার্বতীর অনুচরদের গণ বলা হয়। হিন্দু পুরাণ অনুসারে, গণ হল শিবের অনুচর এবং তাঁদের নেতা হলেন নন্দী। পার্বতীর অনুচরদের মধ্যে জয়া-বিজয়া এবং যোগিনী উল্লেখযোগ্য। গণ হল একদল অতিপ্রাকৃত সত্তা যারা দেবতা শিবের অনুচর হিসেবে কাজ করে। তারা শিবের সেবক, রক্ষক এবং দূত হিসেবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই গণের প্রধান হিসেবে নির্বাচিত দেবতা গণেশ।

গণেশকে বেদে সরাসরি গণপতি বা ব্রহ্মণস্পতি নামে উল্লেখ করা হয়েছে। ঋগ্বেদের একটি শ্লোকে গণপতি শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেখানে তাঁকে স্তব করা হয়েছে এবং শুভ কাজের জন্য আহ্বান করা হয়েছে। এছাড়াও, তৈত্তিরীয় আরণ্যকের একটি শ্লোকে দন্তী শব্দটি গণেশের একটি প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, যা শিব পরিবারের অংশ হিসেবে বিবেচিত। এভাবেই গণের প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হলেন গণেশ।

অনধিকার প্রবেশ নিষেধ

শিবভূমিতে শিব-পার্বতী একসাথে একান্তে রয়েছেন। দ্বার আগলে রেখেছেন গণেশ। এদিকে বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার, সে ঢুকবেই। ভারি রাগী মানুষ। গণেশ তো ভীষণ কর্তব্যনিষ্ঠ। লাগল বিবাদ বচসা। এইবার রোজের কথা, হাত থাকতে মুখে কেন। চলল লড়াই। বেচারা গণেশের একটি দাঁত গেল ভেঙে। একদন্ত হয়েও আটকেছিল পরশুরামের প্রবেশ!

যেকোনও শিব বা শক্তি মন্দিরে দ্বারপাল হিসেবে প্রথমেই থাকেন গণেশ।

মা নন্দা চলেছেন শিব-সাক্ষাতে, পথে নিজের রূপটি দেখতে ইচ্ছে হওয়ায় তৈরি করলেন এক কাকচক্ষু সরোবরের নাম তার 'রূপকুণ্ড'। সে তীর্থের পথে রইল দ্বারপাল-রূপী গণেশ, কৈলুবিনায়ক। শিব-পার্বতী গল্প করছেন অমর গুহায়, ব্রহ্মতত্ত্ব নিয়ে চলছে আলোচনা। পাহারায় আছেন গণেশ। জায়গার নাম গণেশ টপ— মহাগুনাস পাস। তবে দেখার চোখ থাকতে হয়, মহাগুনাস পাসে পাথরে গণেশের অবয়ব স্পষ্ট। ট্রেকতীর্থ শিবলিঙ্গ বেসক্যাম্প থেকে শিবলিঙ্গের চূড়ায় গণেশের রূপ সবাই দেখেছে।

উচ্ছিষ্ট গণেশ

গণপতি বা গণেশের ৩২টি রূপের একটি হল উচ্ছিষ্ট গণেশ। উচ্ছিষ্ট কথাটির আক্ষরিক অর্থ এঁটো বা ভুক্তাবশিষ্ট। প্রতীকী অর্থে দেহে অবস্থিত পরব্রহ্মকে নিবেদনের পর যা অবশিষ্ট থাকে তাই উচ্ছিষ্ট। ইনি তান্ত্রিক মতে পূজিত বামাচারী গণেশ। মহার্ণব তন্ত্রে ইনি লোহিতবর্ণ আবার কখনও কৃষ্ণবর্ণ। শক্তি নগ্নিকা এবং পরমা সুন্দরী, বাম কোলে উপবিষ্ট। প্রেম ও মিলনের সাথে সম্পর্ক যুক্ত এই গণেশ সৃষ্টির প্রতীক। এই গণপতি ও শক্তির মিলিত রূপে নেই কোনও ভেদ, নেই কোনও বিচার। শুধুমাত্র ভক্তি দিয়ে ভক্ত একাত্ম হন পরম শক্তির সাথে। গণপতি এই রূপে ভক্তকে সর্বসিদ্ধি প্রদান করেন। সকল রিপু হতে রক্ষা করে ভক্তের বিঘ্ন নাশ করেন। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের কাঞ্চি গণেশ উচ্ছিষ্ট গণেশ-রূপ।

মুণ্ডকাটিয়া গণেশ

পার্বতী দেখেন শিবের অনুচর গণ সর্বদা শিবকে আগলে রাখেন তাই তিনিও সৃষ্টি করলেন গণেশকে। করলেন গণের অধিপতি, দ্বারপাল। মায়ের অনুগত গণেশ বিনা অনুমতিতে মায়ের কাছে প্রবেশ করতে বাধা দেবে। স্বয়ং শিব চাইলেন পার্বতীসঙ্গ, এলেন পার্বতীর কাছে। বাধা পেলেন লম্বোদরের কাছে। মহামিলনের বাধা হবে দ্বারপাল! ক্রুদ্ধ শিব মুণ্ড কেটে দিলেন গণেশের। পরে অবশ্য পার্বতীর কান্নায় গণেশের প্রাণ রক্ষা হয়, কাঁধে চাপে গজমুণ্ড। কেদারনাথের কাছে শোনপ্রয়াগের কাছে রয়েছে মুণ্ডকাটিয়া গণেশ। এই স্থানে মুণ্ড ছাড়াই গণেশের পুজো হয়।

বিদেশে গণেশ

টোকিওতে ৮ম শতাব্দীর মাতসুচিয়ামা শোডেন মন্দির রয়েছে, যা জাপানি দেবতা কাঙ্গিতেনের নামে উৎসর্গীকৃত, যা গণেশকে তাঁর জাপানি অবতার নামেও ডাকা হয়। তিনি শোতেন এবং আরও মজার বিষয় হল গণবাচী এবং বিনায়কতেন নামেও পরিচিত।

থাইল্যান্ডে গণেশ ফ্রা ফিকানেট নামে পরিচিত এবং তিনি সেখানে বিঘ্নহর্তা।

মামাবাড়িতে বাঙালি গণেশ

নিজের সন্তান নেই বলে পার্বতী নিজেই কাপড়ে ধুলোছাপ লাগাতেন। স্নানের সময় গায়ে তেল-হলুদ মাখছিলেন জয়া-বিজয়া। দেবী অঙ্গ থেকে বেরোনো ময়লা দিয়ে দেবী খেলাচ্ছলে পুতুল গড়লেন। পুত্র রূপে দুর্গার স্তনপান করতে ইচ্ছুক নারায়ণ প্রবেশ করলেন পুতুলের মধ্যে। দুর্গা ছেলে পেয়ে আত্মহারা। অন্নপ্রাশন উপলক্ষে সব দেবতার আগমন হয়েছে, শনি ছাড়া। মামা জানেন দৃষ্টিপাতে জাতকের ক্ষতি, তাই আসেননি। দুর্গার আদেশে যদি-বা এলেন, ভাগনার দিকে চাইতেই মুণ্ডপাত! কেঁদেকেটে পার্বতী একশা। নন্দী শিবের আদেশে ছুটল, কে শুয়ে আছে উত্তর দিকে মাথা করে, তার মুণ্ড কেটে আনতে! নন্দী গণেশের দেহে স্থাপন করল গজমুণ্ড। শিবের বরে প্রাণ ফিরে পেল এবং দুর্গাকে শান্ত করতে সব দেব অগ্রে সিদ্ধিদাতা পুজো প্রচলন হল। ছেলেকে কোলে উমা মেনকার কাছে এলেন, বললেন দুর্গাষষ্ঠীর দিন যে মহিলা ব্রত পালন করবে তার সন্তান জীবিত থাকবে। সেই থেকে মর্ত্যে দুর্গা ষষ্ঠীর ব্রত প্রচার হল।

বিধর্মী গণেশ

বৌদ্ধ ধর্মে প্রথম দিকে মূর্তিপুজো ছিল না। তন্ত্র প্রভাবে বৌদ্ধদের মধ্যে মূর্তিপুজোর চল দেখা যায়। গণেশ রয়েছেন বৌদ্ধমতে, সেখানে তিনি বিনায়ক। এখানে তিনি বাধা অপসারক, বিঘ্ননাশক এবং রক্ষক হিসেবে পুজো পেয়ে থাকেন। কখনও তিনি সম্পদ প্রদান করেন কখনও-বা কোনও মন্ত্রে তাঁকে শত্রুদের ক্ষতি করার জন্য আহ্বান করে হয়। নানা চিত্রে তাঁর গাত্রবর্ণ লাল এবং তিনি নৃত্যরত।

গণেশ তিব্বতে ইন্দো-তিব্বতি বৌদ্ধ দেবতাদের দেবতা হিসেবে বিবেচিত। তাঁকে বাধা, রাক্ষস এবং সম্পদের দেবতা হিসেবে দেখা হয় এবং কখনও কখনও তাঁকে নৃত্যরত তান্ত্রিক রূপেও দেখানো হয়।

তিব্বতী বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে গণেশের সাথে সম্পর্কিত ত্রিশটি গ্রন্থ রয়েছে। এই গ্রন্থগুলিতে, যা তিব্বতী অনুবাদে সংরক্ষিত ভারতীয় গ্রন্থ, গণপতিকে একজন সম্পদের দেবতা হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে যিনি যৌনতা এবং খাদ্যের মতো পার্থিব আনন্দও প্রদান করতে পারেন। তাঁকে নেতিবাচক শক্তি, রাক্ষস এবং অসুস্থতা থেকে রক্ষাকারী হিসেবেও চিত্রিত করা হয়েছে।

(এরপর ২০ পাতায়)

৫০-এ শোলে

রমেশ সিপ্পি পরিচালিত ‘শোলে’। চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন সেলিম-জাভেদ। অভিনয়ে সঞ্জীব কুমার, ধর্মেন্দ্র, অমিতাভ বচ্চন, হেমা মালিনী, জয়া বচ্চন, আমজাদ খান প্রমুখ। মুক্তি পেয়েছিল ১৯৭৫-এর ১৫ অগাস্ট। হিন্দি সিনেমার সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী এই সিনেমা মুক্তির ৫০ বছর পূর্ণ হল সম্প্রতি। নানা ঘটনার উপর আলোকপাত করলেন

অংশুমান চক্রবর্তী

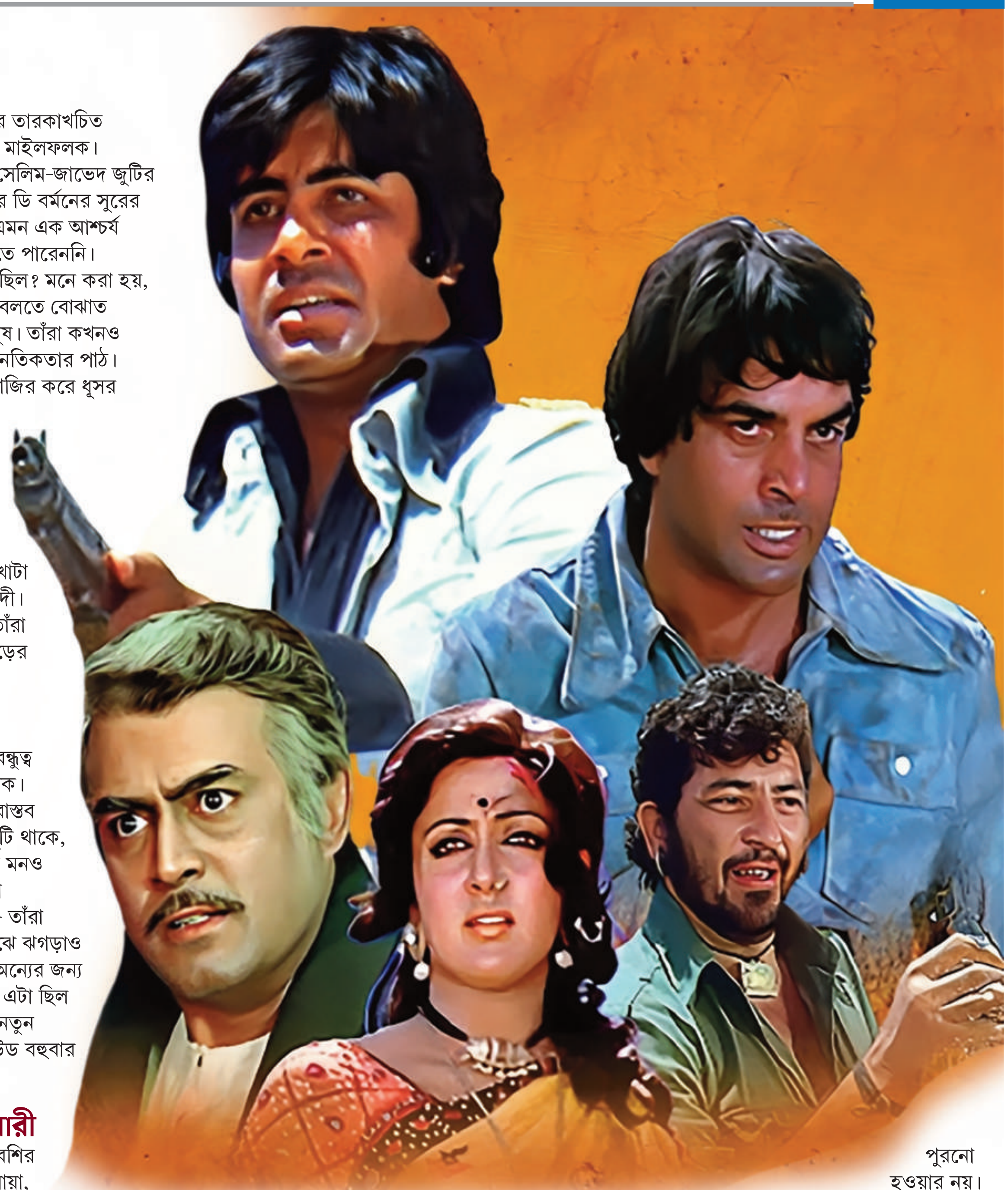

প্রভাব বিস্তারকারী সিনেমা

রূপকথার মতো একটি ছায়াছবি। কী নেই? রোমান্স, অ্যাকশন, সাসপেন্স, হিংসা, প্রতিশোধ— সব আছে। তুমুল আনন্দঘন মুহূর্তের পাশাপাশি আছে এক আকাশ মনকেমন করা মুহূর্তও। সবমিলিয়ে অনবদ্য একটি সিনেমা ‘শোলে’। মুক্তি পেয়েছিল ১৯৭৫ সালের ১৫ অগাস্ট। অখ্যাত এক ছোট্ট গ্রাম রামগড় বদলে দিয়েছিল বলিউডের ইতিহাস। ঠাকুরের ডাকে জয় এবং বীরু নামের দুই ডাকাবুকো তরুণের ডাকাত ধরার সেই গল্প ক্রমেই হয়ে ওঠে হিন্দি সিনেমার সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী সিনেমার একটি। সেই সিনেমা মুক্তির ৫০ বছর পূর্ণ হল সম্প্রতি।

রামগড়ের মুক্তিদূত

‘শোলে’ শুধু একটি বড় বাজেটের তারকাখচিত সিনেমা নয়, বরং এক সাংস্কৃতিক মাইলফলক। পরিচালক রমেশ সিপ্পির নির্মাণ, সেলিম-জাভেদ জুটির ধারালো চিত্রনাট্য ও সংলাপ, আর ডি বর্মনের সুরের জাদু মিলেমিশে তৈরি করেছিল এমন এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা, যা দর্শক আজও ভুলতে পারেননি। সাফল্যের নেপথ্যে কী কী কারণ ছিল? মনে করা হয়, ‘শোলে’র আগে বলিউডি নায়ক বলতে বোঝাত নির্মল, আদর্শ, ভুল-ত্রুটিমুক্ত মানুষ। তাঁরা কখনও অন্যায় করতেন না। শোনাতেন নৈতিকতার পাঠ। ‘শোলে’ ভেঙে দেয় চেনা ছক। হাজির করে ধূসর নায়ককে। যাঁরা বাস্তবের মতোই, ভাল-মন্দের মিশেলে তৈরি। জয় চরিত্রের অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন এবং বীরু চরিত্রের অভিনেতা ধর্মেন্দ্র ছিলেন আগের বলিউড নায়কদের চেয়ে একেবারেই আলাদা। তাঁরা জেলখাটা আসামি, পেশাদার চোর, মিথ্যাবাদী। কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তাঁরা হয়ে ওঠেন সাহসী যোদ্ধা, রামগড়ের মুক্তিদূত।

জয়-বীরুর বন্ধুত্ব

‘শোলে’র আগে হিন্দি সিনেমায় বন্ধুত্ব ছিল প্রায় প্রেমের মতো। রোমান্টিক। কিন্তু বাস্তবে বন্ধুত্ব এমনটা নয়। বাস্তব বন্ধুত্বে ঠাট্টা-তামাশা থাকে, খুনসুটি থাকে, ঝগড়া হয়, আবার মুহূর্তের মধ্যে মনও মিলে যায়। জয়-বীরুর বন্ধুত্ব ছিল একেবারেই সেই বাস্তব ধাঁচের— তাঁরা পরস্পরকে খোঁচাতেন, মাঝে মাঝে ঝগড়াও করতেন। কিন্তু প্রয়োজনে একে অন্যের জন্য জীবন দিতেও পিছপা হতেন না। এটা ছিল বন্ধুত্বের পর্দায় উপস্থাপনার এক নতুন মানদণ্ড, যা পরবর্তী দশকে বলিউড বহুবার অনুসরণ করেছে।

স্বাধীনচেতা কর্মজীবী নারী

তখনকার দিনে হিন্দি সিনেমার বেশির ভাগ নায়িকা ছিলেন লাজুক, ঘরোয়া, পুরুষনির্ভর। এই ধ্যানধারণার বদল ঘটিয়েছিল ‘শোলে’। বাসন্তী চরিত্রের মধ্যে দিয়ে। বাসন্তী রামগড় গ্রামের স্বাধীনচেতা কর্মজীবী নারী। চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছিলেন হেমা মালিনী। বাসন্তী ছিলেন টাঙাওয়ালি— নিজের সংসার চালাতেন, নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নিতেন। তিনি শুধু নারী স্বাধীনতার প্রতীকই নন, বরং বলিউডে কর্মজীবী নারীর চরিত্রায়ণের পথপ্রদর্শকও ছিলেন। তাঁর হাসি, দুষ্টুমি, বুদ্ধি— সব মিলিয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন রামগড়ের প্রাণকেন্দ্র।

সময়ের সাহসী উচ্চারণ

একজন তরুণী বিধবাও যে অন্য কাউকে ভালবাসতে পারে, নতুন সংসার পাতার স্বপ্ন দেখতে পারে— দেখিয়েছে ‘শোলে’। অ্যাকশন, ড্রামা, প্রতিশোধে ভরা মশালা ছবি। তবু এখানে নিঃশব্দে বোনা হয়েছে এক অন্যরকম প্রেমকাহিনি— বিধবা রাধার জীবনে প্রেমের সম্ভাবনা। চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছেন জয়া বচ্চন। একটি দৃশ্যে সঞ্জীব কুমার অভিনীত ঠাকুর চরিত্র রাধার বাবাকে বলেন, মেয়ের দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি দিতে। বাবা বিস্ময়ে প্রশ্ন করেন, ‘সমাজ কী বলবে?’ ঠাকুরের উত্তর, ‘সমাজ মানুষের একাকীত্ব দূর করার জন্য, তাকে একা ফেলে রাখার জন্য নয়। আমরা কি অন্যের ভয়ে রাধাকে জীবিত থাকতে মৃত করে রাখব?’ এই সংলাপ শুধু চলচ্চিত্রের নয়, সময়েরও সাহসী উচ্চারণ ছিল। প্রসঙ্গত, শ্যুটিং চলার সময় জয়া ছিলেন গর্ভবতী।

আড্ডায় উঠে আসে সংলাপ

‘শোলে’র সংলাপ এখনও আড্ডায় উঠে আসে। ‘কিতনে আদমি থে?’, ‘বাসন্তী, ইন কুত্তোঁকে সামনে মাত নাচনা’, ‘ইয়ে হাত মুঝে দে দে ঠাকুর’, ‘গব্বর কা দিমাগ খারাব হো গয়া হ্যায়’— ইত্যাদি সংলাপগুলো পুরনো হওয়ার নয়। সিনেমার চরিত্রগুলো গব্বর, জয়, বীরু, ঠাকুর বা বাসন্তী যেন বাস্তবে নেমে এসেছেন, হয়ে উঠেছেন খুব কাছের কেউ। আসলে, ‘শোলে’ শুধু ছবি নয়, একটি প্রজন্মের স্মৃতি। এর বিদ্রোহী চেতনা, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানবিক চরিত্র আজও সমান প্রাসঙ্গিক।

(এরপর ২০ পাতায়)

২০
২৪ অগাস্ট
২০২৫
রবিবার

রবিবার

24 August, 2025 • Sunday • Page 20 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নির্বিঘ্নং কুরু মে দেব সর্বকার্যেষু সর্বদা...

(১৭ পাতার পর)

এটি গণেশের বিভিন্ন রূপের প্রতীক। সেগুলো হল জ্ঞান, সমৃদ্ধি, সৃজনশীলতা, সুরক্ষা। চারটি হাত চারটি মাথাবিশিষ্ট হাতে শিলালিপি ধ্যানের পুঁথি, জলের পাত্র এবং পাশা থাকে। কর্নাটকের কালঘিরে মন্দিরে চতুর্মুখ গণেশের বিরল মূর্তি রয়েছে।

পঞ্চমুখী গণেশ

পঞ্চমুখী গণেশ হলেন জীবদেহের পাঁচটি কোষের প্রতীক। বেদে আত্মার উৎপত্তি, বিকাশ, ধ্বংস ও গতিবিধিকে পঞ্চকোষের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই পঞ্চকোষকে আবার জীবের পাঁচ প্রকার দেহ বলা হয়। এর মধ্যে প্রথম কোষ হল অন্নময় কোষ।

সমগ্র বস্তুজগৎ যেমন পৃথিবী, নক্ষত্র, গ্রহ, নক্ষত্রমণ্ডল ইত্যাদি আসলে অন্নময় কোষ।

দ্বিতীয় কোষ হল প্রাণময় কোষ। দেহের মূলে প্রাণের প্রবেশের ফলে বায়ুর উপাদানটি ধীরে ধীরে জাগ্রত হয় আর তা থেকে বহু কোষের সৃষ্টি হয়। একেই বলা হয় প্রাণময় কোষ।

তৃতীয় কোষ হল মনোময় কোষ। জীবের মধ্যে মন জাগ্রত হয় আর যার মন যত দ্রুত জাগ্রত হয় তার মনুষ্যত্ব তত বেশি।

চতুর্থ কোষ হল বিজ্ঞানময় কোষ যা আসলে জাগতিক মোহের জ্ঞান। জ্ঞানী লোকের উপলব্ধি তখনই বাড়ে যখন তার বুদ্ধির বিকাশ হয়, এই বুদ্ধির বিকাশ আসলে বিজ্ঞানময় কোষের বিকাশ।

আর পঞ্চম কোষ হল আনন্দময় কোষ।

আনন্দময় কোষের জ্ঞানলাভ করে পরিপূর্ণ মানুষ হওয়া জরুরি।

শাস্ত্র মতে, গণেশের পাঁচটি মুখ সৃষ্টির পাঁচটি রূপ বা কোষের প্রতিনিধিত্ব করে।

আমাদের দেহে পাঁচটি ইন্দ্রিয় রয়েছে। দৃষ্টি, ঘ্রাণ, স্পর্শ, স্বাদ এবং শ্রবণ এবং সৃষ্টিতে পাঁচটি উপাদান রয়েছে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ। পাঁচটি ইন্দ্রিয় এবং সৃষ্টির পঞ্চ উপাদান নিয়েই এই গণপতির পঞ্চমুখী রূপ। পাঁচটির মধ্যে যেকোনও বাধা দূর করতে সক্ষম দেবত্বের যে রূপ তাকে পঞ্চমুখী গণপতি বলা হয়। দক্ষিণ ভারতে পঞ্চমুখী গণেশ খুবই জনপ্রিয়।

পঞ্চমুখী গণেশ হেরম্ব গণেশ নামে পরিচিত। নেপালে এই হেরম্ব গণেশের পুজো হয়। মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর জেলায় বিশ্বের একমাত্র নিজস্ব শৈলীর পঞ্চমুখী গণেশ মন্দির রয়েছে। স্বয়ম্ভু পঞ্চমুখী গণেশের মন্দির রয়েছে শ্রীঅর্কেশ্বর মন্দিরে। এখানে গণেশের মূর্তিটি শতাব্দীপ্রাচীন।

মহাগণপতি, মনোময়, হেরম্ব, গজকর্ণ, ধূম্রবর্ণ, বিঘ্ননাশকারী গণপতিকে অক্ষর ও জ্ঞানের দেবতা রূপে বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠানের শুরুতে তাঁর পুজো প্রচলিত।

একদন্ত মহাকায় সূর্যকোটি সমপ্রভা

(১৮ পাতার পর)

এই তান্ত্রিক বৌদ্ধ উৎসগুলিতে, গণেশকে সাধারণত বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের উদ্ভব হিসাবে উপস্থাপন করা হয়।

জাপানে, একটি জনপ্রিয় চিত্র হল দুটি গণেশ আলিঙ্গনে দাঁড়িয়ে আছে যা দ্বৈত কাঙ্গিতেন বা আলিঙ্গনকারী কাঙ্গিতেন নামে পরিচিত। উচ্ছিষ্ট গণেশের সাথে সাদৃশ্য বেশ চোখে পড়ার মতো।

গজবেশে জগন্নাথ

পুরীতে শ্রীজগন্নাথের নানা রহস্য নানা লীলা কথা। জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় হয় স্নানযাত্রা, রত্নবেদি থেকে নেমে প্রভু একেবারে জনগণের সামনে। একশো আট ঘড়া জলে স্নান করেন তিন বিগ্রহ। বিকেলে গণপতি রূপ গজবেশ পরেন তাঁরা। এখন তিনি জনগণের মাঝে, গণদেবতা তাই গণপতি বেশ কেউ জানেন জগন্নাথ আসলে বৌদ্ধ দেবতা আর বৌদ্ধ ধর্মে বিনায়ক আছেন জাঁকিয়ে, তাই একদিন সে রূপে। আবার মারাঠা আধিপত্যের সময়, তারা গণপতি-ভক্ত হওয়ায় এই পোশাকের ব্যবস্থা। এভাবে যেকোনও উপায়ে আক্রমণ ঠেকানোর ব্যবস্থা। আসল কথা জগতের নাথ তাই সর্বদা সমন্বয়ের একটা দায়িত্ব নিতেই হয় জগন্নাথকে। এক গাণপত্য ব্রাহ্মণ পুরীতে এসেছে স্নানযাত্রার দিন। জগন্নাথের মধ্যে সে খুঁজে পায় না তার ইষ্টদেবতাকে। আনন্দময় দেবতা ভক্তের দুঃখ দেখতে পারেন না। তাকে খুশি করতে প্রভু গণপতি বেশ ধারণ করেন।

গণনায়ক লেখেন গণবার্তা

মানা গ্রামে গণেশ গুহা, ব্যাস গুহা আর সরস্বতী নদী এখনও পর্যটকদের আকর্ষণ। ব্যাস মহাভারত লেখার জন্য ব্রহ্মার নির্দেশে গণেশকে অনুরোধ করলেন। ব্যাস বলবেন ভারত কথা লিপিবদ্ধ করবেন গণনায়ক। গণেশ লিখতে রাজি তবে ব্যাসকে বলতে হবে একটানা। ব্যাস রাজি তবে চাপালেন শর্ত, না বুঝে লেখা যাবে না। যে সময়ে গণেশ বোঝার জন্য থামছিলেন, ব্যাস ভেবে নিচ্ছিলেন পরবর্তী শ্লোক। আর এই বোঝার মাঝে ঘটল বিপর্যয়। সরস্বতী বইছিল প্রবল গর্জনে, মনঃসংযোগ বিচ্ছিন্ন হচ্ছিল গণেশের। সরস্বতীকে শান্ত হতে বলেন গণেশ, সরস্বতীর খেয়াল থাকে না। গণেশ সরস্বতীকে অভিশাপ দেন, তাই সরস্বতী অন্তসলিলা। এখনও ভীমপুলের কাছে সরস্বতীর রুদ্ররূপ আর তীব্র গর্জন বর্তমান।

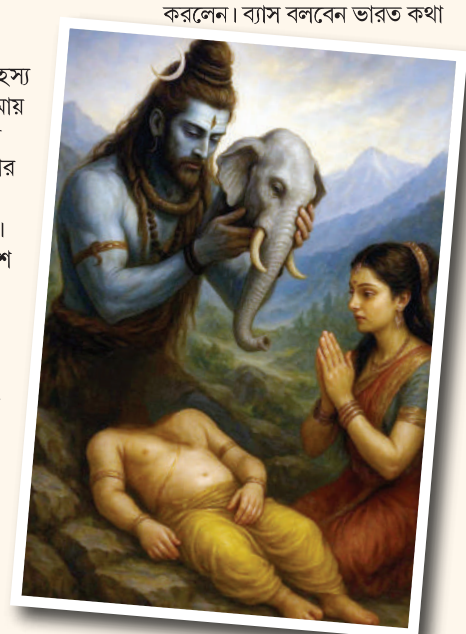

শুঁড় দিয়ে যায় চেনা

গণেশের শুঁড় বেশির ভাগ তাঁর বাম হাতের দিকে। এই রকম গণেশ মা-ঘেঁষা, ভাল ছেলে। কখনও গণেশের শুঁড় ডানদিকে বাঁকা, এ-গণেশ বউ-ঘেঁষা, কিছুটা দুষ্টুও বটে। উচ্ছিষ্ট গণেশ প্রকৃতির। ডাইনে লম্বাপানা লালপাড় ঘোমটা দেওয়া কলাগাছকে কলাবউ আর গণেশের বউ বলা হত। আসলে যদিও সেটি নবপত্রিকা, দুর্গার এক বৃক্ষরূপ। গণেশের ডান দিকে ঘোরানো শুঁড় খুবই কম দেখা যায়। ডান দিকে শুঁড় ঘোরানো গণপতিকেই সিদ্ধিবিনায়ক বলা হয়ে থাকে। গণেশের এক স্ত্রী হলেন সিদ্ধি। তিনি গণেশের ডান দিকে অবস্থান করেন। তাই ডান দিকে শুঁড় ঘোরানো গণেশ মূর্তিকে সিদ্ধিবিনায়ক বলা হয়।

সব পুজো শুরুর আগে উচ্চারণ হোক— ওঁ গণেশায় নমঃ। গণেশ তো জনগণমন অধিনায়ক

৫০-এ শোলে

(এরপর ১৯ পাতায়)

বাজেট বেড়ে তিন গুণ

‘শোলে’ ছবির মুক্তি নিয়ে প্রথম থেকেই সন্দেহ ছিল। এক কোটি বাজেট নিয়ে এই ছবির কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু ছবিটি তৈরি করতে দুই বছরেরও বেশি সময় লেগে যায়। ফলে বাজেট বেড়ে যায় প্রায় তিন গুণ। তার ওপর জরুরি অবস্থা, ছবিটি আদৌ বক্স অফিসে সাড়া ফেলবে কি না, তা নিয়ে সংশয়ে ছিলেন পরিচালক-প্রযোজকরা। মুক্তির সময় কোনও ঝামেলা হবে কি না, তা নিয়েও ভয়ে-ভয়ে ছিলেন তাঁরা। এই সবকিছুর মধ্যেই মুক্তি পায় ‘শোলে’। ছবির প্রতিটি সংলাপ জনপ্রিয়তার এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে আলাদাভাবে সংলাপের জন্য অডিও ক্যাসেট ও রেকর্ড প্রকাশ করতে বাধ্য হন প্রযোজক-পরিচালকরা। ক্যাসেট মুক্তির পর প্রায় পাঁচ লাখ অডিও ক্যাসেট বিক্রি হয়েছিল। ’৭০-এর দশকের সর্বাধিক বিক্রি হওয়া অডিও ক্যাসেট ছিল এটা।

তারকাদের পারিশ্রমিক

‘শোলে’র প্রতিটি চরিত্রই জনপ্রিয়তা লাভ করে। তবে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পায় আমজাদ খান অভিনীত খলনায়ক ‘গব্বর সিং’। এই ছবিতে অভিনয়ের জন্য তিনি পান ৭৫ হাজার টাকা! ছবিতে সর্বাধিক পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন ‘বীরু’ চরিত্রের অভিনেতা ধর্মেন্দ্র, প্রায় দেড় লাখ টাকা পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন তিনি। অমিতাভ বচ্চন পেয়েছিলেন এক লাখ টাকা পারিশ্রমিক। ‘ঠাকুর বলদেব সিংহ’-র চরিত্রে অভিনয় করে প্রশংসা অর্জন করেন অভিনেতা সঞ্জীব কুমার। অমিতাভের চেয়ে বেশি পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন তিনি। এই ছবিতে অভিনয় করে এক লাখ পঁচিশ হাজার টাকা পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন সঞ্জীব। ছবিতে অমিতাভের তুলনায় পঁচিশ হাজার কম পেয়ে হেমা মালিনী আয় করেন পঁচাত্তর হাজার টাকা। এই ছবিতে খুব কম সংলাপ ছিল জয়া বচ্চনের। তিনি পেয়েছিলেন সবচেয়ে কম পারিশ্রমিক— পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা!

শতাব্দীর সেরা সিনেমা

২০৪ মিনিটের ছবিতে ভাল-খারাপের চিরাচরিত লড়াই দেখানো হয়েছে। সিনেমাটি বিবিসি ইন্ডিয়ার জরিপে ‘শতাব্দীর সেরা সিনেমা’ নির্বাচিত হয় এবং ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট এটাকে ভারতের সেরা সিনেমা হিসেবে ঘোষণা করে। ‘শোলে’ শুধু যেন একটি সিনেমা নয়, বরং হয়ে উঠেছে সংস্কৃতির প্রতীক। এর সংলাপ বিয়েতে বলা হয়, রাজনীতিতে ব্যবহার করা হয়, এমনকী বিজ্ঞাপনচিত্রেও দেখা যায়।

পরিস্থিতি বদলে যায়

প্রথম মুক্তির সময় ‘শোলে’ তেমন প্রশংসা পায়নি। অনেক সমালোচক সিনেমাটি ব্যর্থ বলেছিলেন। ইন্ডিয়া টুডে সিনেমাটিকে বলেছিল ‘নিভে যাওয়া কয়লা।’ ফিল্মফেয়ারের এক লেখক বলেছিলেন, ‘এটি না ঠিক ভারতীয়, না ঠিক পশ্চিমি।’ প্রথম সপ্তাহে হলে দর্শক ছিলেন নীরব। অনেকেই চুপচাপ বসে থাকতেন। না-হাসি, না-কান্না, না-হাততালি। তৃতীয় সপ্তাহে থেকে পরিস্থিতি বদলে যায়।

প্রিমিয়ারে সলমন

‘শোলে’র চিত্রনাট্য লিখেছিলেন সেলিম-জাভেদ। অর্থাৎ সেলিম খান এবং জাভেদ আখতার। তাঁরা একসঙ্গে ২৪টি সিনেমার চিত্রনাট্য লিখেছেন, যার মধ্যে ২২টিই ব্লকবাস্টার হিট। এমন ঘটনা বলিউডে আর ঘটেনি। হিন্দি সিনেমাকে আমূল বদলে দিয়েছিলেন এই দুজন। আজকাল লেখকদের পারিশ্রমিক নিয়ে কত কথা হয়। অথচ চার-পাঁচ দশক আগে তাঁরা নায়কের চেয়েও বেশি পারিশ্রমিক নিতেন। এই কথা এখন অবিশ্বাস্যই মনে হয়। হিন্দি সিনেমায় বহুল চর্চিত ‘অ্যাংরি ইয়াং ম্যান’ ধারণা তৈরি হয় সেলিম-জাভেদের হাত ধরেই। ‘শোলে’ ছিল এই জুটির অন্যতম সিনেমা। তাঁরা প্রথমে গিয়েছিলেন মনমোহন দেশাইয়ের কাছে। সেখানে সবুজ সংকেত না পাওয়ায় যান প্রযোজক জিপি সিপ্পির কাছে। তিনি গল্প শুনে প্রযোজনা করতে রাজি হয়ে যান। পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় রমেশকে। প্রসঙ্গত সেলিম খানের জ্যেষ্ঠ পুত্র আজকের সুপারস্টার সলমন খান। তিনি হাজির ছিলেন প্রিমিয়ারে।

এককথাতেই রাজি

ঠাকুরের চরিত্রে অভিনয় করার ইচ্ছে ছিল ধর্মেন্দ্রর। কিন্তু তাঁকে বীরুর চরিত্রের জন্য নির্বাচিত করেন পরিচালক রমেশ সিপ্পি। আর সেই সময় হেমা মালিনীর প্রেমে পাগল ছিলেন ধর্মেন্দ্র। রমেশের এককথাতেই রাজি হয়ে যান। আসলে ‘শোলে’র শ্যুটিং শুরু হওয়ার আগে হেমা মালিনীকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন সঞ্জীব কুমার। কিন্তু তাতে সায় ছিল না হেমার। তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন ছবিতে সঞ্জীব কুমারের সঙ্গে তিনি কোনও দৃশ্য শুট করবেন না! সঞ্জীব কুমারের চরিত্রের নাম ঠাকুর বলদেব সিং রাখা হয়েছিল চিত্রনাট্যকার সেলিম খানের শ্বশুরমশাই বলদেব সিং চরকের নামের প্রেরণায়।